কাফরি জাতির বিবরণ।

আফরিকার দক্ষিণ সীমাস্থ উত্তম আশা অন্তরীপ বহুদিবসাবধি ব্রিটেন নিবাসিগণ কর্ত্তৃক কৃত বসতি হইয়াছে। তথাকার আদিম নিবাসী হটেণ্টট এবং কাফরি নামক দুই বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক জাতিতে অন্যূন দশ বার করিয়া গোষ্ঠী আছে। কাফরি জাতিয়েরা দীর্ঘতা, সর্ব্বাঙ্গিক সন্নতি এবং উন্নত কপাল দ্বারা পরিচেয় হয়। তাহাদিগের চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাম্রবর্ণ পর্য্যন্ত হয় এবং কেশ সকল নিগ্রোদিগের ন্যায় কুঞ্চিত,কিন্তু উহা মস্তকের স্থানে২ এক২ গুচ্ছে বর্দ্ধিত। কাফরিরা দেহ আচ্ছাদনের নিমিত্ত চর্ম্ম এবং কম্বল ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা পশুদন্ত নির্ম্মিত অথবা গুটিকাময় হার এবং বাজু ব্যবহার করে এবং পিতলের বলয় পরিধান করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে। তাহাদিগের রণপরিচ্ছদ অধিক শ্রমের সহিত নির্ম্মিত হয়। তাহারা চর্ম্ম নির্ম্মিত পাজামা এবং নানাবিধ পক্ষ বিশিষ্ট শিরাভরণ পরিধান করে। ভল্ল, স্থূল যষ্টি এবং চর্ম্মনির্ম্মিত ঢাল তাহাদিগের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। অতি অল্প দিবস হইল কাফরিরা অগ্নি যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তাহারা ইহা যথেষ্ট কৌশলের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে। অত্র স্থলে প্রদত্ত চিত্রটি একটী রণ সজ্জায় সজ্জিত কাফরির প্রতিমূর্ত্তি। কাফরি জাতি এবং ইউরোপীয় বসতিকারিগণের মধ্যে অনেকবার সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

কাফরিদিগের আরণ্য অবস্থায় অতি অল্প ধর্ম্ম জ্ঞান থাকে। তাহাদের বিশ্বাস আছে যে এই পৃথিবী কোন জীব কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ জীব যদি ধ্বংস প্রাপ্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে এক্ষণে ইহার শাসন কার্য্যে যত্ন লয় না। কাফরিদিগের এই জ্ঞান আছে যে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মা সকল তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং জাদু বিদ্যায় তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাতে রোজাদিগের প্রভুত্ব অতিশয় প্রচলিত। তাহাদিগের দলপতি কোন প্রজা হইতে ভীত অথবা তাহার সম্পত্তি হরণেচ্ছুক হইলে রোজাদিগকে তৎপ্রজার উপর যাদুকরাপবাদ প্রদান করিতে নিযুক্ত করে এবং রোজা ঐ রূপ বলিলে তাহার প্রাণ বধ করিয়া তৎসম্পত্তি আত্মসাৎ করে। কাফরিদিগের মধ্যে খতনা করা প্রথা প্রচলিত আছে এবং তাহারা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে। তাহাদিগের অনেক আচার ব্যবহার জুদিগের সদৃশ হওয়াতে কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে তৎসমস্ত জুদিগের নিকট হইতে গৃহীত বস্তুতঃ এক প্রকার জল বায়ু এবং বাহ্যিক ঘটনাদি মনুষ্যদিগকে এক প্রকার আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী করে। কাফরিরা মৎস্য পক্ষী কিম্বা ডিম্ব ভক্ষণ করে না। তাহারা জনার লাউ এবং জবের চাষ করিয়া থাকে। উপরি উক্ত দ্রব্য সকল এবং দুগ্ধই

তাহাদিগের জীবন ধারণের প্রধান উপায়। তাহারা যুদ্ধকাল ব্যতিরেকে অন্য সময়ে প্রায়ই মাংস ভক্ষণ করে না। তাহাদিগের ভাষা অতিশয় কোমল এবং সুশ্রাব্য।

বীরাঙ্গনা।

সঙ্গরাণা যিনি হিন্দুস্থানের আধিপত্যের নিমিত্ত বাবার শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরলোক গত হইলে তৎপুত্র বিক্রমজিৎ চিটোরের সিংহাসনারোহণ করেন অল্প কাল পরেই রাজ্যস্থ প্রধান পুরুষগণ তাঁহাকে রাজ্য চ্যুত করিয়া সুবিখ্যাত রাজপুত্র যোধ পৃথুরাজের বিবাহ পূর্ব্বজাত সন্তান বনবীরকে রাজা করিল। বনবীর ঐ সকল লোকের সাহায্যে বিক্রমজিতের প্রাণ নষ্ট করিয়া তদীয় শিশু সন্তান উদয়ের প্রাণ বধ করিতে গমন করেন। উদয়ের ধাত্রী বিক্রমজিতের মৃত্যু সংবাদ নাপিতের মুখে শ্রবণেই বুঝিয়াছিলেন যে শিশুটীও বিনষ্ট হইবে এবং নিজ পুত্রকে ঐ সন্তানের পরিবর্ত্তে শয্যায় রাখিয়া একটী ফলের ঝুড়িতে ঢাকিয়া উদয়কে দুর্গ মধ্যে পাঠান এবং বনবীর আসিয়া তাঁহাকে উদয় কোথা জিজ্ঞাসা করিলে ধাত্রী নিজ পুত্রকে দেখাইয়া দেন ও বনবীর ঐ সন্তানের প্রাণ বধ করেন। ধাত্রীর স্নেহ যাঁহারা বিশেষ না জানেন তাঁহারা ইহা অপূর্ব্ব জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না কারণ ধাত্রীর অকৃত্রিম স্নেহের ঋণ হইতে আমরা অদ্যাবধি মুক্ত হইতে পারি নাই।

এবম্প্রকার ধাত্রী দ্বারা রক্ষিত উদয় সিংহের দাসিপত্নী স্বয়ং কবচাবৃতা হইয়া আক্রমণকারী আকবর শাহের সেনাগণকে ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চিটোর প্রাচীর পার্শ্ব হইতে দূর করেন। কিন্তু উদয় সিংহ নিজ দলের প্রধানগণের সমক্ষে উক্ত রাজ্ঞী দ্বারা নগর রক্ষা হইয়াছে বলাতে তাহারা এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে, রাজা তাহাদিগের সন্তোষার্থ অঙ্গণার প্রাণ দিতেও বাদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ পুত্রগণের বীর যশ অত্যন্ত অধিক ছিল,কিন্তু কখন২ তাঁহারা যে কাপুরুষের কার্য্য করিতেন তাহাতে সকলকেই ক্ষুব্ধ হইতে হয়। উক্ত রাজ্ঞীর নিধনের পর বেডনরের জয়মল্ল (জিমাল) ও খেলওয়ার পলতা বিটোর রক্ষার্থ বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন এবং জয়মল্ল সমরশায়ী হইলে যখন জয়াশা আর রহিল না তখন পলতার মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন "পুত্র এক্ষণে পাতবেশ পরিধান কর ও সমরশায়ী হইয়া তোমার পিতার সহিত স্বর্গে সাক্ষাৎ করিবে চল" এই বলিয়া তিনি পুত্রবধূ ও পুত্র সকলে হরিদ্রাবর্ণ বেশ পরিয়া বিপক্ষ পক্ষকে আক্রমণ করিলেন এবং অসামান্য শৌর্য্য প্রকাশান্তে রণস্থলে দেহ ত্যাগ করিলেন। রোমান জননিগণের পুত্রদিগকে "রণস্থল হইতে জয়ী হইয়া আইস অথবা চর্ম্মোপরিবাহিত হইও" ইত্যাদি প্রকার বাক্য বলাতে সকলে তাঁহাদিগের প্রশংসা করেন আমাদিগের বীরপ্রসবিনী রাজপুত্র জননিগণও সেইরূপ প্রশংসার যোগ্যা।

নূতনগ্রন্থের সমালোচনা।

মাধব মোহিনী।—ইত্যাখ্য যে একখানি ঐতিহাসিক নবন্যাস আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আমাদিগকে বিশেষ আনন্দিত করিয়াছে। এই গ্রন্থ খানি পাঠকালে ভারতীয় ভাব ভিন্ন বিজাতীয় ভাব পাঠকের মনে উদয় হয় না। ইহাতে যে সমস্ত লোক বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে সকলেই দেশীয় স্বভাব-সম্পন্ন দেশীয় লোক বোধ হয়। যদিও গ্রন্থ

খানির রচনা বিশুদ্ধ সাধুভাষার আদর্শস্বরূপ নহে, তথাপি ইহার রচনা অতি সুন্দর বলিতে হয়; রচনা কালে গ্রন্থকার যে বহু কষ্টে শব্দ সংগ্রহ করেন নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে এবং সর্ব্বত্রেই লেখকের স্বচ্ছন্দতা পরিদৃষ্ট হয়। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথুরাজের মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ কালে যে কর্ণদেব মগধের রাজা ছিলেন ও সম্রাট্ জয়চন্দ্রের সহিত যিনি মুসলমানদিগের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ যাত্রা করেন সেই দেহারীয় কর্ণদেবের সময়ে মগধের করপ্রদ রাজগণের পরস্পর বিবাদ এবং নাগাদিগের ক্রমশোন্নতি ও ছোটনাগপুর রাজত্বের স্থাপনাদিই এই গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল। ইহার উপাখ্যান ভাগটী অতি সুন্দর ও কৌতুহলোদ্দীপক রূপে গ্রথিত হইয়াছে; পাঠ আরম্ভ করিলে পরভাগ পাঠের লালসা জন্মে এবং প্রত্যেক অধ্যায় পাঠ করিয়া অপর অধ্যায়ে কি লিখিত হইয়াছে জানিবার জন্য মন উৎসুক হয়। এই গ্রন্থ খানির বিশেষ প্রশংসা করার কারণ এই যে ইহাতে বর্ণিত প্রত্যেক লোকের প্রকৃতি ভিন্নরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে এমন কি নাম না দিয়া বাক্যগুলি দিলেও ভিন্ন২ লোকের বাক্য বলিয়া জানা যায়। ইহার কামিনীসকল হিন্দু পরিচ্ছদ ধারিণী বিজাতীয়া কামিনী বোধ হয় না, ইহার পুরুষগুলির ব্যবহার যথা লিখিত দেশের ব্যবহার বহির্ভূত নহে এবং পরিচ্ছদাদিও দেশবিরোধী নহে। এ গ্রন্থের ভিতর সাটীপরা বিবী নাই ও ইংরাজদিগের পরিচ্ছদধারী পুরুষ দেখা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানির অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে রচনা প্রাণালী, আখ্যায়িকার গুণাগুণ ও চিত্রচাতুর্য্যের বিশেষ পারিপাট্য বুঝা যায় না। তথাপি অল্পাংশ উদ্ধৃত করিলে যে কথঞ্চিৎ জানা যায় তাহা দেখাইবার জন্য আমরা ছুইটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

সময়-বসন্তকাল, প্রত্যুষে ছোট ছোট ছেলেরা বস্ত্রাবৃত হইয়া হাঁ করিয়া খেলানা দেখিতেছে—প্রাতঃস্নান সমাধা করিয়া পুরাঙ্গনাগণ স্বস্ব গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে তাহারাও ঘোম্‌টার ভিতর হইতে দেখিতে দেখিতে যাইতেছে—কেহবা দুএকটী ক্রয় করিতেছে, মনোহর সহাস্য মুখে সুমিষ্ট বচনে ক্রেতাগণকে তুষ্ট করিতেছে, অক্রেতাগণকেও লওয়াইতেছে, এমত সময় তিনটী স্ত্রীলোক তাহার নয়নপথে পড়িল, অগ্র পশ্চাৎ অষ্ট জন রক্ষক চলিতেছে অলঙ্কার বস্ত্রাদিতে বোধ হইল তাঁহারা কোন বিশিষ্ট লোকের কুলাঙ্গনা হইবে। মনোহর দণ্ডায়মান্ হইয়া করযোড়ে উচ্চৈঃস্বরে কহিল "এদিকে মায়ী" ইতমধ্যে স্ত্রীগণ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মনোহর দোকান হইতে নামিয়া নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান হইল, "মায়ী এ দাসকে আজ ভুলিয়া যাচ্ছেন, আপনার জন্য একটী নূতন খেলানা আনিয়াছি একবার দেখে যান।" যাঁহারা কদাচ পশ্চিমাঞ্চলের কাশী, পাটনা প্রভৃতি নগরের মণিহারির দোকান দেখিয়াছেন তাঁহারা উপরোদ্ধৃত বর্ণনা কিরূপ অবিকল তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং যাঁহারা কখন দেখেন নাই তাঁহারা মনোহরের দোকান ও আচরণ হইতে পশ্চিমের দোকানদারির নিয়ম জ্ঞাত হইবেন।

"মোহিনী এক হস্ত দিয়া মুখ হইতে হস্ত সরাইলেন, অন্য হস্ত মাধবের গলদেশে দিয়া মস্তক পরিনত করাইয়া স্বস্কন্ধে রাখিলেন, কপোল স্পর্শে, যে প্রকার জ্বলিত ক্ষত তৈলদানে শীতল হয়, মাধবের দগ্ধহৃদয় শীতল হইল, বাহুপ্রসারি আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন, যাহা অদ্যাবধি করেন নাই, মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "মোহিনী আমার বোধ হইয়াছিল যে সকলেই আমাকে ত্যাগ করিয়াছে।"

মোহিনী দুই হস্ত দিয়া গলা জড়াইয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়াছিলেন, কর্ণে২ কহিলেন "স্বামীকে কখন স্ত্রী কি ত্যাগ করে?" এমন সময় সুমতী শীঘ্র আসিয়া কহিল "দাদা ওদিগে কে আশ্চে" মাধবপ্রসাদ পুনর্ব্বার মুখচুম্বন করিয়া মোহিনীকে বক্ষ হইতে সরাইয়া প্রস্থান করিলেন।

যে নবন্যাসে স্বভাবসৌন্দর্য্য, আচার ব্যবহার, দেশীয় পরিচ্ছদ ও নানামত নরচরিত্র যথার্থরূপে বর্ণিত থাকে তাহাকে উত্তম বলা যায়। যে সময়ের ও যে দেশের বিষয় লেখা হয় সেই সময়েরও সেই দেশের আচার ব্যবহার প্রভৃতির অবিকল ছবি দান করাই নবন্যাসের বিশেষ গুণ। যে নবন্যাস পাঠে পাঠকগণের মনে বর্ণিত দেশ কাল পাত্রাদির প্রতিবিম্ব পড়ে না তাহাকে উত্তম বলা যায় না। এপ্রকার গ্রন্থে মনুষ্য স্বভাবকে সম্ভব মত অলঙ্কারে ভূষিত করা হইয়া থাকে, কিন্তু যদি সেই অলঙ্কার অসঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হয় তবে তাহা দুষ্য হইয়া উঠে আর তৎসমস্ত সঙ্গতরূপে বিন্যস্ত হইলেই লোক মনোহারী ও প্রশংসার যোগ্য হয়। অনেক লেখক নায়ক নায়িকার চরিত্র উৎকৃষ্ট করণার্থ তাঁহাদিগের স্বভাবে এত গুণাদি সন্নিবিষ্ট করেন যে তাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থের নায়কাদির মনুষ্যত্ব যাইয়া দেবত্ব হয় ও কার্য্য সকলের অনেক অসম্ভব হইয়া উঠে; এই দোষই রচনার প্রধান দোষ কিন্তু আধুনিক লেখকেরা তাহা বুঝেন না, বসন্তে শীতকালের ফুল প্রস্ফুটিত, শীতে মলয়মারুত প্রবাহিত, হিন্দুর দেহে মুসলমানের পরিচ্ছদ প্রয়োগাদি ঘটনা অনায়াসে ঘটান ও তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হয়েন না। যাঁহারা রচনার বিশুদ্ধতা সাধনেই কেবল যত্ন করেন তাঁহাদিগের জ্ঞাপনার্থ আমরা লিখিতেছি যে মৃত বুনিন সাহেবের কৃত "পিলগ্রিমস্ প্রগেরেশ" গ্রন্থের রচনা অতি সামান্য তথাপি তাহা সর্ব্বসাধারণের অতীব প্রিয় হইয়াছে; টেকচাঁদ ঠাকুরের কৃত আলালের ঘরের দুলালের ভাষার বিশুদ্ধতা কিছুই নাই তথাপি তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরোবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থখানি সরল প্রচলিত ভাষায় লিখিত এবং বর্ণনাগুলি স্বভাবসঙ্গত ও চিত্তাকর্ষক এই নিমিত্তই ইহা পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং বোধ করি বঙ্গভাষাপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থের কায়া তিনশত পত্রের অধিক, সুতরাং এক টাকা মূল্য সুলভ বলিতে হইবে।

মূলসংগীতাদর্শ—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্রসুদুর্লভা॥

এই শ্লোকের ভাবে পণ্ডিতগণের মধ্যেই স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তি প্রাপ্য বোধ হয়। বাস্তবিক তাহা সর্ব্বত্র সঙ্গত বোধ হয় না কারণ এরূপ অনেক উৎকৃষ্টকবি হইয়াছেন, যাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য ছিল না বলিলেও বলা যায় মৃত গীত লেখক নিধুবাবুর বিদ্যা বিষয়ে অধিকার কিছু মাত্র ছিল না, কিন্তু তাঁহার গীতাবলীর ভাব মাধুর্য্যে সকলকেই মোহিত হইতে হয়। এ বিষয়ের এই রূপ ভূরি২ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে এজন্য তৎসমস্ত উল্লেখে বিরত হইলাম। বিজ্ঞগণ কহেন যে কবিত্ব একটী ঈশ্বর দত্ত স্বভাবসিদ্ধ শক্তি এবং বিদ্যা সেই শক্তিকে পরিমার্জ্জিত ও উজ্জ্বল করে। পাণ্ডিত্যাভাবেও কবিত্বশক্তি থাকা সম্ভব এবং পাণ্ডিত্য সত্বেও কবিত্বশক্তির অসদ্ভাব ঘটে আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতাকে স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন বলিতে আমাদিগের মনে কিছু

মাত্র সন্দেহ হয় না। যেহেতু ইহাঁর রচিত গীতাবলীতে যে পরিমাণ কবিত্ব পরিদৃষ্ট হয় তদনুরূপ পাণ্ডিত্য দেখা যায় না। মূল সংগীতাদর্শ—ইত্যাখ্য গ্রন্থখানি শ্রীরমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। যদিও গ্রন্থকারের সংস্কৃতাদি ভাষাতে বিশেষ পাণ্ডিত্য নাই তথাপি আমরা তাঁহার রচনাপ্রণালি এবং শব্দ প্রয়োগের পটুতা দেখিয়া অতীব প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূলসঙ্গীতাদর্শের গীত সকল অতিশয় মধুর এবং সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণের রঞ্জনার্থে আমরা নিম্নে ইহার কএকটী গীত উদ্ধৃত করিলাম।

ধুর মল্লার—তাল কাওয়ালী।

মেহারে বন ঘন ডারে ডারে আওর মোরেলা
বোলে হাঁ হাঁ হাঁ বওছারন বরষে।
কারি ঘটাঘন উমড়ি ঘুমড়ি আঞ্জি পপিহা পাপীহা বোলনে লাগি সদা রঙ্গ কোন গরজে ॥

ঐ স্বরের অবিকল গান।

আনন্দে স্বরঙ্গ ঝোলনে রঙ্গে যমুনা পুলিনে,
প্যারী নবঘন শ্যাম বিরাজে।
সহচরী নাচে গায় যত সারি সারি,
বদনে হরি, নয়নেতে বারি, পুলকিত প্রেমানন্দে।
কিবা তরুলতা শোভিতা যমুনাতীরে,
স্পর্শয়তি নীর মন্দ সমীরে ;
গায়ন্তি পিক-কুল প্রমত্তে, ধাবতি মধুকর চঞ্চলচিত্তে,
রমাপতি ব্রজবাস বসতি মতি, অন্তে স্থান দিও ব্রজপতি,
যুগল পদারবিন্দে ॥

বেহাগ—তাল আড়া।

কোথায় কর গমন, ওহে মৌনব্রত জন।
বল দেখি নাহি দেহ সাধিলে উত্তর কেন ॥
হতেছে এই অনুভূত, তব বশীভূত ভূত, করি তোমার অভিভূত, হরিল শ্রীধন ॥ ১
কোথায় তুরঙ্গপদ, তব গমন আস্পদ, করীকর বিহীনেতে, স্বজন বাহন।
কারে দিলে রাজকর্ম্ম, কে লইল অসি চর্ম্ম, অমাত্যাদি তেয়াগিয়ে কেন হে নির্জ্জন ॥২
ছিলে যবে সিংহাসনে, গণ্য ছিলে সিংহাসনে, এখন অগত্যা সার হলো তৃণাসন।
যাত্রাতে মঙ্গলাচার, ছিল পূর্ণঘট যার, এ শূন্য ঘটেতে তার, ঘটে কি তেমন ॥ ৩
চলিয়াছ মাভৈরবে, ত্যজি অতুল বৈভবে, করেছ যার কৈতবে, বহু পর্য্যটন।
কহে রমাপতি দীন, এ নিধন তাঁর অধীন, আছে যাঁর ইচ্ছাধীন, সৃজন পালন ॥ ৪

বেহাগ—তাল আড়া।

কোথা হতে এলে তুমি, কেবা কোথাকার হে।
বল কোন খানে হবে গমন তোমার হে ॥
কাহারো কর্ম্মসাধনে, কিম্বা স্বীয় প্রয়োজনে, এলে এ নব ভুবনে, হোয়ে স্বেচ্ছাচার হে ॥ ১
কেন বা এ কর্ম্মক্ষেত্রে, তুমি পদার্পণ মাত্রে, রোদন সলিল নেত্রে, করিলে সঞ্চার হে।
হেন অনুমানি মনে, ছিলে যার অবলম্বনে, অকস্মাৎ সেই ধনে, হেরে শূন্যাকার হে ॥ ২
হও কোন ধর্ম্মাসীন, সংসারী কি উদাসীন, কহ হে মমতাধীন, সঙ্গী আপনার হে।
তোমার কে আছে বিভু, কিম্বা তুমি কারো প্রভু, হেরিয়াছ এ ভূ কভু, অথবা সংসার হে ॥ ৩
কি জাতি কি ধর নাম, কোথা পরিণাম ধাম, কি ভাবিছ অবিশ্রাম, কহ তথ্য তার হে।
লহ করুণার মর্ম্ম, না করিহ হেন কর্ম্ম, যাতে ইহ পরধর্ম্ম, যায় আপনার হে ॥ ৪

ঝিঝিট—তাল ঠেকা।

যার সুখে সুখী জগত জগতচিত, তার শয্যাগতে গত কেন না হয় অনুগত।

যার জীবনে জীবন, আর সুখী আজীবন,
তদধীনে যে নিধন, ধন্য তার কলোগত ॥
প্রকৃত প্রকৃতি যার, অলৌকিক সুখাধার, জীবন
বিচ্ছেদে তার, হয় মহা নিদ্রাগত।
দীন রমাপতির মন, মুদিত কুমুদী যেন, চন্দ্র
অদর্শনে প্রাণ রাখা প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥

খাম্বাজ—তাল ধিমাতেতাল।

অন্তঃপুরে করিব প্রস্থান, চল মন আমার;
গমনে সুগম অতি মূহুর্ত্তেক ব্যবধান।
কেন মজি হলাহলে, কলহাদি কোলাহলে,
যাত্রা কৈলে অবহেলে, পাইব নির্জ্জন স্থান ॥ ১
সিংহাসনে প্রয়োজন, কি আছে হে প্রিয়জন,
কর শয্যা তৃণাসন, কাষ্ঠাদির উপাধান।
ইতে করো না সন্দেহ, আত্ম যাগেতে মন দেহ,
পঞ্চ রত্নাব্রত দেহ, মৃত্যুঞ্জয়ে কর দান ॥ ২
হোতা চার্য্যে রাখ বলে, সমাংস আহুতি হলে,
কর্ম্মকুণ্ড শান্তিজলে, মৃডাগ্নি করে নির্ব্বাণ।
দীন রমাপতি কয়, দিন গত পাপক্ষয়, করুণা-
ময়িরে ডেকে, ক্রিয়া কর সমাধান ॥ ৩

কালেংড়া—তাল জলদতেতালা।

এই যে যাব সে যাব, আসিব সে কথার কথা।
মন তুমি জাননাক জগদম্বার ক্ষমতা ॥
এসেছ যেমন না জান, জানিবে হবে নির্ব্বাণ,
চিন্তা কর চিন্তা কথা ॥ ১
ক্ষতি নাই কও তারা তারা, রসনারে করে ত্বরা,
এ কেবল কর্ম্ম ধরা, জিজ্ঞাস যথা তথা।
সুন্দর সুতে এই কয়, ভাবিলে ভাবনাময়,
দূর কর মন ব্যাথা ॥ ২

কালেংড়া—তাল মূল।

যাওয়া হবেনা কেন রে ও মন ভবনদী
পারে।
নিস্তারকারিণী শ্যামা ভাব রে অন্তরে ॥
ভবনীরে তনুতরি, ভাসাও রে মন ত্বরা করি,
বসে থাক তদুপরি, জ্ঞানহালি ধরে ॥ ১
শ্রদ্ধা ভক্তি সুবাতাসে তরণী ধর, কুমতি কুটিল
কুবাতাস পরিহরি; ছজন দাঁড়ি কি কায বল,
দুর্গা নামে বাদাম তোল, হলো সুগম চল,
ভক্তিপবনভরে ॥ ২
এখন হতে তোমার রে মন বলে রাখি শুন,
কাল চড়া আছে তরী না ঠেকে তায় যেন।
জ্ঞানহালি ধর জোরে, দুর্গানাম পালি ভরে,
লোয়ে চল এ সুন্দরে, চিন্তামণি পুরে ॥ ৩

কাফি-সিন্ধু—তাল পোস্তা।

আমার মন হলো সন্ন্যাসী।
এবার পঞ্চ ভূতে তেজ্য করে্য হব কাশিবাসী ॥
নির্ম্মায়িক মাতা যার, পিতা করেন সংহার,
অন্য বন্ধু নাই তার, সহজে উদাসী।
শুনে মহাজন ঠাঁই, সাহস করেছি ভাই, যার
অন্য গতি নাই, তার গতি বারানসী ॥
রিপুচয় কাম আদি, যদি হয় প্রতিবাদী, সকলের
মহৌষধী, আছেন কাশিবাসী।
সুন্দর সুতের সুত, শ্রীদুর্গাচরণাশ্রিত, সে দুর্গা-
নামের অসি ধরে, কাটাবে কর্ম্ম ফাঁসী ॥

জঙ্গলা—তাল ত্রিওট।

কেন ডুবালে মায়াময় কূপে মা, কোপে কি
আক্ষেপে নিক্ষেপিলে গো জননি।
আরো কি হয় ভাবী, সদা মনে ভাবি, পুন
অনুভাবি জননী ভব ঘরণী ॥
পতিত দুর্দীনে, নিবার সুদিনে, রমাপতি
দীনে দিয়া চরণ তরণী ॥

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থসমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৫ খণ্ড।

পুরাবৃত্ত পাঠের ফল।

রহস্য-সন্দর্ভের প্রতিখণ্ডেই এক একটী ঐতিহাসিক প্রস্তাব থাকে তজ্জন্য অনেকে ইহাকে ইতিহাস সমালোচক পত্র বলেন। এক্ষণের লোকের মন গল্প ও রসভাবাত্মক গ্রন্থাদি পাঠেই রত এবং ইতিহাসাদিকে নিরস ও কঠিন জ্ঞান করে। পাছে কোন পাঠক প্রতি খণ্ডে ইতিহাস দেখিয়া অসন্তুষ্ট হয়েন এই ভয়ে ও অন্যান্য কারণ বশতঃ এই পত্রে প্রদত্ত পুরাবৃত্ত বিষয়ক প্রস্তাবগুলিন সুললিত, সরল ও সুরসযুক্ত করণের চেষ্টা করিতেছি। আর ইতিহাস পাঠের ফলাদি জ্ঞাপনার্থই অদ্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই যেহেতু প্রস্তাব বাহুল্যে লিখিবার স্থানাভাব।

"পুরাবৃত্ত" এই শব্দটীতে পূর্ব্বকালের ঘটনা বুঝায় এবং পুরা অব্যয়ের সহ বৃতধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি। অতএব পুরাবৃত্তে যে কেবল সংগ্রাম ও রাজগণের বৃত্তান্ত লিখিত থাকে এরূপ নহে, পূর্ব্বকালের সকল বিষয় সম্বন্ধীয় বিবরণ ও ঘটনা বর্ণন করাই যথার্থ ইতিহাস লেখকের কার্য্য। পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা যাঁহারা নিজ নিজ স্মরণশক্তিকে কেবল বৎসর সংখ্যা ও যুদ্ধাদির স্মৃতিভারে অবনত করিয়া রাখেন তাঁহাদিগের কোন ফলই হয় না, যেহেতু ইতিবৃত্তান্তর্গত উপদেশ সকলের অনুধাবন ও তাহা অন্তরে ধারণ করাই ইতিহাস পাঠের ফল। পূর্ব্বকালের ঘটনাদি সমালোচনরূপ বহুদর্শন দ্বারা এরূপ আত্ম চরিত্রের বিশুদ্ধি সাধন করা কর্ত্তব্য যদ্দারা নিজ ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল হয় এবং সমাজের সহযোগিতা ও উন্নতি করা হয়।

দর্শনশাস্ত্রের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক লোকও সমস্ত সমাজসম্বন্ধে উপকারীত্ব নিরূপণ করিতে হয় এবং যে দর্শনে সেই উপকারিত্ব গুণ অধিকতর থাকে তাহাকেই উৎকৃষ্ট বলা যায়। গাঢ় চিন্তাদি দ্বারা পরিক্রান্ত চিত্তকে প্রফুল্ল ও বিশ্রাম দানে পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষম করা হেতুক অনেক বিষয়ের পরোক্ষত হিতাহিতকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যে সকল দর্শনের আলোচনা তদনুসন্ধায়িগণের নিজ২ মনকে উন্নত ও সামাজিক মঙ্গলোৎপাদন করে, অথচ যাহা সময় মত মনকে বিরামদান করতঃ তাহার ক্লান্তিদূর ও আনন্দ সম্পাদন করে, সেই দর্শন সমস্তকেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত বলা যায়। পণ্ডিতগণ পুরাবৃত্তকে এই প্রকার দর্শন মধ্যে পরিগণিত করেন। পুরাবৃত্তকে উদাহরণ দ্বারা দর্শিত বিজ্ঞান বলা যায় এবং সকল উপদেশ

অপেক্ষা উদাহরণের উপকারিতা সর্ব্ববাদী সম্মত। নীতিধর্ম্ম ও জ্ঞান বিষয়ক নীতি সমস্তই উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণিত করিবার পরীক্ষাই একমাত্র উপায় প্রশস্ত আছে। পুরাবৃত্ত পাঠ দ্বারা লোকে নীতি ও জ্ঞানসম্বন্ধীয় উপদেশাদি বিষয়ক নিজ নিজ পরীক্ষা ব্যতীত বহুকালের বহু লোকের পরীক্ষা সংগ্রহ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পুরাবৃত্তের একটী এই বিশেষ গুণ আছে যে ইহা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী যেহেতু সকল অবস্থার সকল সমাজের ও সকল ব্যবসার লোকই ইহার পাঠে নিজ নিজ অবস্থা, সমাজ ও ব্যবসার উন্নতিসাধন করিতে পারে। যে সকল লোক ভদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করেন ও সাংসারিক সচ্ছন্দতা থাকে এবং যে সমস্ত ব্যক্তি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা প্রভৃতি দেশহিতকর বিষয়ে সংলিপ্ত হয়েন তৎসমস্তেরই লোকযাত্রা বিধান শাস্ত্রানুশীলন করিতে হয়, সুতরাং তৎশাস্ত্রের অতুল্য চতুষ্পাঠী স্বরূপ পুরাবৃত্ত তাঁহাদিগের একমাত্র শিক্ষাস্থল, ইতিহাস দ্বারা মানব কার্য্য সকলের মূল কারণ অবগত হওয়া যায় এবং রাজ্য ও দেশ সমস্তের উন্নতি, সৌভাগ্য, পরিবর্ত্তন, পতনাদির কারণ জ্ঞাত হইবার ইহাই পথস্বরূপ। ইতিহাসই শাসনপ্রণালী ও দেশাচারের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকাশ করে, ইহাতেই লোকের হৃদয় হইতে পক্ষপাত ভাব দূর করে, ইহাই মাতৃভূমির প্রতি স্নেহ বর্দ্ধিত করিবার মূল এবং ইহা হইতেই দেশহিত সাধনের ও উন্নতির সরলতম উপায় উদ্ভাবিত হয়। জাতীয় ঐক্যতার অসাধারণ উপকারিত্ব এবং দেশের আন্তরিক বিরোধের অপকর্শতা ইতিহাস দ্বারাই বহুমতে সপ্রমাণিত হয়। অপরিমিত স্বাধীনতা যে বিপদ ও অনিষ্টজনক এবং অত্যাচার শাসনের যে অবনতিকারিণী শক্তি তাহা পুরাবৃত্ত পাঠ ব্যতীত জানা যায় না। ইতিহাসের সর্ব্বোপযোগীতার কিছু ব্যাখ্যা নিম্নে করিতেছি। যাঁহারা পশু তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন পুরাবৃত্ত পাঠে তাঁহাদিগের সে বিষয়ের যে কিছুমাত্রও জ্ঞান জন্মায় না এ কথা বলা যায় না, কারণ গৃহপালিত ও আরণ্য জীবগণের কোন্‌টী কোন্‌ সময়ে কোথায় প্রচলিত ছিল ও কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত তত্তাবৎ নিরূপণ করিতে গেলে পুরাবৃত্তের সাহায্য ব্যতিরেকে সাফল্যলাভ অসম্ভব। যে সকল মহাত্মা ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত আছেন তাঁহারা ইতিহাস চর্চ্চা ব্যতিরেকে ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে পারেন না, যেহেতু কোন্‌ সময়ে কি ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং সেই ধর্ম্মাবলম্বিদিগের তদ্দ্বারা কি প্রকার উন্নতি বা অবনতি হইয়াছিল তত্তাবৎ জ্ঞাত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। শিল্পশাস্ত্র ব্যবসায়িগণেরও ইতিহাস পাঠ করায় ফল আছে কারণ তদালোচন দ্বারা লোকের যে রূপে রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা অনুভূত হয়। আর এরূপ অনেক শিল্পও আছে যাহাতে ঐতিহাসিক জ্ঞান বিলক্ষণ প্রয়োজন হয় যথা—চিত্রবিদ্যা। চিত্রকারগণ চিত্র লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, সুতরাং লোক মনোরঞ্জনকারী চিত্র না হইলে আয়াসানুরূপ মূল্য প্রাপ্ত হয়েন না; কিন্তু পরচিত্তাকর্ষক চিত্র লিখিতে হইলে যে সময়ের চিত্রটী লেখা হয় তৎকালোচিত পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি উহাতে সন্নিবেশিত করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়—যীশুখ্রীষ্টের ক্রুস হইতে অবতরণের চিত্রে কতকগুলি আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় কোট্‌ পেন্‌টুলেন ধারী ব্যক্তির মূর্ত্তি লিখিত হইলে সে চিত্র কি কাহারও নয়নানন্দপ্রদ হয়?

যে সকল পণ্ডিত নীতিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানানুশীলনে একাগ্র চিত্তে নিযুক্ত আছেন ইতিহাস তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নরচরিত্র

সমালোচনা ও দেশকাল পাত্রভেদে নীত্যাদির সুপ্রযুক্তি অবহিতান্তরে ইতিবৃত্ত পাঠ ব্যতিরেকে কখনই হইতে পারে না; কারণ যে সকল কার্য্য আমাদিগের পক্ষে কলুষকর, তাহা দেশকাল পাত্রভেদে অদূষণীয় ও আবশ্যক হইতে পারে, যথা— পরদারাভিগমন সমাজ বিশৃঙ্খলতাজনক বলিয়া আমাদিগের পক্ষে পাতককর, কিন্তু যদি কোন অগম্য স্থানে ঘটনাক্রমে দশজন পুরুষ ও শতাধিক কামিনী নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে নীতিশাস্ত্রকারগণ সেস্থানে পরদার গমনে বিধি দান করেন কি না। সমুদ্রে পোতমগ্ন হইলে এবং অপরাপর স্থলে অনেক এরূপ প্রমাণ দেওয়া যায় যে, আহারাভাবে লোক নরমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল কিন্তু ঐ নরমাংস ভক্ষণকারিদিগকে কেহই পাতকী জ্ঞান করেন নাই।

সঙ্গীতবেত্তাগণের পক্ষেও ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে প্রয়োজনীয় যেহেতু তৎশাস্ত্রের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনাদি ইতিবৃত্ত হইতে অনেক জানা যায় এবং দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রাগাদির প্রয়োগপটুতা জন্মে তাহার উদাহরণ যথা—রণবাদ্য আবহমান কাল পর্য্যন্ত সংগ্রাম কালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই রণবাদ্যের পরিবর্ত্তে নিদ্রাকর্ষক কোমলভাবাপন্ন রাগিণী যদি বাদিত হয় তাহা হইলে সেনাগণের মনে বীররসোদ্দীপন না করাতে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। যন্ত্রবিজ্ঞানের রসায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় যে মহোদয়গণ ব্যাপৃত আছেন ইতিহাস পাঠ তাঁহাদিগেরও পক্ষে কতক আবশ্যক। স্বাভাবিক নিয়মাদির আবিষ্ক্রিয়া সময়ে২ যে রূপে হইয়াছে ও সেই সকল আবিষ্ক্রিয়াকে মূল স্বরূপ ধরিয়া যে সমস্ত তদ্বিষয়ক উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে তৎসমস্ত অনুসন্ধান করাতে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত হয় এবং অপরাপর উন্নতি সকল সহজে করা যায়।

রাজ্যশাসন, লোক যাত্রা বিধান, সমাজ সংস্করণ, দেশ হিতসাধনাদি ব্যাপারে যাঁহারা লিপ্ত থাকেন ইতিহাস তাঁহাদিগের যে পরিমাণে সহোযোগী তাহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষে কথিত হইয়াছে সুতরাং এস্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে পুরাবৃত্তের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের এক মুহূর্ত্তও কার্য্য চলে না। পুরাবৃত্তের সর্ব্বসাধারণ সম্বন্ধি উপকারিত্ব যথা কথঞ্চিৎরূপে কথিত হইল এক্ষণে তাহার অপরাপর গুণ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সর্ব্ব ব্যবসায়ী লোকের যে নিজ২ ব্যবসায়ের উন্নতি জন্য ইতিবৃত্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য তাহা উক্ত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন ইতিহাস সকলেরই পক্ষে চিত্তের বিশ্রাম জনক। অঙ্ক শাস্ত্র বেত্তারা গুরুতর গণনার পরিশ্রমে যখন শ্রান্ত হয়েন তখন অঙ্কশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে যে রূপে উন্নতি ও পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে তদালোচনা তাঁহাদিগের পক্ষে বিশ্রাম বোধ হয় আর সেই আলোচনা ইতিহাস দ্বারা সিদ্ধ হওয়াতে ইহা অঙ্কবিৎগণের বিশ্রাম স্থল স্বরূপ হইয়াছে। এই রূপে সকল দুরূহ শাস্ত্রালোচকদিগের প্রতি পুরাবৃত্ত গাঢ় চিন্তা নিবন্ধন শ্রান্তিনাশক ও আনন্দ উৎপাদক। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা বিষয় কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যাপৃত তাঁহাদিগের পক্ষেও ইতিহাস অতি আবশ্যক। বিষয় কার্য্য হইতে অবকাশ পাইয়া বিশ্রামার্থ যে সকল উপন্যাসাদি বিষয়ী বা কর্ম্মিগণ পাঠ করেন তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মন আনন্দিত হয় ও পরিশ্রান্ত দেহ ও মন শ্রান্তি লাভ করে। কিন্তু ঐ পাঠ দ্বারা তাঁহাদিগের কোন বিশেষ লাভ হয় না। যদি তাঁহারা ইতিহাস পাঠ করেন তাহা হইলে এক কালে উভয় ফলই লাভ করিতে পারেন—বিশ্রাম লাভও হয় অথচ বহু বিষয়ক জ্ঞান ও বহু দর্শিতা জন্মে, কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ইতিহাস হইতে সকলেই নিজ

নিজ ব্যবসা বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে। আর কাব্য, উপন্যাসাদি পাঠে পরিশ্রান্ত মনের যেরূপ বিশ্রাম ও আনন্দ সম্পাদিত হয় ইতিবৃত্ত দ্বারাও সেই রূপ হইয়া থাকে। নুরজিহানের জীবন চরিত্র, শিবজীর আদ্যোপান্ত বিবরণ, পৃথুরাজের যুদ্ধ বৃত্তান্ত, আলাউদ্দিনের চিতোর জয় বার্ত্তাদি পাঠ করিয়া কোন্ কাব্য বা নবন্যাস পাঠের প্রীতি না জন্মে?

বৈজুনাথ সবম্বন্ধীয় সাঁওতালী প্রবাদ।

পূর্ব্বকালে এক দল আর্য্য বংশীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া বর্ত্তমান বৈজুনাথের মন্দির সন্নিকটস্থ স্থানে বাস করে এবং তত্রত্য সুন্দর স্বাভাবিক-পার্ব্বত্য-হ্রদের কূলে এক শিব লিঙ্গ স্থাপন করিয়া বলি প্রদান করিত। ঐ পার্ব্বত্য হ্রদের সন্নিকটে আর কিছুই ছিল না এবং যে বন ও পর্ব্বত ঐ স্থান বেষ্টিত ছিল তাহাতে কৃষ্ণকায় সাঁওতালগণই বাস করিত, কিন্তু তাহারা ঐ রুদ্র মন্দিরে অর্চ্চনা বা বলিদানাদি না করিয়া তত্রত্য যে তিন বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের পূজা করিত ঐ পাষাণত্রয় অদ্যাবধি বৈদ্যনাথ নগরের পশ্চিম পার্শ্বে বর্ত্তমান আছে ও তাহাই সাঁওতালগণের পূর্ব্বপুরুষেরা মানিত। কথিত ব্রাহ্মণ দল চাষ করিয়া তাহাতে হ্রদ হইতে জল সেচন করিত এবং সাঁওতালগণ তাহাদিগের পরম্পরাগত প্রথানুসারে মৃগয়া ও পশুপালনেই দিনপাত করিত ও তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরা অল্প২ জনার চাস করিত। ভূমির উৎপাদিকা শক্তিতে বহু ফলোৎপন্ন হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ ক্রমে অলস হইয়া আমোদ আহ্লাদেই কাল হরণ করিতে লাগিল ও তাহাদিগের দেব সেবায় অমনোযোগিতা হইল। তাহাদিগের আচরণে প্রস্তরত্রয় পূজার্থ আগত সাঁওতালগণ চমৎকৃত হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে বৈজুনাথ নামক এক জন বহু বলবিশিষ্ট সাঁওতাল তদ্দর্শনে রাগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে প্রতি দিন ব্রাহ্মণগণের দেবতাকে দণ্ডাঘাত না করিয়া জল গ্রহণ করিবে না। এই প্রতিজ্ঞানুসারে বৈজু প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের স্থাপিত শিব লিঙ্গে দণ্ডাঘাত করিত এবং একদা তাহার গোধন হারাইবাতে তদন্বেষণে সমস্ত দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময় আহার লইয়া খাইতে বসিল ও আহারার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেই মনে হইল যে, ব্রাহ্মণগণের দেবতাকে দণ্ডাঘাত করে নাই। বৈজু অবিলম্বে উঠিয়া দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক মারিতে প্রবর্ত্ত হইলে সম্মুখস্থ হ্রদ হইতে এক নানা-রত্ন-ভূষিত দিব্য মূর্ত্তি উঠিয়া কহিল "দেখ এই ব্যক্তি আমাকে মারিবার জন্য ক্ষুদা তৃষ্ণাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, কিন্তু আমার পাণ্ডাগণ আমোদ আহ্লাদ ও বারবণিতায় মত্ত হইয়া গৃহে রহিয়াছে আমাকে আহারাদি কিছুই দেয় না, বৈজু তোমার যাহা অভিলাষ তাহা যাচ্ঞা কর আমি তোমাকে বর দিব" তৎ শ্রবণে বৈজু উত্তর করিল "আমার বল ও গোধনের অভাব নাই এবং আমি এক দলপতি অতএব আমার কি অভাব তোমাদ্বারা পূর্ণ হইতে পারে? তোমাকে নাথ বলে আমাকেও নাথ বলিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।" দেবমূর্ত্তি তথাস্তু বলিয়া অন্তর্ধ্যান হইল এবং সেই অবধি বৈজুনাথ হইল ও তাহার নামেই তত্রত্য শিবমন্দির ও দেবতা প্রসিদ্ধ হইল। এই বৈজুনাথের সম্বন্ধে আর কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে—জগন্নাথ ভিন্ন কোন স্থানের পাণ্ডা উড়ে নাই, কিন্তু বজুনাথের উৎকলীয় ব্রাহ্মণগণ

পাণ্ডা কি রূপে ঘটিল তাহা স্থির করা যায় না— উৎকলের এক দল ব্রাহ্মণ আসিয়াই বোধ হয় বৈদ্যনাথের সেবা করিয়াছিল, যেহেতু বর্ত্তমান পাণ্ডাগণের আকার, আচার ও ব্যবহারাদি দেখিলে বোধ হয় যে তাহাদিগের আদিপুরুষ উড়ে ছিল এবং অদ্যাবধি মূলের লক্ষণ দেখা যায়। আর বৈজুনাথের ভক্তগণের প্রমত্তাবস্থার ভাব দেখিয়া আমাদিগের মনে জগন্নাথ ক্ষেত্রের রথযাত্রা কালে প্রমত্ত ও নৃত্যশীল পাণ্ডা ও গুণ্ট্‌গণ উদয় হইয়াছিল। কিন্তু জগন্নাথের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শিবলিঙ্গ স্থাপনের কারণ দেখা যায় না।

রাজপুত্রগণের বংশমর্য্যাদা ও স্বদেশ প্রিয়তার আশ্চর্য্য উদাহরণ।

আকৃবর সাহ চিতোর লুট করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করার কিছুকাল পরে প্রতাপরাণা, (যিনি তাঁহার পিতার স্বর্গারোহণে চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন) মোগল হস্তগত চিতোরের পার্শ্ববর্ত্তীস্থান সকল পুনরধিকার করণার্থ নিজ প্রধান পুরুষগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সভায় সম্মিলিত হইয়া ওন্তলা দুর্গ আক্রমণ বিষয়ক মন্ত্রণাদি সমস্ত নির্দ্ধারিত করিলেন, কিন্তু চন্দ্রাবৎ ও সত্যবৎ বংশীয় প্রধানদ্বয়ের মধ্যে আক্রমণ কালে অগ্রস্থান পাইবার জন্য মহাবিবাদ উপস্থিত হইল। প্রতাপ রাণা কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন যে যে বংশীয়েরা ওন্তলায় অগ্রে প্রবেশ করিবেন তাঁহারাই অগ্রস্থান পাইবেন। ওন্তলা দুর্গ একটী উচ্চভূমির উপরে নির্ম্মিত ও একমাত্র তোরণ বিশিষ্ট প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত ও উহার তলভাগ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। প্রতাপরাণার সেনাসকল রাত্রিশেষে ওন্তলা আক্রমণ করে এবং সত্যবৎদিগের প্রধান গজারোহণ করত নিজ দলের সহিত তোরণাভিমুখে চলিলেন ও চন্দ্রাবৎ প্রধান দুর্গের একাংশের প্রাচীর লঙ্ঘনার্থ চলিলেন। সত্যবৎ প্রধান বিবেচনা করিয়াছিলেন যে গজের দেহভার দ্বারা দ্বারভগ্ন করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিবেন” কিন্তু তোরণ সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন যে সুতীক্ষ্ণ লৌহ ফলা দ্বারা দ্বার এরূপে রক্ষিত হইয়াছে যে, হস্তীর দেহভার তদুপরি দিবার উপায় নাই। এমৎ সময়ে চন্দ্রাবৎ প্রধান দুর্গ প্রাচীরে উঠিবা মাত্র নিহত হইবাতে যে কোলাহল হইয়াছিল সত্যবৎ প্রধান তাহা চন্দ্রাবৎদিগের দুর্গ প্রবেশ-সূচক জয়ধ্বনি জ্ঞান করিলেন এবং নিজ দেহ তোরণের ফলার অগ্রে রাখিয়া হস্তিচালককে তদুপরি বেগে গজ চালাইতে কহিলেন। হস্তিচালক মস্তকচ্ছেদ ভয়ে অসম্মতি প্রকাশে অক্ষম হইয়া সেইরূপ করিল এবং দ্বার ভগ্ন হইবাতে মৃত সত্যবৎ প্রধানের দেহের উপর দিয়া সত্যবৎ বংশীয়েরা দুর্গ প্রবেশ করিল। পরন্তু সত্যবৎ প্রধান এপ্রকারে আত্মজীবন দান করিলেও তদ্বংশীয়েরা সেনার অগ্রপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই কারণ চন্দ্রাবৎ প্রধান দুর্গ প্রাচীরোপরি উঠিলে আহত হয়েন ও তাঁহার মৃতদেহ পড়িতে দেখিয়া তাঁহার এক জন আত্মীয় (যাঁহাকে লোকে দেবগড়ের উন্মত্ত প্রধান বলিত) ঐ শব উত্তরীয় দ্বারা পূর্ব্বে বদ্ধ করত প্রাচীরে উঠেন ও তথা হইতে শত্রুগণকে দূর করিয়া চন্দ্রাবৎ প্রধানের দেহ দুর্গে নিক্ষেপানন্তর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন “চন্দ্রাবৎদিগের পূর্ব্বস্থান আমরা অগ্রে প্রবেশ করিয়াছি।”

চিতামৃগয়া।
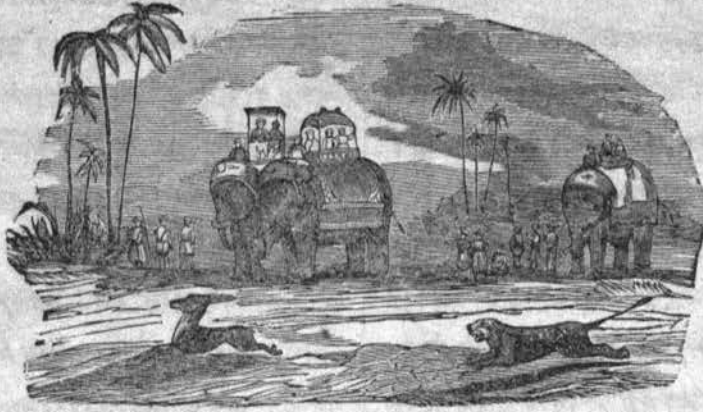
অতি প্রাচীন কালাবধি রাজা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকগণের মধ্যে মৃগয়াকার্য্য প্রচলিত আছে এবং ঐ মৃগয়া নানা ব্যক্তি দ্বারা নানা প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। ডুউ মৃগয়া, বরাহ মৃগয়া, ব্যাঘ্র মৃগয়া প্রভৃতি বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভের পূর্ব্ব খণ্ড সকলে বিবৃত হইয়াছে। অতএব মৃগয়া বর্ণন এই পত্রের বিষয় বহির্ভূত নহে বিবেচনায় আমরা অত্র পত্রে চিতামৃগয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মৃগয়া করণার্থ কুক্কুর ভিন্ন অন্য পশুর ব্যবহার ইউরোপ খণ্ডে প্রায়ই প্রচলিত নাই। ভারতবর্ষে অনেক চিতা ব্যাঘ্রকে শিক্ষিত ও মৃগয়ার্থ ব্যবহৃত দেখা যায়। মৃগয়ার বস্তুকে দেখাইয়া দিলেই কুক্কুর যেরূপ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে নষ্ট করে চিতাব্যাঘ্রের দ্বারা ও তদ্রূপ হয়। যেরূপ এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের ভবনে অপর এক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী তাঁহার আহারাদির নিমিত্ত যত্নে উত্তম২ দ্রব্যাদি অনায়ন করেন ও তাঁহার দার্শনিক আনন্দ সম্পাদনার্থ কুক্কুট, মেষাদির যুদ্ধ করান সেই রূপ ভারতবর্ষীয় রাজগণের দ্বারা অভ্যাগত রাজাদির প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত চিতা মৃগয়া প্রদর্শিত হয়। চিতা ব্যাঘ্রের দ্বারা মৃগয়া প্রায়ই প্রত্যূষে হইয়া থাকে। চিতাকে একখানি বৃষভ-বাহিত শকটে একটী চালার মধ্যে করিয়া মৃগদিগের সর্ব্বদা বিচরণের স্থলে লইয়া যাওয়া হয়। এই শকটে তাহার রক্ষক ও শকটবান্ থাকে এবং দর্শকেরা পদব্রজে, অশ্বারোহণে অথবা অত্রস্থলে প্রদত্ত-চিত্রে দর্শিত রূপে হস্তীর পৃষ্ঠে উহার পশ্চাতে গমন করে। লইয়া যাইবার সময় চিতা ব্যাঘ্রের চক্ষুদ্বয় উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তাহার গলদেশে গলাছি এবং কোটিদেশে রজ্জুনির্ম্মিত কোটিবন্ধ থাকে এবং ইহার মধ্য দিয়া এক গাছি রজ্জু চালান হয়, এই রজ্জুর শেষ ভাগ রক্ষক এবম্প্রকারে ধরিয়া থাকে যাহাতে অনায়াসেই উপযুক্ত সময়ে চিতাকে ছাড়িয়া দিতে পারে। মৃগের পাল দেখিতে পাইলে শকটবান্ দূর দিয়া ঘুরিয়া অতি সাবধানে ক্রমে২ তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে এবং দর্শকেরা শকটের সন্নিকটে অথবা এ প্রকারে অন্যদিকে গমন করে যাহাতে মৃগেরা তাহাদিগের প্রতি অতিশয় মনোযোগী হয়। শকট পালের চারি শত হস্তের মধ্যবর্ত্তী হইলে রক্ষক চিতার চক্ষুর বন্ধন মোচন করে এবং উহা শিকার দেখিতে পাইলে ছাড়িয়া দেয়। চিতা মুক্তি পাইবামাত্র শকট হইতে লম্ফ দিয়া

ভূমিতে পড়ে এবং প্রায়ই একটী পুংমৃগকে লক্ষ্য করিয়া মন্দ২ লম্ফে পালেরদিকে অগ্রসর হয়। এই সময়ে মৃগেরা ত্রাসিত হইয়া যথাসাধ্য বেগে পলায়ন করিতে থাকে ও চিতা ক্রমে২ তাহার লক্ষ্যটীর ১০০ বা ১২০ হস্ত দূরবর্ত্তী হইলেই প্রাণ-পণে দৌড়িতে আরম্ভ করে এবং অতি অল্প কাল মধ্যে ঐ লক্ষিত মৃগের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া তাহার জঙ্ঘাদেশে একটী থাবা মারে। মৃগটী এই প্রকারে আহত হইবা মাত্র কম্পবান ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয় এবং পূর্ব্ব সুস্থির ভাব পাইবার পূর্ব্বেই চিতা তাহার গলদেশ কামড়াইয়া ধরে এবং যে পর্য্যন্ত রক্ষকেরা আসিয়া তাহার গলদেশ কর্ত্তন না করে তদবধি ধরিয়া থাকে। রক্ষকেরা নিকটে যাইয়াই চিতার চক্ষু রুদ্ধ করে এবং শকটোপরি আনীত একটী বড় কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতায় করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত ও নাড়ি ভুঁড়ি তাহার নাসিকার নিকট ধরিলে সে তাহা খাইবার নিমিত্ত মৃগকে ছাড়িয়া দেয়। ঐ রক্তাদি আহার করিলে পর চিতাকে শকটোপরি লইয়া যাওয়া হয় এবং যথেষ্ট বিশ্রাম না দিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার শিকার করিতে নিযুক্ত করা হয় না। এই প্রকারে একটী চিতা ব্যাঘ্র ক্রমান্বয়ে চারি পাঁচটী মৃগ শিকার করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রায়ই চিতারা মৃগ শিকার করিয়া থাকে, কিন্তু স্থান ভেদে তাহারা শিকার করিবার ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে। ক্ষুদ্র ঝোপ অথবা দীর্ঘ তৃণ বিশিষ্ট ভূমিতে তাহারা অল্প অল্প লম্ফে লুক্কা-য়িত ভাবে মৃগদিগের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ তাহাদিগের দিকে দৌড়িতে থাকে। কিন্তু সর্ব্বা-পেক্ষা সুন্দররূপে শিকার দেখিতে হইলে, তাহা এরূপ মাঠের মধ্যে করান উচিত, যথায় মৃগেরা সর্ব্বদা বিচরণ করে এবং যথায় এরূপ কিছুই নাই যাহার অন্তরালে থাকিয়া চিতা পালের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। এরূপ করিলে মৃগদিগের প্রসিদ্ধ দ্রুত গমনের সহিত তুলনায় চিতার দ্রুত গমনে আশ্চর্য্য পরিপক্কতা দেখা যায়।

ফুল-মালা।

(শোক-সঙ্গীত)

১

গাঁথিলাম মালা করি সযতন।
প্রফুল্ল কুসুম করিয়া চয়ন—
মল্লিকা মালতী, হেমাঙ্গ-সেবতি
মুচকুন্দ, কুন্দ, ফুল রতন।
পরিমল ভরা এই সব ফুলে।
গাঁথিয়াছি মালা ঋষি মনভুলে।

২

কার গলে এবে দোলাইব হার!
কোথা সেই জন রয়েছে আমার!
নগরে নগরে, পর্ব্বত শিখরে,
কোথায় সন্ধান পাইব তার।
বলনা বলনা প্রতিধ্বনি সতি।
কোথায় সে জন করিয়াছে গতি॥

৩

মন্দ সমীরণে শৈবলিনী জল
ধীরে ধীরে যায় করি কল কল।
প্রিয় বঁধু তরে, বুঝি শোকভরে
মৃদুস্বরে কাঁদে হয়ে বিহ্বল।
হেরিয়া আমারে বিরহিণী জন।
নিস্তব্ধ স্বভাব, শোকেতে মগন॥

৪

অদূরে নির্ঝর, মুকুতার ফল
ঝর ঝর শব্দে ঝরে অবিরল॥
প্লাবিত ধরণি—করি কলধ্বনি,—
নদী-রূপে পরে ধাইছে জল।

ছিন্নভিন্ন বেশ—উন্মাদিনী প্রায়।
হেরিয়া আমারে কাঁদে বুঝি হায়।

৫

অসুখ সংসারে, সুখ কোথা নাই।
এখানে সেখানে যথা তথা যাই॥
সুখের সংসার, হইবে আমার
যদি সে জনের সন্ধান পাই।
জীবন সর্ব্বস্ব হৃদয়ের ধন।
বিনা সেই বঁধু আছে কোন জন?

৬

কার বা করিতে মানস রঞ্জন
করিলাম আমি এমালা গ্রন্থন?
আনি যত ফুল, শোভায় অতুল—
প্রেমিকের যাহে—ভুলায় মন।
হলো এই মালা কালসর্পী সম
কোমল হৃদয় দংশিবারে মম॥

৭

নিবিড় কানন অতীব গম্ভীর।
আছে যত বৃক্ষ করি দীর্ঘ শির॥
দেবদারু তাল, হিন্তাল পিয়াল,—
সুশোভিত বন—রয়েছে স্থির।
কিন্তু কোথা সখা এখানেতে নাই।
এখন কোথায় তার দেখা পাই॥

৮

বন দেবীগণ সুমধুর স্বরে।
বল প্রাণসখা কোথায় বিহরে।
পুষ্পিত কাননে, কিম্বা ঘোর বনে—
যথায় মানব না পশে ডরে॥
যক্ষ রক্ষ আর কিন্নরী কিন্নর।
বল দয়া করি কোথা প্রাণেশ্বর?

৯

কেহ না উত্তরে আমার কথায়।
প্রাণেশ বিরহে—বুঝি প্রাণ যায়।
কি ফল জীবনে, দুঃখ প্রতিক্ষণে,
বিরহ দহনে পুড়িব হায়।
বৃথা করি আর তার অন্বেষণ—।
এধরা মাঝারে নাহি সেই জন॥

১০

এই উচ্চ শৈলে করি আরোহণ।
সমস্ত স্বভাবে মনের বেদন—
করি উচ্চৈস্বর, বলি নিরন্তর—
বলনা কোথায় সে প্রিয়-জন?
আকাশ প্রান্তর স্তম্ভিত সকল।
কল কল করে নির্ঝর কেবল॥

১১

ছিন্ন ভিন্ন করি ফুল রত্ন হার।
এই ফেলে দিনু—কি করিব আর!
এখন পরাণ, করি তুচ্ছ জ্ঞান—
বিসর্জ্জন দিয়া, ত্যজিব সংসার॥
করি এই তুঙ্গ শৃঙ্গ আরোহণ।—
বঁধুরে স্মরিয়া ত্যজি এজীবন।

অশ্বধারণের আশ্চর্য্য কৌশল।

আমেরিকা খণ্ডের দক্ষিণাস্তভাগ অন্তরীপে পরিণত হইয়াছে ও তাহা পাটেগোনিয়া দেশ নামে কথিত আছে। উক্ত দেশের পশ্চিম সীমা আণ্ডিজ পর্ব্বতমালা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং ঐ দেশ অধিকাংশ শস্য শূন্য প্রান্তরময় ও ঐ সকল মরুভূমি ক্রমশঃ আত্‌লাণ্টিক মহাসাগর তীরাভিমুখে নত হইয়াছে। পাটেগোনিয়া দেশে কয়েক

অসভ্য জাতি বাস করে মৃগয়া দ্বারা তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। পাটেগোণিয়া অন্তরীপের পূর্ব্বে যে ফাকলণ্ড দ্বীপাবলী আছে তাহাতে দ্রুম মাত্রই নাই; কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ ও দীর্ঘ তৃণ স্থানে স্থানে আছে। ঐ সকল দ্বীপে বহু সংখ্যক গোরু ও ক্ষুদ্রকায় অশ্ব আছে এবং দেশীয় লোকগণ যে প্রকারে উক্ত ঘোটক ধরে তাহাই অত্র স্থলে বর্ণনীয়।

আমাদিগের প্রদত্ত চিত্রখানির কায়া অল্প হইবাতে যদিও মূর্ত্তি গুলিন ক্ষুদ্র২ লিখিত হইয়াছে তথাপি দর্শকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে কএকটী পতিত ও কএকটী ধাবমান অশ্ব এবং একজন অশ্বারোহী অঙ্কিত হইয়াছে। এক্ষণে যে রূপে অশ্ব সকল ধৃত হয় তাহা লিখিয়া পাঠকগণকে চিত্রখানির মর্ম্ম বুঝাইতেছি।

অশ্বধারকগণ এক দ্রুতগামী অশ্ব আরোহণ পূর্ব্বক এরূপ কতক গুলিন অস্থূল অথচ সার বিশিষ্ট রজ্জু সঙ্গে লয় যাহার প্রত্যেক গাছির দুইটী মুখে অল্প ভারী প্রস্তর বা অন্য কিছু বান্ধা থাকে। পরে অশ্ব সকলের বিচরণ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখে যে কোথায় অশ্বের পাল আছে এবং উচ্চ ভূমি, দীর্ঘ তৃণ ও পর্ব্বতাদির অন্তরাল দিয়া মন্দে২ ঐ পালের নিকটে গমন করিতে থাকে। যখন ঈহিতানুরূপ নিকটস্থ হয় তখন গৃহীত রজ্জুর একটীর মধ্যভাগে অঙ্গুলী দিয়া ঘুরাইতে২ অকস্মাৎ নিজ অশ্বকে বেগে ঐ পালের দিকে ধাবমান করে। ধাবমান অশ্বের পদ শব্দে চমকিত হইয়া পালের অশ্ব সকল পলাইতে যত্ন করে, কিন্তু শিকারী শীঘ্র অগ্রসর হইয়া যে অশ্বটীকে নিকটে পায় তাহারই পশ্চাৎ পদদ্বয়ের উপর ঐ ঘূর্ণায়মান রজ্জু এপ্রকার কৌশলের সহিত নিক্ষেপ করে যে উহা পদদ্বয়ে গাঢ়রূপে জড়াইয়া অশ্বটীর গতি রোধ করে। পরে অশ্বের অপর দুই পদও উক্তরূপে আবদ্ধ করণান্তে তাহার নিকটে গমন করত রীতিমত বন্ধনাদি দ্বারা তাহাকে অভিলাষিত স্থানে আনা হয়। এই চিত্রে শিকারীর হস্ত হইতে যে একটী চিমটার আকার পশ্চাৎ ভাগে রেখা লেখা হইয়াছে তাহা উক্ত দুই মুখে প্রস্তর বিশিষ্ট রজ্জু এবং উহার নিক্ষেপে অশ্বের পশ্চাৎ পদ যে রূপে বদ্ধ হয় তাহা চিত্রের পতিত অশ্বটীর পশ্চাৎ পদ দৃষ্টেই বুঝা যাইবে। এই রূপে পশ্চাৎ পদদ্বয় আবদ্ধ হইলে অশ্বটী পলাইবার জন্য ছট ফট করিলেই পতিত হয় ও অপর রজ্জুর দ্বারা পূর্ব্ব পদদ্বয়ও বদ্ধ হয়।

প্রথম নেপোলিয়ানের সংক্ষেপ বিবরণ।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আজেসিও নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এক ভদ্র করসিকান বংশোদ্ভব ছিলেন। কথিত আছে যে নেপোলিয়ানের শৈশবাবস্থায় একটী পিতলের কামান প্রিয় ক্রিড়া দ্রব্য ছিল। তাঁহার পিতা চারল্‌স বোনাপার্টের পাঁচ পুত্র হয় তন্মধ্যে নেপোলিয়ান মধ্যম ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের নানা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতার তৎকাল-প্রদত্ত

উপদেশ সকলকেই সেই ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের মূল স্বরূপ বলিতে হইবে। নেপোলিয়ানের আত্মীয় লুসিএনা বোনেপার্ট (যিনি আজেসিওর প্রধান ধর্ম্ম যাজক ছিলেন) মৃত্যুকালে নেপোলিয়ানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোসেফকে কহেন "যোসেফ তুমি সকলের বড় কিন্তু নেপোলিয়ান তাহার বংশের চূড়া"। নেপোলিয়ান ব্রিমেনে যুদ্ধ বিষয়ক শিক্ষা পাইয়া সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের রাজ বিপ্লবে পেওলির অধীনে কর্সিকার প্রজাতান্ত্রিক দলের সহিত যোগ দেন। পরে ঘটনাক্রমে তিনি পেওলির বিপক্ষতাচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক কর্সিকা হইতে বহিষ্কৃত হইবাতে মারসেলিস নগরে গমন করেন। নেপোলিয়ান পুনর্ব্বার স্বীয় সৈন্যদলে মিলিত হইলে তাহাকে জিরণডিষ্ট দিগকে জয় করিতে নিযুক্ত করা হইল ও তিনি তোপ দ্বারা মারসেলিস আক্রমণ করেন। টুলন দুর্গ বেষ্টনের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং এরূপ প্রণালীতে তাহা আক্রমণ করেন যদ্দারা তিনি ইংরাজদিগকে ঐ নগর হইতে দূরীকরণে সক্ষম হয়েন। এই কৃতকার্য্যতা তৎকালে তাঁহাকে বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন গোপনীয় কার্য্যের নিমিত্ত জেনোয়াতে যাওয়াতে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। এই রূপ করাতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান টর্কীর সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে মানস করেন, কিন্তু এই সময়ে ১৩ সংখ্যক ভিণ্ডিমিয়ার নামক সেনাদল রাজ্যতন্ত্রের বিপক্ষে বিদ্রোহ করাতে তিনি সে অভিলাষ পরিবর্ত্তন করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যারাস কর্ত্তৃক দ্বিতীয় সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া নেপোলিয়ান প্রজাতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সেণ্টরোচিতে যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং অন্যূন ১২০০ শত্রু বিনাশ করিয়া বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করেন। যুদ্ধের পরেই রাজ্যতান্ত্রিক সভা তাঁহাকে এক ভাগ সৈন্যের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন এবং পর বৎসরের আরম্ভেই তাঁহাকে ইটালীস্থ সৈন্যসকলের সেনাপতি করা হয়। তিনি এই সৈন্যগণকে এরূপ যুদ্ধ নিপুণ করিয়াছিলেন যে, এক বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার সৈন্যাপেক্ষা বৃহত্তর চারটী অষ্ট্রিয়ান এবং একটী পিডমনটিস্ সৈন্যদলকে জয় করেন।

তিনি অষ্ট্রিয়ায় যাইয়া আর্কডিউক চারল্‌সকে পরাজয়ান্তে লিওবেনের সন্ধিদ্বারা কিছুকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ভিনিসের প্রধানগণকে নষ্ট এবং উত্তর এবং মধ্য ইটালীতে প্রজাপ্রভুত্ব স্থাপন করেন। তিনি মিসর আক্রমণ যাত্রায় সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণপূর্ব্বক গমন কালে পথে মাল্টা দ্বীপ জয় করত ইজিপ্টে পৌঁছিয়া অতি অল্প দিন মধ্যে এলেকজেন্দ্রিয়া দখল করেন এবং পিরামিডের যুদ্ধে জয়ী হইয়া কেরো নগর অধিকার করিয়াছিলেন। এই নগরে তিনি একটী বিজ্ঞান বিষয়ক সভা স্থাপন করেন। ব্রিটিস্ সৈন্যাধ্যক্ষ নেলসন নূতন সৈন্য আনয়নে প্রতিবন্ধক স্বরূপ সত্ত্বেও নেপোলিয়ান পেলেষ্টাইনের সীমান্থ অনেক গুলি নগর অধিকার করেন, কিন্তু তিনি একারের যুদ্ধে পরাস্ত হইবাতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়েন। আবুকারের যুদ্ধের পর তিনি ইজিপ্টে পুনরাগমন করেন এবং ইংরাজদিগের যুদ্ধজাহাজ সকলের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে পৌঁছিয়া হঠাৎ প্যারিসে উপস্থিত হন, এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডারেক্টরি নামক শাসক সভা নষ্ট করিয়া দশ বৎসরের নিমিত্ত প্রধান শাসকত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পুরাতন ইটালীস্থ সৈন্যের সহিত মেরেঙ্গোর জয় লাভ করেন এবং এই সময়ে তাহার অধীনস্থ সেনাপতি মোরিউ হোহেন লিন্‌ডেনের যুদ্ধে জয়ী হয়।

এই সকল ঘটনার পর তিনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সহিত লুনিভিলির এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত আমিন্সের সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি এই সন্ধিতে যুদ্ধহইতে অবকাশ পাইয়া ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্তে মনোযোগী হয়েন এবং অনেক সামাজিক অবস্থা সংশোধন ও উত্তম আইন করিয়াছিলেন। অনেকবার অনেকে তাঁহার প্রাণ বধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষমতা এবং লোকপ্রিয়তা বরং বর্দ্ধিত হয় এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে শাসকসভা তাঁহাকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করে। এই উপলক্ষে কৌশলক্রমে সপ্তম পায়াসাক্ষ পোপ প্যারিস নগরে নেপোলিয়ানের অভিষেকার্থ আনীত হয়েনএবং পর বৎসর ইটালীর আধিপত্য নেপোলিয়ান স্বকরে গ্রহণ করেন।

তিনি রাজা হইলে পর প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় রাজাগণ তাঁহার বিপক্ষে মিলিত হন এবং নেলসন তাঁহার যুদ্ধ জাহাজ সকল নষ্ট করেন। তিনি অষ্ট্রিয়ান ও রুসীয়দিগকে পরাস্ত করণান্তে অষ্টরলিট্জের যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রেস্‌বর্গের সন্ধি স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা যোসেফ্ ও লুইস্‌কে নেপল্‌স ও হলণ্ডের রাজত্ব প্রদান করেন এবং ওয়ার্টেমবর্গ ও ব্যাভেরিয়া রাজ্য তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে রাইনের ষড়যন্ত্র করা হয় এবং অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনত্ব লোপ পায়। প্রুসিয়া নেপোলিয়ানের বিপক্ষে ইংলণ্ড এবং রুসীয়ার সহিত ষড়যন্ত্র করে কিন্তু তাহা ফলদ হয় নাই।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জেনার এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইলার যুদ্ধের পর নেপোলিয়ান নিমিয়ান নদীতে একখানি কাষ্ঠের ভেলার উপরে রুসীয় সম্রাটের সহিত টিলজিটের সন্ধিস্থাপন করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা জেয়ান বোনাপার্টিকে ওএষ্টফেলিয়া প্রদেশ প্রদান করিতে প্রুসিয়াকে বাধ্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সসৈন্যে স্পেন ও পর্টুগ্যাল আক্রমণ করত তাঁহার ভ্রাতা জোসেফ্‌কে নেপল্‌স হইতে আনাইয়া স্পেনের রাজা করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিপক্ষে পঞ্চমবার ষড়যন্ত্র করা হয় এবং তিনি তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত স্পেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভায়েনা আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং ওয়াগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করাতে অষ্ট্রিয়ার অনেক প্রদেশ ফরাসিস সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময়ে তিনি যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা দৃঢ়বদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার পূর্ব্বস্ত্রী যোসেফাইনকে ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রিয়ার আর্কডচেস্ মেরিয়া লুইসার পাণি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাতে বার্নাডোটি ও অন্যান্য অনেকে তাঁহার বিপক্ষ হন এবং পোপ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। এই জন্য রুসীয়ার সহিত অসম্প্রীত ঘটাতে নেপোলিয়ান রুসিয়ান্ সম্রাট্ জারকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ড্রেসডেনে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করত রুসিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তাঁহার দলস্থ অনেক সৈন্যের প্রাণ দিয়াও স্মোলেঙ্ক ও বরোডিনোর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান মস্কো দখল করেন, কিন্তু উহাতে অগ্নি প্রদত্ত হইলে তিনি ঐ নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছিল। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া লুজেনে জয়ী হন কিন্তু সমস্ত ইউরোপ এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করে এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি লিপ্‌জিকে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হন। ফ্রান্স দেশ বিপক্ষের সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত হয় এবং প্যারিস্ সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তিনি আধিপত্য

ত্যাগ করিয়া এল্বাতে গমন করেন। কিছু দিন পরে তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্যের সহিত পুনর্ব্বার ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া প্যারিসে যাত্রা করেন। পথে বহু সংখ্যক সেনাপতি এবং সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয় এবং তিনি প্যারিসে প্রবেশ করিয়া পুনরায় তাঁহার অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সকল ইউরোপীয় সম্রাট্ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার তাঁহার বিপক্ষে মিলিত হয়েন। সম্মিলিত রাজাগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে তিনি ইংরাজ এবং প্রুসিয়ান গণের (যাহারা তৎকালে সসৈন্যে বেল্জিয়মে ছিল) বিপক্ষে যাত্রা করেন এবং লিগ্নিতে প্রুসিয়ানদিগকে পরাস্ত করেন, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের অষ্টাদশ দিবসে ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক চিরস্মরণীয় ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাস্ত হওয়াতে তিনি তাহাদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন এবং সেণ্ট হেলেনায় দ্বীপান্তরিত হয়েন। তথায় পাঁচ বৎসর বাস করিলে পর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পাকস্থলীতে নালী ঘা হওয়াতে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হয়।

"কস্যৈকান্তং সুখ মুপনতং দুঃখমেকান্ততোবা।
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশাচক্রনেমি ক্রমেণ॥"

এই শ্লোকের দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ানের জীবন চরিতেই বিশেষ প্রতীয়মান হয়। করসিকা নামক সামান্য দ্বীপ-বাসী এক জন ভদ্রসন্তান যে ফরাসিস সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইবেন ও সমস্ত ইউরোপকে নিজ প্রতাপে পরাজয় করিবেন এ কাহার মনে ছিল? সময়ে২ যেরূপ তেজোময় ধূমকেতু উদিত হইয়া কিছু কালের জন্য জগতবাসিগণের মনে নানা মত ভাবের সঞ্চার করত পুনর্ব্বার দৃষ্টি পথাতীত হয়, নেপোলিয়ানের উদয়ও সেই রূপ হইয়াছিল। তাঁহার উদয়ে জাতীয় গৌরবাদি অতুল প্রশস্তি প্রাপ্ত, বৈরদল বিনীত ও শঙ্কিত এবং সমস্ত ভুবন চমৎকৃত হইয়াছিল। তাঁহার শরীরে বীরতা, সদয়তা, বুদ্ধিমত্বাদি বহুগুণ সত্বেও এক মাত্র লোভেই তাঁহাকে নষ্ট করে। এক জন সামান্য লোক হইয়া ফরাসি সৈন্যাধ্যক্ষতা প্রাপ্তে তাঁহার আশা নিবৃত্ত হইল না! পরে শাসক সভার প্রধানত্বেও তাঁহার তুষ্টি ঘটিল না! পরে সম্রাট্ হইয়াও লোভের শেষ হইল না! পরে সমস্ত ইউরোপের পরোক্ষ কর্ত্তৃত্বেও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না! জগদীশ্বর আর তাঁহার বৃদ্ধি অযোগ্য বোধে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দীনতায় নিক্ষেপ করিলেন।

নেপোলিয়ান যে গুণে সেনা সকলকে বশ করিয়াছিলেন তাহার একটী প্রমাণ আমরা দিতেছি। তিনি সেনাগণকে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করিতেন—কোন সময়ে এক জন সৈন্য শিবিরের প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আলস্য বশত শিবির দ্বারে বসিয়া নিদ্রা যাইতে ছিল, কার্য্য বশাৎ নেপোলিয়ান তথায় গমন করিয়া সৈনিককে নিদ্রিত দেখায় তাহার হস্ত হইতে বন্দুক গ্রহণ করত স্বয়ং তাহা স্কন্ধে লইয়া তথায় বেড়াইতে লাগিলেন এবং ঐ সৈনিক জাগৃত হইলে তাহার হস্তে বন্দুক দিয়া চলিয়া গেলেন।

নেপোলিয়ানের ভয়ে সমস্ত ইউরোপ যে পরিমাণে ভীত হইয়াছিল তাহা নিম্ন-লিখিত বিবরণ পাঠেই পাঠকগণ জানিবেন, আমাদিগের স্থানাভাব বশত জীবনচরিত সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এ দেশের স্ত্রীলোকগণ ছোট ছেলেদের ভয় দেখাইতে হইলে ছেলে ধরা, বরগি ও বাঘের নাম লইয়া যে রূপ ভয় দেখায়, ইউরোপের ছেলেদের সেই রূপ নেপোলিয়ানের নাম লইয়া ভয় দেখান হইত।

অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা পালক।

পুরাণে কথিত আছে যে দাতা কর্ণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে গমন করত আহার যাচ্ঞা করিলে কর্ণ তাঁহাকে ভোজন করাইতে বাক্-দত্ত হয়েন এবং ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের মাংসাভিলাষ প্রকাশ করাতে তিনি অকাতরে নিজ পুত্র বৃষকেতুর মাংস রন্ধন করিয়া অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন। এ প্রকার কার্য্য এক্ষণে কেহই করিতে সম্মত হয়েন না, কারণ লোকে যদিও অতিথির পূজা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন তথাপি অতিথি পূর্ব্বোক্ত রূপ অসঙ্গত যাচ্ঞা করিলে সে যাচ্ঞা কখনই রক্ষা করা বিধেয় জ্ঞান করেন না। অতএব দাতা কর্ণের দানশীলতা বা প্রতিজ্ঞা পালকত্বের প্রশংসা বিষয়ে যেরূপ লোকের মত ভেদ আছে আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধোল্লিখিত ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা পালকত্ব সম্বন্ধেও সেই রূপ। আমরা নিম্নে যে প্রতিজ্ঞা পালনের অদ্ভুত উদাহরণ দুইটী প্রকাশ করিতেছি তাহার বিধেয়ত্ব ও অবিধেয়ত্ব বিষয়ক কিছুই প্রকাশের উদ্দেশ্য নহে; কেবল কলিকালেও কিরূপ প্রতিজ্ঞা পালন সম্ভাবনা তাহাই প্রকাশ করা অভিপ্রায়। উদাহরণদ্বয় দিবার পূর্ব্বে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে আমাদিগের প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা পালনের উদাহরণ বহুকালের নহে উহা ১৫ বৎসরের মধ্যের ঘটনা ও তৎকর্ত্তা অদ্যাবধি জীবিত এবং পশ্চিমাঞ্চলের কোন প্রধান জনপদে রাজকীয় কার্য্যে এখনো নিযুক্ত আছেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যে বিদ্রোহানল ভারতীয় ব্রিটিষ অধিকারকে এককালে ভস্মসাৎ করণের উপক্রম করিয়াছিল তাহাতে যে রূপ ভীষণ ঘটনা সমস্ত ঘটিয়াছিল তাহার কতক কতক পাঠক বৃন্দে অবগত আছেন। অনেক কলেক্টর, কমিসনর প্রভৃতি বিদ্রোহীদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন অধিক কি অনেক নির্ব্বিরোধী বাঙ্গালীর তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। সেই বিপত্তিকালে যে সকল ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেই কয়েক জন প্রাণ রক্ষা করেন। উক্ত কারণ বশতঃ ছদ্মবেশী কোন এক জন ইংরাজ এক হিন্দুস্থানী সিংহের ভবনে উপস্থিত হইয়া গৃহ স্বামীকে নিজ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইয়া তাঁহার শরণাগত হয়েন। পরে ঐ ব্যাপার গুপ্তনাম সিংহের পুত্র কলত্রেরা জানিতে পারিয়া ঐ ইংরাজকে শত্রু হস্তে অর্পণ করণার্থ তাঁহাকে বারম্বার বলাতে ইংরাজ তাহা জানিতে পারিলেন এবং গৃহস্বামীকে নির্জ্জনে কহিলেন যে তিনি সকল শুনিয়াছেন ও আর থাকিতে পারেন না যেহেতু তাঁহার ছদ্মবেশের কথাবহু কর্ণে যাইয়াছে সুতরাং সত্বরে প্রচার হইবার সম্ভাবনা। তৎ শ্রবণে উক্ত সিংহ ইংরাজকে আশ্বাস ও অভয়দান করিলেন এবং এক তরবাল হস্তে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুত্র কলত্রাদি সকলকে নষ্ট করিয়া প্রকাশ ভয় দূর করিলেন। ইহাতে কথিত আচরণের কথা শুনিয়া কেহ কেহ তাঁহার মুখাবলোকন করা অবিধেয় বিবেচনা করেন ও অনেকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালকত্বের প্রশংসা করেন। দাতা কর্ণের কার্য্য সম্বন্ধেও এই রূপ মতামত আছে। আমরা এই হিন্দুস্থানীর আর একটী কার্য্যের বিবরণও লিখিতেছি এবং তৎপাঠে পাঠকবৃন্দ জানিতে পারিবেন যে ইনি প্রতিজ্ঞা পালন জন্য নিজ দেহ ত্যাগেও সক্ষম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গুপ্তনাম সিংহ এখনো ইংরাজদিগের অধীনে কোন প্রকাশ্য পদে অভিষিক্ত আছেন এবং ইতি

পূর্ব্বেও একটী রাজকীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। গুপ্তনাম সিংহ যৎকালে পূর্ব্ব পদে ছিলেন তৎকালে এক জন দস্যু প্রজাদিগের প্রতি বহুবিধ অত্যাচার করাতে শাসকগণ তাহাকে ধৃত করণের চেষ্টা পাইয়া কোন মতে কৃত কার্য্য না হইবাতে মেজেষ্টর তাঁহাকে ঐ দস্যুর অনুসন্ধানে নিয়োগ করেন। গুপ্ত নাম সিংহ মেজেষ্টরকে কহিলেন যে দস্যু ধৃত হইলে যদি তাহার প্রাণ নষ্ট করা না হয় তবে তিনি তাহাকে ধরিয়া দিতে পারেন। মেজেষ্টর চৌরের প্রাণ রক্ষা করণে প্রতিশ্রুত হইলে সিংহ তাহাকে ধৃত করিয়া আনিলেন। পরে ঐ চৌরের মোকর্দ্দমা উচ্চ আদালত পর্য্যন্ত হইয়া তাহার ফাঁশির আজ্ঞা হইলে গুপ্ত নাম সিংহ মেজেষ্টরের নিকট যাইয়া চৌরের প্রাণ রক্ষার্থ কহিলে মেজেষ্টার উত্তর করিলেন যে তাঁহার হস্ত নাই যখন উচ্চ আদালতের আজ্ঞা হইয়াছে তখন তিনি কি রূপে তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। গুপ্ত নাম তদ্দিবস হইতে আহার ত্যাগ করিলে মেজেষ্টর অনেক যত্নে চৌরের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার মার্জনা করাইলেন এবং সিংহকে ঐ সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন চৌরের ফাঁসী হইলে তিনি কি করিতেন। গুপ্ত নাম সিংহ অমনি দুই পিস্তল কক্ষদেশ হইতে বাহির করিয়া কহিলেন "আমি এই করিতাম— চৌরের ফাঁসী হইবা মাত্র আমি ইহা দ্বারা আত্ম প্রাণ নিঃশেষ করিতাম"। নবং ভাব ও নবং কথা পাঠে ও শ্রবণে অনেকে সন্তুষ্ট হয়েন এই জন্য আমরা এই নূতন কথাটি লিখিলাম, ইহা স্বকপোল কল্পিত নহে।

---

*শ্রীরাম বনবাস কাব্য।

প্রথম খণ্ড।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে শ্রীহর্ষ, শূদ্রক, ভোজ, প্রভৃতি বহুগুণমণ্ডিত হিন্দু রাজগণ বিবিধ কাব্য, নাটক রচনা করিয়া ধরামণ্ডলে অবিনশ্বর-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, ইদানিম্ "ফতে সিংহাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী" সেই মত সাহিত্য সংসারে স্বীয় অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য এই ৩৫ পৃষ্ঠাধারী কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি প্রাপ্ত প্রকৃত "রাজা" নহেন, তথাপি স্বীয় উদার চরিত্র জন্য আপনাকে রাজা মনে করিয়া থাকেন। যদি কেহ আপনাকে ভারতবর্ষাধিপতি মনে করেন, তবে তাঁহার ডাক্তর পেইন সাহেবের নিকট গমন না করিলে আর উপায় কি? সে যাহা হউক, আমরা অদ্য ফতে সিংহ ও "ব্যাঘ্রডাঙ্গা রাজধানী" হইতে কেশরী ও শার্দ্দূল নিনাদে চমকিত না হইয়া সুমধুর কাকলীধ্বনি শ্রবণে প্রীত হইলাম ইহাই যথেষ্ট। অদ্য মহর্ষি বাল্মীকি জীবিত থাকিলে এই অভিনব রামায়ণ

*এই সমালোচনাটী আমাদিগের কোন বিশেষ বন্ধু লিখিয়াছেন ও ইহা অবিকল প্রকাশের জন্য বিশেষ অনুরোধ করাতে আমরা ইহা প্রকাশ করিয়াছি। অপরিচিত ব্যক্তি হইলে আমরা ইহা প্রকাশও করিতাম না, এবং এ তদ্বিষয়ে কিছু লিখিতামও না; কিন্তু লোকে যেরূপ কথায় বলে "ঝিকে মেরে বৌকে শিকান" আমরাও সেই রূপ কার্য্য করিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেছি। এই সমালোচনা দেখিয়া প্রথমতঃ বোধ হয় কোন বৈর ব্যক্তির দ্বারা ইহা লিখিত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ সভ্য সমাজের ইহা উপযুক্ত নহে। পাঠকগণ গ্রন্থকার অপেক্ষা সমালোচককে অধিক অজ্ঞ জ্ঞান করিবার সম্ভাবনা। রং সং সং

পাঠে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কবিত্ব শক্তি লাভের জন্য পুনর্ব্বার তপস্যা আরম্ভ করিতেন। বোধ করি বঙ্গদর্শনে "যে নূতন প্রকার রামায়ণের অবতরণিকা মুদ্রিত হইয়াছে, এখানি তাহার প্রথম অংশ। ফলে গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব বস্তু। গ্রন্থকার কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাব লইয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন এবং কোন২ স্থলে অবিকল "মেঘনাদের" ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল ভাষা পরিবর্ত্ত করায় অমিত্রাক্ষর গদ্য গন্ধে দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। যথা—

সুজ্ঞানরূপ বীণা।

বীণাপাণি, একিস্করে (অবোধ, মা, আমি।)
অর্প উরি ; সুখে যাহে বাজায়ে ও বীণা।
(কবিতাসঙ্গীত স্বর করি বরিষণ)
ভারতে, লভিব আমি মনের আনন্দে
মরি, প্রশংসা বিপুল সুধা—অনুপম।
হে পদ্ম-বাসিনী, তব কৃপায় (কেবল
এই প্রথমে) রোপিনু রচনা অঙ্কুর
কাব্যভূমে! নিরন্তর এজীবন তরি
ভাসয়ে নিগু‍র্ণরূপ অকূল পাথারে ;
বড়ই সাধ, লভিতে, মাগো যশঃকূলে।—
রহুক যেন ভারত নদে সুকবিতা
সুরস স্রোতঃ পবিত্র হয়ে, মম কাব্য,—
(এই চিরসাধ, মাতঃ এ পোড়া মনেতে!
আনিয়া যতনে ভগীরথ ভাগীরথী—
ত্রিভুবন মুক্তিদায়ী সু-কীর্ত্তি রাখিল
যেমতি! তেমতি যেন থাকয়ে এ কীর্ত্তি।

পরের ভাব যে কবি গ্রহণ করেন তাঁহার বমি ভক্ষণ করা হয় "যথা কৃতপ্রবৃত্তিরন্যার্থে কবির্বান্তং সমশ্নুতে" তথাপি জানিয়া শুনিয়া এই অভিনব কাব্যকার রাজা বাহাদুর কি জন্য এই দুষ্কর্ম্ম করিলেন তাহা বলিতে পারিলাম না। তাঁহার কবিত্বশক্তি কিছুমাত্র নাই, তথাপি অহঙ্কার ভরে আপনাকে এক জন প্রকৃত কবি মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যথা—

ভূমিকা।

আমি সদা সর্ব্বক্ষণ পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকি, সুতরাং স্বকার্য্যে হস্তক্ষেপ পক্ষে অক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু ইদানীন্তন কৃপাময় জগদীশ্বর কৃপায়, কিঞ্চিৎ শারীরিক সুস্থতাবলম্বনে—বোধ করি, ভগবতী বাগ্দেবী (এ নরাধম প্রতি কৃপা করিয়া) চিত্তজ পঙ্কজাসনে আসীনা হইয়া, কাব্য রচয়িতা রূপ লালসা-লতা ফলবতী করিয়াছেন। যে ছন্দে এই কাব্য রচনা করা হইল, তদ্বিষয়ে আমার কিছু ব্যক্ত করাই বাহুল্য, কেন না জনসমাজে আদরনীয় ব্যতীত মনোদ্যানের আশা ফল উত্তমরূপে ফলবান হইবেক না, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে যদি পাঠকবর্গ মনোযোগী হইয়া এই অভিনব কাব্যটী সমাদৃত-রূপ আশ্রয়-বৃক্ষের বীজরোপণ ক্ষণকালের জন্য করিলেও আমি চরিতার্থ লাভ করিব, এবং উত্তম, কি নীরস পক্ষে সন্দেহ- রূপী যে দেহ দাহ আছে তাহাও শীতলিবে। আরো, ভরসা করি যে, আশার সরসে পদ্ম প্রফুল্লিত ক্রমে ক্রমে এতাদৃশ হইলে অবশ্যই আনন্দের বিষয় বটে ইতি।"

পাঠকবর্গ একবার ভাষার আড়ম্বর দেখুন! ইহার মধ্যে "মনৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যে বাস্তিমে গতিঃ" মনে করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। পাঠকবর্গ একটু চমৎকার কবিতা শুনুন যথা—

"কহি তবে, শুন রাণী সেবা করি যবে
তুষ্ট করিলা (যৌবনকালে।) অতিশয়

নরাধিপে, তৎপরে চাহিলেন দিতে
মনমত বর তোমা দুটি তিনটি।—
এই বরনাও দেবি, (এই সময়েতে)
"রামকে রাজ্য না দিয়ে' (যুবরাজ পদে
বরিয়া ;) করহ রাজা, এইক্ষণে, বাছা,
ভরতে-ভারত চুড়ামণি! বুঝিছতো ?
না বোকার মত শুনুছ ? চৌদ্দবৎসরার্থে
বনবাসে পাঠাইতে রামে' শেষে (এই
বলি) লবে বর এদুটি রাজার ঠেঁয়ে !
ভুঞ্জিবে হে রাজভোগ মনের আনন্দে
তারা দুটি ভাই চিরকাল জীবি, মরি,
এরাজপুরে। ওটা, চৌদ্দবৎসরান্তে
বনে হতে ফিরে পুনঃ আরকি আসিতে
পারিবে বাঁচি ?—হয় তো ব্যাঘ্রেই খাইবে;
কিম্বা বজ্রের পতনে মরিবে নিশ্চয় ?"
নিরবিল তবে কহি এতেক মন্থরা।"

জগদীশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, রাজা মহাশয় নিরোগী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করুন। কিন্তু বাক্‌দেবী তাঁহাকে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতে যেন আর উত্তেজিত না করেন।

ঋতুলহরী—শ্রীমোহিত কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত। কালিদাস ঋতুসংহারে অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ঋতুবর্ণন বিষয়ক অন্য কোন কাব্য অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা হয় না।

তথাপি ঋতুলহরী এক জন নবীন বঙ্গীয় কবি প্রণীত, এজন্য আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। মোহিত কুমার অল্প বয়স্ক এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এই প্রথম রচনা কুসুম। তিনি প্রথম উদ্যমে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই প্রসংশনীয়।

সারতত্ত্ব চিন্তামণি। শ্রীশ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী প্রণীত। এখানি দেব দেবী বিষয়ক সংগীতে পরিপূর্ণ। যিনি সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ পটু, এবং যাঁহার কবিত্বশক্তি আছে, তিনিই উত্তম সংগীত রচনা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদিগের ব্রহ্মচারী মহাশয় এই দুই রসেই বঞ্চিত, সুতরাং তাঁহার গীত গুলি ভাল হয় না।

জ্ঞানাঙ্কুর—আমারা ইত্যাখ্য মাসিক পত্রের কয়েক খণ্ড পাঠে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এতৎ পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলিন নানা বিষয়াত্মক হইবাতে সকল প্রকার পাঠকেরই মনোরঞ্জন কর হইয়াছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রস্তাব গুলি অতি উৎকৃষ্ট এবং রচনা ও বস্তু সন্নিবেশ এরূপ সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছে যে পাঠ করিয়া সকলেই তুষ্টিলাভ করেন। রাজধানীতে উত্তম সংবাদ পত্রাদি প্রচার হওয়া সম্ভব, সুতরাং তাহার উদয়ে বিশেষ আনন্দোদ্দীপন করে না, কিন্তু মফঃসলে উৎকৃষ্ট পত্রাদির উদয় অসামান্য সন্তোষকর। যেহেতু রাজধানীতে সকল বিষয়েরই অনুশীলন অধিক ও তত্তৎ বিষয়ের উৎসাহ দাতা লোকেরও অসদ্ভাব নাই এজন্য মফঃসল হইতে রাজধানীর উন্নতি সত্বরে সম্পাদিত হয়। রাজধানীর সহিত তুলনায় রাজসাহী প্রদেশের উন্নতি বহ্বাংশে ন্যূন তথাপি রাজধানীর বহু পত্রাপেক্ষা উত্তম "জ্ঞানাঙ্কুরের" উদয় রাজসাহী অঞ্চলের বিশেষ মুখোজ্জ্বল করিয়াছে এবং বোধ হয় তত্রস্থ লোক মাত্রেই ইহার জীবন রক্ষায় যত্নবান্‌ হইবেন, আমরা পাঠক বৃন্দকে জ্ঞানাঙ্কুরের সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব]   প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯   [৭৬ খণ্ড।

তমোলুক ইতিহাস।

বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত মেদিনীপুর বিভাগের মধ্যে "তমোলুক" একটী প্রসিদ্ধ স্থান। বর্ত্তমান সময়ে ইহাতে একটী উপ্পরিভাগ সংস্থাপিত থাকায় যে ইহা সবিশেষ প্র..দ্ধি হইয়াছে, এমন নহে। প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসাদি অনুসন্ধান করিলে এই স্থানের প্রাচীনত্ব সহজেই উপলব্ধি হয়। মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এই স্থানের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন পক্ষে যে অব্যর্থ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে, তাহা কোন ক্রমেই অলীক বা অবিশ্বাস্ত বোধ হয় না। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত "তমোলুক মাহাত্ম্য" নামে একটী বিবরণ আছে: যদিচ উহা পৌরাণিকদিগের কল্পনা-সম্ভূত অতি বর্ণন দুষ্ট বটে, তথাপি তদ্বিবরণ হইতে সারাংশ সঙ্কলন করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, এস্থান পূর্ব্বতন আর্য্যগণের অজ্ঞাতপূর্ব্ব বা নিতান্ত অপুণ্যপ্রদ বলিয়া হেয় ছিল না। এস্থলে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্ভূত "তমোলুক মাহাত্ম্য" অবিকল অনুবাদ করিবার আবশ্যক বিরহ। সংক্ষেপতঃ তদ্বিবরণের মর্ম্মানুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে। যথা—"নারদ মর্ত্ত্যলোকের বিবরণ প্রসঙ্গে কহিতেছেন যে, দক্ষযজ্ঞ বিনাশী মহাদেব দক্ষের ছিন্ন শীর্ষ হস্তে করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থপর্য্যটন করিলেন, তথাপি তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষ কপাল স্খলিত না হওয়ায়, একদা নিতান্ত বিষণ্ণভাবে কোন এক মহীধরের গভীর গহ্বরে নিরতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া চিন্তা-স্তিমিত নেত্রে আত্মগ্লানির দুঃসহ প্রভাব অনুভব করিতেছেন, এমন সময়ে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু দেবাদিদেবের ঈদৃশ বিসদৃশ অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং কহিলেন "ভগবন্! আমি আপনার মানস জ্ঞাত হইয়াছি, এবং মানসিক চিন্তা নিবারণ জন্য এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি দক্ষ কপাল হস্তভ্রষ্ট না হওয়ায় নিতান্ত বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি তদুপায় নির্দ্দেশ করিতেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে 'তাম্রলিপ্ত' নামে এক রমণীয় স্থান আছে, ঐ স্থানে জিষ্ণুহরির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং অন্যান্য দেবতারাও আছেন; আপনি ঐ স্থানে যাইয়া জিষ্ণুহরির মূর্ত্তি সন্দর্শন ও পবিত্র এক কুণ্ডে স্নান করিবেন। তাহা হইলেই দক্ষ কপাল আপনার করমুক্ত হইবেক।" মহাদেব তাহাই করিলেন। সুতরাং মুণ্ড হস্তভ্রষ্ট হওয়ায় তাম্রলিপ্তস্থিত কুণ্ডের নাম 'কপাল মোচন' তীর্থ হইল। জিষ্ণুমূর্ত্তির পরিরক্ষার্থ মহাদেব স্বীয়শক্তি বর্গভীমা নাম্নী

এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তদবধি এইরূপ একটী গাথা রচিত হইল যে, 'জিষ্ণুহরি' বর্গভীমা দর্শন ও কপালমোচনে স্নান করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।' বস্তুতঃ অদ্যাবধি পৌষ ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসের বারুণী মেলাতে বহুলোক পূর্ণ বিশ্বাসানুসারে বর্গভীমাদি দর্শন ও রূপনারায়ণ নদগত কপালমোচন তীর্থে স্নান করিয়া থাকে। জিষ্ণুহরির মন্দিরটী বিশেষ প্রাচীন নয়, কিন্তু বর্গভীমার মন্দিরটি বিশেষ প্রাচীন, এবং নির্ম্মাণ প্রণালীও নিতান্ত পূর্ব্বতনী, সন্দেহ নাই। অধিক কি বিদ্যুদগ্নিপাত ও ভীষণ ঝটিকা এই দেবী মন্দিরের অল্প ক্ষতিই করিয়াছিল। মন্দিরটী দেখিলে পূর্ব্বকালে বৌদ্ধদিগের উপাসনা মন্দিরের বহু সাদৃশ্যযুক্ত বোধ হয়। এ স্থানের অধিবাসীরাও পরম্পরাগত কথানুসারে বলিতে পারেন না, যে কোন্ সময়ে এই দেবীগৃহ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। আর মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর একস্থানে "ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি" এইরূপ লিখিত আছে, কিন্তু সে এই ভীমা কি পর্ব্বতাঞ্চলবাসিনী কোন ভীমা, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অতঃপর মহাভারতের সভাপর্ব্ব মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞপর্ব্বাধ্যায়ের অন্তর্গত দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে এস্থানের বিষয় উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বঙ্গরাজ্য মধ্যে তাম্রলিপ্তেশ্বর ও যথেষ্ট উপহার রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত সসম্মানে প্রদান করেন। অনন্তর দিগ্‌বিজয়ী পাণ্ডব এই স্থান হইতে দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী ম্লেচ্ছ রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া সমুদ্র-কূল-সম্ভূত দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। ভীষ্মপর্ব্বেও এস্থানের রাজার বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ফলতঃ উক্ত-উক্তি-অনুসারেই এই স্থানের নাম তাম্রলিপ্ত, বা তলালিপ্তা হইয়াছে। আর প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রেও 'তাম্রলিপ্ত' তামলিপ্তা, নাম লিখিত আছে। বহুদিন পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময়ে কয়েকজন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক এস্থানে কিছুকাল থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে অপর কয়েক জন বৌদ্ধ, এস্থান হইতে সমুদ্র-গমনোপযুক্ত-যানাদি লইয়া সিংহলাভিমুখে যাত্রা করেন। একথা আসিয়াটীক সোসাইটীর সংগ্রহালয়ের ঐতিবৃত্তিক পুস্তকে বিশেষ বিবৃত আছে। আর এস্থানে 'খাটপুকুর' নামে একটী বিস্তীর্ণ পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণী মধ্যে একটী প্রস্তরময় মন্দির আছে। মন্দিরের চূড়াস্থিত কয়েকখানি প্রস্তর মাত্র দৃষ্ট হয়। ২।১ জন ডুবারু নিমগ্ন হইয়া বলিয়াছিল যে, 'ঐ প্রস্তরময় মন্দির চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রবাদ এই রাজা তাম্রধ্বজ উক্ত সরোবর মধ্যে সমাহিত হইয়াছিলেন। তাম্রধ্বজের বংশে ময়ূরধ্বজ, শিখিধ্বজ প্রভৃতি রাজারা জাত হইয়াছিলেন। সেই রাজবংশের অন্যতর বংশেরা কেহই নাই।

মধ্যে কয়েকজন যবন রাজা হইয়াছিল। অদ্যাপি 'গড়মরিচা' নামক এক বিস্তীর্ণ পরিখা বেষ্টিত স্থান আছে ; উহাতে অনেক যবনের বাস। হিন্দু রাজাদিগের দুর্গ এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পার্শ্বে ছিল বোধ হয়। কারণ ঐ স্থান, প্রাচীনত্বের কিয়ৎ চিহ্ন ধারণ করে। মহাপ্রভু, জগন্নাথ, রামজী, বর্গভীমা ও জিষ্ণুহরি প্রভৃতি কয়েকটী দেবতা আছেন। ইঁহাদের সেবার্থ যথেষ্ট দেবত্র ভূমি আছে। স্বভাবের শোভা বিষয়ে এস্থান নিতান্ত নিঃসম্বল। কেবল এক রূপনারায়ণ নদ প্রবাহিত হইতেছে। এই নদটী ভীষণ বটে, এবং স্থানে২ নানারূপ বলিয়া ইহার নাম রূপনারায়ণ হইয়াছে, কুম্ভীরাদি যাদোগণ ইহাতে নিরন্তর বদ্ধ সখ্য। পৌষের ও চৈত্রের বারুণীযাত্রায় ২।১টী লোক হাঙ্গর কর্ত্তৃক প্রায়ই সাজ্বাতিক রূপে দষ্ট হইয়া থাকে। যখন রূপ-

নারায়ণ নদের তীর ভগ্ন আরম্ভ হয়, তখন অনেক ব্যক্তি ভগ্নতীর হইতে ক্ষুদ্র২ স্বর্ণ, তাম্রখণ্ড, এমন কি এক জন একটুকু ক্ষুদ্র হীরকও পাইয়াছিল, এবং বহুসংখ্যক কূপ, সুদীর্ঘ মনুষ্য-কঙ্কাল, ক্ষুদ্র২ কড়ি, ২।১টী ইষ্টক রচিত ঘাটও দৃষ্ট হইয়াছিল। নদের জলসীমা হইতে তীর প্রায় ১০ হাত উচ্চ। অত্রত্য অধিবাসীরা বলেন, "এখানে ৭৫০ ঘর বণিকের বসতি ছিল। বস্তুতঃ এই পরিচয় সম্পূর্ণ সমূলক বোধ হয়। কারণ ভগ্ন খোলাকুচী অপরিমেয় রূপে সর্ব্বত্রে ভূম্যাদি খাত হইলে দৃষ্ট হয়, এবং পুষ্করিণী আদি খনন করিলে কূপ ২।৩ বা তদধিক, এবং একপ্রকার ক্ষুদ্র কড়ি (ঘেঁচিকড়ি) পাওয়া যায়। এতদ্দারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, এই স্থান পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী বণিকবৃন্দ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, সন্দেহ নাই। এখানে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ পরিজন বর্গের ব্যবহারার্থ একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করাইতে, প্রায় ১০।১২ হাত নীচে একটী পক্কছাদ দৃষ্ট হইয়াছিল। সময়ের ভুরোদর কবলে সমুদায় কবলিত হইয়াছে। এখন ভগ্নচিহ্নাবলী প্রাপ্তি আয়াস-সাধ্য হইয়াছে। বাণিজ্য বিধায়িনী সুবিধা এখানে বহুল পরিমাণে ছিল, এখনও নিতান্ত ন্যূন নয়। রূপনারায়ণ নদ চিরকাল নিজ স্রোত বিস্তার করিয়া বাণিজ্যস্রোত অপ্রতিহত রাখিয়াছে, বলিতে হইবেক। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্যই প্রধান। অন্যান্য রবিশস্যও হইয়া থাকে। অন্তর্ব্বাণিজ্যই এ অঞ্চলে অধিক, বহির্ব্বাণিজ্যের কথাই নাই। লেখা পড়ারও তাদৃশ আলোচনা নাই। তবে অধুনা লোকমণ্ডলীর রুচি, বিদ্যাশিক্ষার দিকে ধাবিত হইতেছে, বিগত ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সল্ট এজেণ্ট হ্যামিণ্টন মহোদয় স্বীয় স্বাভাবিক মহোদার্য্য গুণের বশবর্ত্তী হইয়া একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এক্ষণে উহা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও গ্রামিকদিগের নিমিত্ত নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল বিদ্যালয়ের ফল নিতান্ত অপ্রীতিকর নয়। একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে, এতদ্দেশীয়েরা ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছুক নয়, তজ্জন্য চিকিৎসালয়ের প্রতি এতদ্দেশীয়দিগের তাদৃশী আস্থা নাই। এ অঞ্চলীয় লোক অতিশয় ব্যবহারপ্রিয়, বিচারালয় ইহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বোধ হয়। এখানে গবর্ণমেণ্টের 'লবণবাণিজ্য' যারপর নাই উন্নত ছিল। এমন কি কলিতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশীয়েরা এখানকার লবণ ব্যবসায়ের প্রধান২ পদ প্রাপ্তি দ্বারা বিশেষ ধনলাভ করিয়া গিয়াছেন। এই বাণিজ্যে অনেক টাকা খাটিত, তজ্জন্য বহুলোক তদ্দারা প্রতিপালিত হইত। এতদঞ্চলবাসী কৃষক ও গ্রামিক শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এই ব্যবসার দ্বারা অনল্প পরিমাণে উপকৃত হইত, কিন্তু লিবরপুর লবণের প্রসাদে এক্ষণে ইহাদিগের কষ্টের বৃদ্ধিবই ন্যূনতা নাই। জমীদারির প্রান্তস্থিত অনেক জমী (জালপাই) এই ব্যবসায়ের নিমিত্ত অনাকৃষ্ট অবস্থায় ছিল, ইদানী তাহা গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করায় কৃষ্ট হইয়া উর্ব্বরা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ওয়াটসন্ কোম্পানি পরিত্যক্ত লবণ ব্যবসায়ের অধ্যক্ষের (এজেণ্ট) অট্টালিকাদি ক্রয় করিয়া লইয়া রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। এ অঞ্চলে রেশমের ব্যবসায় সুন্দররূপে হইয়া থাকে, এমন গ্রাম নাই, যাহাতে এই ব্যবসায়ী লোক দৃষ্ট না হয়। জলবায়ু পূর্ব্বে মন্দ ছিল, এখন অপেক্ষাকৃত উত্তম হইয়াছে। বোধ হয় লবণ ব্যবসায়ের দ্বারা বায়ু ও জল বিদূষিত হইত। সেই ব্যবসায় তিরোহিত হওয়ায় জল বায়ুর হীনাবস্থা অবস্থান্তরিত

হইয়াছে। অনুমান হয়, এইরূপে দেশবিশেষের অবস্থা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন দ্বারা উত্তম হইয়া থাকে। এই স্থানের দশ ক্রোশ দক্ষিণে ভীষণ অকূল পার বঙ্গীয় উপসাগরের মুখ। মধ্যে২ সামুদ্রিক প্লাবন এ অঞ্চলবাসীদিগকে বিলক্ষণ কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। এমন কি বিগত ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বহুলোককে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল।

চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই এ অঞ্চলে অনেক লোক গ্রহণ করিয়া থাকে, সাকল্যে চৈতন্যভক্তই এ অঞ্চলে অধিক। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে বর্গভীমার অধিকারীরা, চতুষ্পাটীর অধ্যক্ষেরা ও রক্ষিতেরাই বিশেষ সম্ভ্রান্ত। রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহারাদি মধ্যবিধ। এতদঞ্চলীয়েরা কৃষিকার্য্য দ্বারাই বাহুল্যরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ভূমির রাজস্বও অধিক নয়; বোধ হয় সময়ে অধিক হইবে। কারণ ভৌমিক উর্ব্বরত্ব ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। সামুদ্রিক প্লাবননিবন্ধন যে পলি ভূমির উপরি পতিত হয়, তাহাই উর্ব্বরত্বের নিদান বলিতে হইবেক! ঈশ্বরেচ্ছায় মন্দ হইতেও শুভফল সাধিত্ হয়। যে প্লাবন হইতে মনুষ্যের অধিক পরিমাণে অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহাতেই আবার তাহাদিগের ভাবী উন্নতি বীজ সংরোপিত থাকে। প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিখিত হইল, তাহা বাহুল্যরূপে এই নগরের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। অন্য একটী বিবরণ এস্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না;—অত্রত্য রজকেরা উৎকৃষ্ট রূপে বস্ত্র ধৌত করে, এই উৎকৃষ্টতার এই কারণ নির্দ্দেশ করে যে, "নিতাই ধোপানী" নাম্নী এক বিখ্যাত রজকী এস্থানে পূর্ব্বে বস্ত্রাদি ধৌত করিত। তাহার একটী প্রস্তরময় 'পাট' আছে। অদ্যাপিও ঐ পাট শ্রদ্ধার সহিত স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সময়ে২ ঐ পাটের পূজাদি হইয়া থাকে। ঐ প্রস্তরময় পাটটী অনুত্তম প্রস্তর নির্ম্মিত নয়, বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান নগরস্থ বিপনি সমূহ একটী প্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত আছে। কিন্তু নগরীটী পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। ইহার উত্তর সীমা পায়রা টুঙ্গীর খাল, পূর্ব্বসীমা রূপনারায়ণ নদ, দক্ষিণ সীমা শঙ্কর আড়ার খাল ও পশ্চিমসীমা গড়মরিচা। এই চতুঃসীমার মধ্যে কোন দেবী প্রতিমা স্বতন্ত্র রূপে পূজিত হইবে না। যাঁহার কোন দেবী পূজা দিতে ইচ্ছা হয়, তিনি বর্গভীমার নিকটেই দিয়া থাকেন। এই স্থানটীর বসতি মধ্যে বিরল ও মধ্যে ঘন। অত্রস্থ আধুনিক রাজবংশ মধ্যে মৃত রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তৎপরে তদ্বংশের উন্নতি ভ্রষ্টরাজলক্ষ্মীর সহিত বিচলিত হইয়াছে। এই নগরের ৬ ক্রোশ দূরস্থ অগ্নিকোণে প্রসিদ্ধ মহিষাদলের রাজা বাহাদুরের দুর্গ। এই নৃপেশ্বর বহুদিনাবধি অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ মহিষাদলাধিপের সুবিস্তীর্ণ রথ অনেক স্থানে শ্লাঘনীয় রূপে বিদিত আছে, সন্দেহ নাই। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই রাজসংসার হইতে প্রতিপালনোপযুক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইত। বর্ত্তমান নরপতি স্বরাজ্যের উন্নতিসাধন কল্পে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্বব্যয়ে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে এ অঞ্চলের শিক্ষাকার্য্যের ও প্রজাসকলের রোগ নিবারণের বিশেষ সদুপায় করা হইয়াছে।

তমোলুক নগর মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় অষ্টাদশ ক্রোশ দূরস্থিত। এস্থান হইতে মেদিনীপুর ক্রমশঃই উচ্চ, আবার এই নগরের দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী স্থান সকল হইতে এই স্থান অনেক উচ্চ। মধ্যে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম পার্শ্বে (অর্থাৎ যে

পার্শ্বে এই নগর সংস্থাপিত সেই পার্শ্বে) ভয়ানক ভাঙ্গন আরম্ভ হয়, এমন কি ২।১টী স্থায়ী অট্টালিকা ঐ ভাঙ্গনে নদের বেগশালী প্রবাহের উদরসাৎ হয়। কিন্তু বর্গভীমার মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ভাঙ্গন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। এইজন্য লোকে অনেক অলৌকিক কথা ব্যক্ত করে। বস্তুতঃ তৎ-সমুদায় সুশিক্ষিত তত্বান্বেষীর নিকট অবশ্যই হেয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিরা অলৌকিক প্রাকৃতিক ঘটনার মূলতাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ হইয়াই নানাবিধ জল্পনা মাত্র করিয়া থাকে। অনুমিত হয়, বর্গভীমার মন্দির যে সুদৃঢ় উচ্চবেদি তুল্য স্থানের উপরি নির্ম্মিত, উহা নিতান্ত দৃঢ়তাযুক্ত হওয়ায় প্রবাহ কিছু করিতে পারে নাই। প্রাচীন বহু বৃক্ষাদিও ছিল; কিন্তু বিগত ভয়াবহ ঝটিকার হস্ত হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। অন্য প্রধান উল্লেখ্য বিষয় প্রায় দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাটী ছিল; তাহাতে ভূরি পরিমাণে নানাবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইত। অনেক ব্যক্তি তাহা হইতে উপকৃত হইয়াছেন। ইহার স্থাপয়িতা বিখ্যাতনামা মৃত পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন মহাশয়। ইনি বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ ও মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। অধুনা চতুষ্পাটী নানা কারণে অবনতি প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত করিয়াছে। ফলতঃ তমোলুক যে একটী বহু প্রাচীন নগর, তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে এই স্থানের নামোল্লেখানুসারে বোধ হয়, তাম্রলিপ্তেশ্বর কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে অন্যতরের সমর সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে সামান্যাবস্থ রাজা ছিলেন, এমন বোধ হয় না। তাঁহার বলাদি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, এবং তদানীন্তন রাজকুল মধ্যে সংখ্যেয় নৃপতি ছিলেন, সন্দেহাভাব। নতুবা কুরুক্ষেত্রাহবের সহায়তা করা সামান্য ব্যক্তির কার্য্য নহে। আর এই স্থান নগর বলিয়া গণ্য ছিল, ইহাও সপ্রমাণ বোধ হয়। কারণ বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধার উপায় সমূহও সহজ ছিল, তাহাতে কোন পরাক্রান্ত রাজার রাজধানী থাকিলে বণিক-বৃত্তির পক্ষে কত দূর অনুকূল হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। বঙ্গদেশের মধ্যে মহাভারতে কেবল তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ আছে। অন্য কোন রাজার বা রাজধানীর নামোল্লেখ নাই, ইহাতে সমস্ত বঙ্গদেশের তুলনায় এই স্থান যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা কেবল মহাভারতের দ্বারাই সম্যক্‌রূপে দৃঢ়ীভূত হইতেছে। সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে অন্য কোন সন্দেহ করিবার আবশ্যক বিরহ। একমাত্র মহাভারতের উক্তিতে ইহা সপ্রমাণ হইল। আর সংস্কৃত 'তাম্রলিপ্ত' শব্দের অপভ্রংশেই 'তমোলুক' হইয়াছে বলিতে হইবেক। বঙ্গরাজ্য মধ্যে অন্য কোন স্থানের নাম 'তাম্রলিপ্ত' বা 'তমোলুক' নাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

প্রাচীন কীর্ত্তি সকলই স্থান বিষয়ের পূর্ব্ব প্রসিদ্ধির যতদূর অনুকূল প্রমাণ, এমন আর কিছুই নয়। তবে অনন্তকাল মধ্যে নানাবিধ নৈসর্গিক ঘটনা দ্বারা কীর্ত্তি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বহর কালও সুদক্ষ শিল্পীদিগের শিল্প-কার্য্যের অল্পই ব্যাঘাত করিয়া থাকে। যেমন ইজিপ্টের পিরামিড্ সকল। উপসংহার কালে বক্তব্য এই, ইতিহাস লেখা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। অনেক ইতিহাস পাঠ করিয়া সুন্দররূপে তাৎপর্য্য হৃদগত করিতে হয়। অনেক প্রধান২ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বোধ হয় আমার তুল্য অল্পজ্ঞান ব্যক্তি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং প্রক্রান্ত বিষয়ে কতদূর সাধীয়সী সিদ্ধি হইয়াছে, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন ইতি।

এই প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিতের প্রবর্ত্তনায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন। আমরা প্রণেতার অভিপ্রায়ানুসারে প্রকাশ করিলাম।

হর কোপানলে কাম ভস্ম হইলে রতির বিলাপ।

ওহে শম্ভো শিবপ্রদ শশাঙ্ক শেখর !
শুভঙ্কর, এ পবিত্র নাম কি মানসে
এখন ধরিতে চাহ ? আদিত্য ভৈরব !
বিনম্র বদনা ব্রীড়া দেবী কি তোমার
নিকটে না আসে ত্রাসে ? হায় দেবেশ্বর !
বিমলা বিরহে হয়ে চৈতন্য বিহীন,
যে কর্ম্ম করিলে, তাহা দেবে, কি মানবে,
শুনিলে সভয়ে কর্ণ করে অবরোধে !
হায় যোগী কুলারাধ্য ! কলুষ সাগরে
পড়িলে আপন দোষে, কুরঙ্গ যে মতি,
জড়িত হইয়া পড়ে মৃগায়ুর পাশে।
ওরে বৈশ্বানর তোর পাষাণ হৃদয়ে,
নাহি কি দয়ার ছায়া ? বল কি প্রকারে
নাশিলি সে জগজন মোহন মুরতি,
হেরে যার কমনীয় কান্তি চমৎকার,
ভুলিত কিন্নরী কন্যা প্রেমে মুগ্ধ হয়ে,
সুধাকর দেখি ক্ষিপ্ত চকোরিণী যথা !
হায় সর্ব্বভূক! তুই পোড়ালি সে ভুজ,
যাহে বদ্ধ হয়ে রতি, সতত সরসে,
পরিতৃপ্ত হত ওরে প্রেম মধু পানে,
সুধা পানে তোষে ক্ষুধা অমরে যেমতি !
কোথা সে প্রণয় পতি পুষ্প ধনুধর
সম্মোহন ! কুসুম মালায় পূর্ণ তনু—
যে জনার খরতর পঞ্চ শরাঘাতে,
দেবদলে কম্পবান ক্ষণ মাত্র করে,
যথা পবনের বেগ, ঘূর্ণমান গতি,
চালয়ে পল্লব দলে নিদাঘ সময়ে !
হায় রে যোগীশ যোগে সাধনের ধন,
হর কোপানলে ভস্ম—বিধির বিপাকে !
কোথা সে কমল কলি ? ভৃঙ্গ প্রয়াশিত,
অতুল্য লাবণ্য ময়, প্রাণ সখা যার,
প্রণয় পীযুষ পানে অজেয় অমর,
পেয়েছে পরম স্থান দেবের দুর্লভ ;
আর যারে মন সুখে আধার করিয়া,
অনাদি অনন্ত রূপে আছেন বিধাতা।
হায় অক্ষিজ অনল ! দেখাইয়া দেহ
আমি যাইয়া তথায় দুষিব বিধিরে,
দোষ দেখাইয়া আজি বিধিমতে;
জিজ্ঞাসিব তাঁরে, এ বা কেমন পদ্ধতি
মগ্ন করা দুখার্ণবে অবলা রমণী
পরম প্রণয়াস্পদ প্রাণনাথ বধি ?
ভীষণ-শমন রাহু ! বল কোন দোষে
গ্রাসিলি প্রণয় সুধাকর সখাশশী ?
হায় ! না ছিল এ মনে, নাথ হারা হয়ে
কাঁদিবে এ ভাবে রতি, পক্ষিণী যে মতি
দাবানল মধ্যে পড়ি ধড় ফড় করে,
বিচ্ছেদ অনল তাপে তাপিত হইয়া !
হায় রে যে মধুময় রতি কাম নাম,
এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত পুষ্প যুগসম,
বিরাজিত জগমাঝে, যুগল রূপেতে,
আজি তাহা বিয়োজিত শঙ্করের কোপে !
অশনি প্রহারে নাশি ফুল্ল কোকনদে
কি পৌরষ পেলে দেব দেবের মণ্ডলে ?

জাহ্নবী।

ক্ষম অপরাধ ওলো সুভগে জাহ্নবী!
গাইব গরিমা তব আমি হিন কবি॥
জানেনা জাহ্নবী তব প্রকৃতি তাহারা,
সামান্যা বলিয়া তোমা ভাবে লো যাহারা।
ভাবে তারা গঙ্গে তব সলিল নির্ব্বল,
মৃদু মন্দ স্রোতে পার হয়ে নানাস্থল,
চতুর্দ্দিকে উৎপাদিকা শক্তি দান করি
পড়ে মাত্র সাগরে সামান্য ভাব ধরি।
ভাবে তারা তব অঙ্গে স্বভাবের শোভা,
না হয় কখন কবিকুল মনোলোভা।
কিন্তু হেন ভাব তার ভাবেনাক মন
কিছু মাত্র তোমার যে করে দরশন।
প্রশস্ত সাগর সম তব স্রোত বহে,
ভুতলে কাহার সাধ্য তব বেগ সহে।
হিমালয় শিরস্থ তুষার নিরচয়,
তোমার সলিলে আসি সম্মিলিত হয়।
বরষার বারিচয় প্রবল তরঙ্গে,
নানা স্থান হতে আসি মিলে তব অঙ্গে।
তরঙ্গিনী তবতীর দেখিতে আশ্চর্য্য,
পদে পদে নব নব স্বভাব সৌন্দর্য্য।
শস্য পূর্ণতল ভূমি দেখিতে সুন্দর,
মরু ভূমি শস্য হীন সুক্ষ্ম উচ্চতর,
মহাভয়ঙ্কর তুঙ্গগিরী শৃঙ্গচয়,
অপ্রশস্ত উপত্যকা অন্ধকারময়,
মরু সৈকতিনী স্থান ধবল আকার,
লতা গুল্মে পূর্ণ ঢিপি অতি চমৎকার,
কুসুম পাদপে সুসজ্জিত চারুস্থল,
মনোহর উপবন পরম বিরল,
দীর্ঘতরু রাজীযুক্ত ভীষণ দর্শন,
হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ সুনির্বিড় বন,
ইত্যাদি করিয়া প্রকৃতির শোভা যত,
আছে গঙ্গে তব পৃষ্ঠে কে বর্ণিবে কত?
দেবাত্মা যে হিমালয় রত্নের প্রভব,
তাহাতে তটিনী তব হইল উদ্ভব।
গোমতী ঘর্ঘরা যোণ কৌশিকী যমুনা,
প্রধানা সঙ্গিণী গঙ্গে তব পঞ্চ জনা!
তাহাদের লয়ে সঙ্গে নবঘনাগমে,
যে তরঙ্গে রঙ্গে যাও সাগর সঙ্গমে;
আছে কি কোথাও হেন কবি এক জন,
যে পারে করিতে তার স্বরূপ বর্ণন?

জটেবুড়ী।

এ স্থলে যে জলচর প্রাণীটীর মুর্ত্তি অঙ্কিত হইল তাহাকে ইংরাজীতে কটল্ মৎস বলে, কিন্তু তাহার আকার ও লক্ষণাদি পাঠে পিতামহীর প্রমুখাৎ শ্রুত জটেবুড়ির গল্প স্মরণ হইবাতে আমরা তাহার নাম জটেবুড়ি লিখিলাম। এই মৎসের দেহের নিম্নভাগ একটী মাংসময় গোল থলিয়ার ন্যায়,এবং তাহার উপরে বা ভিতরে কোন রূপ কঠিন খোলা বা হাড় নাই। ঐ দেহ-নিম্নভাগের সহিত ইহার হস্ত সকল যেরূপে সংলগ্ন তাহা চিত্রদর্শনেই পাঠকগণের অনুভব হইবে। এই মৎসের দেহ-নিম্নভাগ এবং হস্ত সকলের সংযোগ স্থলের দুই পার্শ্বে দুইটী উজ্জল চক্ষু আছে

এবং হস্ত সমস্তের মধ্যস্থলে যে একটী মুখ থাকে তাহা শুক চঞ্চুর ন্যায় চঞ্চুবিশিষ্ট। আর দেহের সহিত হস্ত সংযোগ স্থলের মধ্যভাগে একটী ছিদ্র আছে যদ্দ্বারা মলমূত্রাদি পরিত্যক্ত হয় এবং ঐ ছিদ্রের দ্বারা কটল্ মৎস ইচ্ছামত দেহাভ্যন্তর হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া নিজ দেহকে শত্রু বা আহারীয় জীবাদির দৃষ্টি হইতে কালিমায় লুক্কাইত করে। ইহার আটটী সূক্ষ্মাগ্রে পরিণত হস্ত হয় ও ঐ হস্ত সকলে দুই সার করিয়া শোশক ছিদ্র থাকে। ইহা আহারীয় জীবাদির দেহে এরূপ সবলে ও দৃঢ়তার সহিত হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরে যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়। ইহার দেহের পরিমাণের সীমা সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত, কেহ২ বলেন যে ইহারা এত বৃহদ্কায় হয় যে অর্ণবপোতকে হস্ত দ্বারা উৎ-ত্তোলনপূর্ব্বক অনায়াসে জলমগ্ন করিতে পারে, কিন্তু অপরে এবম্প্রকার বাক্যকে অমূলক জ্ঞান করেন এবং এই মাত্র স্বীকার করেন যে ইহাদের বড়গুলি মনুষ্যকে ধরিয়া জলমধ্যে টানিয়া ডুবাইতে পারে। এ দেশে যে জটেবুড়ির কথা প্রচলিত আছে তাহা এই কটল্ মৎসের সম্বন্ধীয় তাহার কোন সন্দেহ নাই, কেন না ভারতীয় সমুদ্রাদিতে এই মৎস সর্ব্বদা প্রাপ্য। যে স্থলে জটেবুড়ির গল্প সেই স্থলেই পাঠকগণ শুনিবেন যে কোন ব্যক্তি স্নানাদির জন্য জলে নামিলে তাহার পদে জটে-বুড়ী সূক্ষ্ম শৃঙ্খল লাগাইয়া টানিতে আরম্ভ করিবে ও কেহ ধৃত ব্যক্তির সাহায্যে উপস্থিত না হইলে তাহাকে জলমধ্যে টানিয়া লইবে, আর যদি দশ জন ঐ ব্যক্তির সাহায্যার্থ আসিয়া পড়ে তবে তাহারা ধরিয়া টানাটানি করিয়া ক্রমশ যত স্থলের উপর তাহাকে তুলিবে ততই জটেবুড়ির শৃঙ্খল বাড়িবে ও স্থূল হইবে এবং কুড়ুল বা অন্য অস্ত্রের দ্বারা সেই শৃঙ্খল কর্ত্তন না করিলে ধৃতব্যক্তি নিষ্কৃতি পাইবে না। কটল্ মৎসের সূক্ষ্মাগ্রে পরিণত সুদীর্ঘ হস্ত সকলের একটীর অগ্রভাগ পায়ে জড়ায়, উপরে টানাতে স্থূলভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হওয়া ও তাহার কর্ত্তনে মুক্তি লাভ, জটেবুড়ির কথার সহিত কত ঐক্য হয় ও ঐ মৎসকে জটেবুড়ি বলা হইতে পারে কি না তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন। এই মৎস যে কৃষ্ণবর্ণ জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া আত্মদেহ লুক্কায়িত করে সেই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ইহার দেহের ভিতর একটী আধার মধ্যে থাকে এবং ইচ্ছামত তথা হইতে বাহির করিতে পারে। ঐ কাল পদার্থ লইয়া সিসির ভিতর রাখিলে জমিয়া যায় ও তাহা জলে গুলিলে উত্তম মসী জন্মায়। চীন দেশীয় যে কাল রঙ্গ, চিত্রকারেরা অতি আদরে ক্রয় করেন তাহাতে কটল্ মৎসের উক্ত কালি অনেকাংশে থাকে। এই জলচর জীবের সন্তরণ শক্তি প্রখরতরা নহে, কিন্তু আত্মদেহ আবশ্যক মত স্ফীত ও কুঞ্চিত করিবার ক্ষমতা থাকাতে কৌশল ক্রমে ইহারা জলে সন্তরণ দিয়া আহারাদি সংগ্রহ ও শত্রু হইতে পলায়ন করিতে পারে। এই মৎস ধরিয়া সামান্যাবস্থার অনেক লোকে খায় এবং ইহার মাংসের কাঠিন্য ন্যূন করণার্থ মুদ্গর দ্বারা পিটিয়া, অথবা কাতান দ্বারা খুরিয়া রন্ধন করা হয়, তথাচ সেই মাংসের স্বাদুতা বিশেষ অধিক হয় না। এই জাতী মৎস বহু প্রকারের হয় তন্মধ্যে দুই এক জাতীয়ের পৃষ্ঠভাগে শৃঙ্গের ন্যায় অথবা কঠিন উপাস্থির ন্যায় পদার্থের পঞ্জরাদি থাকে এবং ঐ পদার্থ কটল্ মৎসের হাড় নামে লোক সমাজে কথিত হয়। পূর্ব্বে তাহা চিকিৎসকদিগের দ্বারা ঔষধে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে ইউ-রোপিয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারা গ্রন্থাদি হইতে কালীর দাগ তুলিবার জন্যই ব্যবহার করা হয়।

উলকী।

উলকী সময় বিশেষে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল ও অদ্যাবধি অনেক দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল দেশে সভ্যতা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তৎসমস্তের প্রধান নগরাদিতে উলকীর প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ সকল দেশেও গ্রাম্য পরিশ্রমজীবী লোক সকলের মধ্যে এখনও তাহা চলিত আছে। এই উলকীর উৎপত্তির কারণ সম্ভবিত কি হইতে পারে তাহা আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

মনুষ্য যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল তৎকালে শিল্পবিদ্যা বর্ত্তমান কালের মত পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হয় নাই। তখন লোক ফলমূল আহার করিত; লতা, পত্র, শাখাদি দ্বারা নির্ম্মিত কুটিরে বাস করিত, বল্‌কল পশুচর্ম্ম প্রভৃতিতেই বসনের কার্য্য সম্পন্ন করিত এবং তাহাদিগের অন্যান্য প্রয়োজন সমস্তও ইত্যাদি প্রকারে লব্ধ দ্রব্যেই পূরণ হইত। এই অবস্থায় লোক যতক্ষণ আহারাদির দ্রব্য সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিত ততক্ষণ তাহাদিগের মনও তৎকার্য্যে লিপ্ত থাকিত ও তৎকালে সময় অতিবাহিত করাও তাহাদিগের পক্ষে ক্লেশকর হইত না। কিন্তু অশন বসনাদির অভাব পূরণ হইলে পর অবশিষ্ট সময় তাহাদিগের স্কন্ধে ভার স্বরূপ হইত সুতরাং সেই সময়ে কোনরূপ না কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য লোক ইতস্ততঃ ভ্রমণ, নানা বস্তু দর্শন ও ক্রীড়াদি করিতে বাধ্য হইত। ক্রীড়াকালে নানা লোক নানা কার্য্যের দ্বারা চিত্তবিনোদন ও সময়াতিপাত করিত এবং সেই ক্রীড়া হইতেই শিল্পবিদ্যার উদ্ভব হয়। অবকাশ কালে চিত্তরঞ্জনার্থ কেহ২ পুষ্পচয়ন করিয়া তদ্দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিত এবং তদ্দর্শনে অপরেও ঐরূপ ভূষণাদি নির্ম্মাণ ও পরিধান করিলে ক্রমশঃ সকলেই তাহা শোভা সম্পাদক বোধে ব্যবহারারম্ভ করিয়াছিল। এইরূপে যে পুষ্প, ফল, মঞ্জরী, পক্ষীর পালক প্রভৃতি দ্রব্যের ভূষণাদির নির্ম্মাণ ও চন্দন ও গৈরিক পত্র-রচনাদির আরম্ভ হয় তাহার সন্দেহ নাই। অদ্যাবধি আরণ্য ও অসভ্য জাতীয়েরা উক্তরূপ ভূষণাদি বহু আদরে পরে ও তাহারই শোভায় মোহিত হয়। পরে পুষ্পমণ্ডনাদি অল্প কালে নষ্ট হয় দেখিয়াই অন্যরূপ মণ্ডন নির্ম্মাণের উপায় উদ্ভাবনে লোকের যত্ন হইল এবং সেই যত্নেই উলকীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সভ্যতার উন্নতির সহিত উলকীর ক্রমশঃ লোপ ও তাহার স্থানে মণিরত্নাদি নির্ম্মিত অলঙ্কারাদির ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তদনুসারে অসভ্য দেশ সকলেই উহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

আমাদিগের দেশে উলকী প্রচলিত এবং

যদিও এক্ষণে রাজপাট কলিকাতার নব্যা কামিনীগণের দেহে তাহা দেখা যায় না তথাপি পল্লিগ্রামের অনেকে উলকী পরেন। এইরূপ ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালী প্রভৃতি সকল দেশেই প্রধান নগরাদিতে ইহার ব্যবহার নাই কিন্তু এখনও গ্রাম্য লোকেরা সর্ব্বদা ও যথেষ্ট পরিমাণে পরেন। কোন ইউরোপীয় পোতবাহক বা সামান্য সৈনিকের হস্তাদি দেখিলেই একথার যথার্থতা বুঝা যায়। আমাদিগের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকেদের (বিশেষতঃ সামান্যাবস্থার) কামিনীগণের বাহু, বক্ষস্থল, ললাট, চিবুকাদি স্থলে নানারূপ উলকীর পত্র-লেখা দেখা যায়। ঐ সকল পত্র-লেখ করণার্থ বাল্যকালে দেহের ইচ্ছিত স্থানে ও ইচ্ছিতরূপে কেস্থরপত্রের রসের সহিত অন্যান্য বস্তু মিলাইয়া এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রস প্রস্তুত করিয়া তাহা সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রবেশ করান হয়। প্রথমত কিছু বেদনা ও যন্ত্রণা হয় পরে যখন দেহ পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন ঐ সকল বিদ্ধ স্থানে কৃষ্ণবর্ণের পত্র-লেখা সকল উত্তমরূপে প্রস্ফুটিত দেখা যায়। দক্ষিণ সাগরস্থ দ্বীপাবলীতে উলকীর প্রথা বহু প্রচলিত ও তথায় অস্থি নির্ম্মিত সূচিকা দ্বারা দেহে ছিদ্র করিয়া এক প্রকার বাদামনির্য্যাসের মষি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ সকলে উলকী এত অধিক প্রচলিত যে তথায় উলকী পরান একটী ব্যবসায় হইয়াছে। যাহাদিগের উলকীপরিতে ইচ্ছা হয় তাহারা তৎকার্য্যের ব্যবসায়ীকে ডাকাইয়া অভিপ্রায় মত তাহা পরে। কিন্তু অধিক পত্রলেখা করা সকলের ঘটে না, যেহেতু উলকীদাতাগণ শ্রমানুযাইক পুরস্কার লয় সুতরাং যথেষ্ট বৈভব না থাকিলে সর্ব্বাঙ্গে পত্রলেখা করা অসাধ্য। এই জন্য প্রধান বা দলপতিগণ সর্ব্বশরীরে উলকী করিয়া তৎকারককে উত্তম মাদুর ও অন্যান্য দ্রব্য পুরস্কার দেন। আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ এস্থলে যে উলকীদ্বারা পরিশোভিত সর্ব্বাঙ্গ-পুরুষের চিত্রটী দিলাম তাহা দক্ষিণ সাগরস্থ কোন দ্বীপবাসী দলপতির প্রতিমূর্ত্তি। ইহা দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে প্রাগুক্ত দ্বীপাবলীতে উলকী কি পরিমাণে প্রচলিত।

মনুষ্য নেকড়িয়া।

পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে সুবিখ্যাত রোমান প্রজা-প্রভুত্বের স্থাপয়িতা রমুলস ও রিমস নামক দুই ভ্রাতাকে নেকড়িয়া ব্যাঘ্রে স্তন্যদুগ্ধ দানে কিছুদিন পালন করিয়াছিল। আরো দুইএকটী মনুষ্য সন্তানের ব্যাঘ্রের দ্বারা পালিত হওনের কথা জানা আছে কিন্তু তৎসমস্তকে অনেকে গল্প জ্ঞান করেন। সম্প্রতি একটী ব্যাপার যাহা আমাদিগের অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপন করিয়াছে তাহা লিখিতেছি। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের" উদ্ধৃত ইউরোপায় সংবাদাবলীর মধ্যে সেফিণ্ডের "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত রেভরণ্ড জোসেফ বইড সাহেবের মনুষ্য নেকড়িয়ার বিষয়ক যে পত্রখানি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এস্থলে অনুবাদিত হইল।

"দুই একদিন হইল কলিকাতার লণ্ডন মিসনরী সভার অন্তর্গত রেভরণ্ড জন্সন সাহেবের বন্ধুগণ তাঁহার নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হয়েন তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্ন লিখিত অদ্ভুত ঘটনার কথাটি লিখিত ছিল। জন্সন সাহেবের বাটী মেরামত (পুনঃসংস্কার) আরম্ভ হইবাতে তিনি তথা হইতে পল্লিগ্রামের কোন দূরস্থানে ভ্রমণে যান এবং তথায় নেকড়িয়া মৃগয়ার্থ সজ্জিত কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হই-

বাতে তিনিও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন। নেকড়িয়াগণের গর্ত্তের সমীপে উপনীত হইয়া একটী অগ্নি জ্বালিবাতে ব্যাঘ্রসকল আবাস হইতে বহির্গত হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে একটী এরূপ অদ্ভুত পশু বহির্গত হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে মৃগয়াকারীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্যাঘ্রসকল অতি সত্বরে পলায়ন করিল কিন্তু ঐ অদৃশ্যপূর্ব্ব পশুটী তাহাদিগের সহিত দৌড়নে অসমর্থ হইয়া যদিও কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পড়িল তথাপি এত দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল যে অতি সত্বরগামী পদাতিকেরও তাহার সহিত দ্রুতগমনে সমকক্ষ হওয়া দুসাধ্য ছিল। পরে ঐ পশুটীর আকৃতি সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া শীকারিরা উহাকে যত্নপূর্ব্বক সজীব ধরিয়া যখন দেখিল যে উহা একটী মনুষ্য তখন সকলেই অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। ঐ পশু-দশাগ্রস্থ মনুষ্যের সরলভাবে পদে ভরদিয়া দাড়াইবার, হস্তের ব্যবহার করিবার অথবা কথা কহিবার শক্তি ছিল না। যাঁহারা উহাকে ধরিয়াছিলেন তাঁহারা বিবেচনা করেন যে অতি শৈশবাবস্থায় ব্যাঘ্রালয়ে নীত ও তথায় বৎস্যবৎ প্রতিপালিত হইবাতে উহা পশুত্ব পাইয়াছিল। শীকারিরা উহাকে লইয়া এক অনাথ নিবাসে রাখেন, এবং যৎকালে জন্সন সাহেব স্বদেশে তৎসম্বন্ধে পত্র লিখেন, তৎকালে উহা হস্ত ব্যবহার করিতে ও সরলভাবে দাঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু অন্য আহার অপেক্ষা অপক্ক মাংসাহার ভাল বাসিত।”

এই পত্র যদবধি প্রকাশিত হইয়াছে তদবধি আমরা ঐ নরপশুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছি এবং উহাকে দেখিলে তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য সমস্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিব না।

জিয়র্জ ওয়াসিংটনের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংস্থাপক সুবিখ্যাত জিয়র্জ ওয়াসিংটন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া দেশের ফেয়ারফাক্সাখ্য অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং ফেয়ারফাক্স অঞ্চলে তাঁহার বহুপরিমাণে ভূমি সম্পত্তি ছিল। ওয়াসিংটন এক জন শিক্ষক দ্বারা স্বালয়েই শিক্ষিত হয়েন এবং অঙ্ক ও যন্ত্রবিজ্ঞানালোচনায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সেনাধ্যক্ষ ডিন উইডি তাঁহাকে প্রথম প্রকাশ্য পদে নিযুক্ত করিয়া ফরাসির আমেরিকার সহিত নিবদ্ধ সন্ধির বিপরীতে কার্য্য করা জন্য অনুযোগ করিতে ওহিয়োস্থ ফরাসিস সেনাপতির নিকট প্রেরণ করেন। তৎপরে তিনি আদিম প্রতিবাসীগণের সহিত মৈত্রতার সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। যে বিপদাকর যুদ্ধযাত্রায় সেনাপতি ব্রাডক ওহিয়োনদে ফরাসিসদিগের বিপক্ষে সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হয়েন তাহাতে ওয়াসিংটন সহকারী ছিলেন এবং সেনাপতি আহত হইবাতে তিনিই অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত যথেষ্ট যুদ্ধকৌশলে পশ্চাদ্ধাবমান শত্রু হইতে নিষ্কৃতি লাভান্তে কর্নেল ডনবারের সেনার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই কার্য্য দ্বারা তাঁহার সংগ্রাম-নৈপুণ্য লোক সমাজে বিশেষ জানিত হইল কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি কর্নেল উপাধি পাইলে সৈন্যসম্বন্ধীয় পদ ত্যাগ করিয়া নিজ প্রিয় বসতি স্থান মাউণ্ট ভারননে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কৃষীকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এই অবস্থায় কিছু দিন অবস্থানের পর তিনি

জাতীয় শাসক সভায় ফ্রেডারিক অঞ্চলের সভ্য-রূপে গ্রহীত হয়েন এবং তৎপরে ফেয়ারফাক্স অঞ্চলের সভ্যতা তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। রাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ ব্রিটিস গবর্ণ-মেণ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হওনার্থ আমে-রিকানগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, ওয়াসিংটনকে সকলে যোগ্যতম বোধে গ্রাম্য সেনা সকলের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই রূপে সেনাপতি হইয়া তিনি তাঁহার মানসিক মহা শক্তি সমস্তই তাঁহার চিরপ্রিয় অভিলাষ সাধনার্থ সম্যক রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি-মত্তা, সাহস ও উৎপন্ন মতীত্ব বলে তিনি দেশীয় লোকের বিশ্বাস ও স্নেহভাজন হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সকল প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইয়া নিজ অভিষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ওয়া-সিংটনের কার্য্য বিবরণ লিখিতে হইলে ঐ বিপ্ল-বের ঘটনা সমস্তই লিখিতে হয় এ জন্য আমরা সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র উল্লেখ করিব। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে কেমব্রিজে সৈন্যের সহিত মিলিত হয়েন এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বোষ্টন ছাড়িয়া নবইর্কে গমন করতঃ ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে লঙ্গ-দ্বীপের ও অক্টোবর মাসে স্বেত প্রস্তরের যুদ্ধ করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি ডিলবার নদী পার হইয়া ট্রেনটন ও প্রিন্সটনের যুদ্ধে জয়ী হয়েন এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাণ্ডিবাইনের, অক্টোবর মাসে জারমান নগরের ও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে মনমাউথের নামে প্রসিদ্ধ যুদ্ধত্রয়ে যুঝিয়াছিলেন! ১৭৭৯ এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবইর্কের সন্নিকটেই থাকেন এবং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইর্ক নগরের নিকটে করর্ণ-ওয়ালিসকে বন্দী করিয়া একরূপ সমর শেষ করেন। পরে যখন সন্ধি দ্বারা স্বদেশে স্বাধিনতা সংস্থাপিত হইল তখন ওয়াসিংটন কনগ্রেসাক্ষ জাতীয় মহা সভার হস্তে নিজ ক্ষমতা সমস্ত অর্পণ করণান্তে স্বয়ং প্রকাশ্য উচ্চপদ হইতে অবসর গ্রহণ ও পূর্ব্ব মত স্ববাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত লোকের প্রশংসা ও মান্যলাভ করেন। ওয়াসিংটনের দেশীয়-গণ তাঁহার উচ্চ স্বভাব এবং ঐকান্তিক দেশহিতৈ-ষিতার পুরস্কার প্রদানার্থ তাঁহাকেপুনর্ব্বার আহ্বান পূর্ব্বক সম্মিলিত প্রজাপ্রভুত্বের শাসক সভার প্রধান সভাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছিল। এই পদ ওয়াসিংটনের পক্ষে প্রথমেই কঠিন ও বিপদা-কার বোধ হইয়াছিল যেহেতু তাঁহার সভাপতি হইবার অনতিকাল পরে ফরাসিস দেশে রাজবিপ্লব ঘটে এবং নবলব্ধ স্বাধীনতা মদে মত্ত হইয়া আমেরিকানগণ ফরাসিস আমেরিকার প্রজাগণকে স্বাধীন করণে উদ্যত হয়। আমেরিকাস্থ ফরাসিস রাজপ্রতিনিধি জেনেটের উত্তেজনাতে অনেক লোক বিদ্রোহ করণের মনস্থ করিয়াছিল কিন্তু যখন ওয়াসিংটন তাহাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া সেই বিদ্রোহাভিলাষ দমন ও প্রজা সমস্তের অস-ন্তোষ দূর করিলেন তখন সকলেই তাহাদিগের ইচ্ছার অবৈধতা ও সভাপতির সদ্বিবেচনা বুঝিতে পারিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াসিংটন গ্রেট ব্রীটে-নের সহিত একটী বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সম্বন্ধ করিয়া সভাপতিত্বের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়াছি-লেন। এই সন্ধির অনতিকাল বিলম্বে ওয়াসিংটন যে একটী কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কাহাকেই করিতে দেখা যায় না এবং তাহাতে তাঁহার বিশেষ মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। গ্রেটব্রিটনের সহিত বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সংঘটনের পরেই আমেরি-কানগণ ঐক্যমতে তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করণে মনস্থ করে কিন্তু তিনি তদ্গ্রহণে ইচ্ছুক না হইয়া সভাপতিত্ব হইতে স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে অবসর

লইয়া তাঁহার ভারনন মাউণ্ট নামক বাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরপি সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন কিন্তু তাহা কিবল দেশীয় সমস্ত লোককে সাধারণ হিতসাধনে সম্মিলিত করণোদ্দেশে। অল্পকাল পীড়াভোগের পর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর দিবসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। যে লোভে প্রথম নেপোলিয়ান ফরাসিসদিগের শাসক সভার এক মাত্র কর্ত্তা ও পরিশেষে সম্রাট্ হইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া ফ্রান্স রাজ্য যুবাপুরুষ শূন্য করিয়াছিলেন। যে লোভ জুলিয়স সিজরকে স্বজাতীর চিরবহুমানিত স্বাধীনতা রূপ অমূল্য রত্ন হরণে উদ্যত করিয়াছিল সেই লোভ ওয়াসিংটনের সুদৃঢ় অন্তরকে ক্ষণমাত্রের জন্যও বিচলিত করিতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্তদ্বয়ে যাহা পাইবার জন্য শতসহস্র কৌশল করিয়াছিলেন তাহা প্রজাগণ স্বেচ্ছাক্রমে প্রদানে ব্যগ্র হইলে এই মহাত্মা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ওলিভার ক্রমোয়েল রাজবিপ্লব কালে ওয়াসিংটনের ন্যায় কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন এবং যদিও অসাধারণ বিচক্ষণতা ও কার্য্য চাতুর্য্যের সহিত রাজ্যতান্ত্রিক বিষয় সমস্ত সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে কৃতকার্য্য হয়েন তথাপি তাঁহাকে ওয়াসিংটনের সমতুল্য মহৎ চরিত্রের লোক বলা যায় না। যেহেতু তিনি আপনাভিলাষ পূরণার্থ তাঁহার জাতীয় পারলমেণ্টাখ্য মহাসভাকে অবমানিত ও অধিকার চ্যুত করিতে ক্রটি করেন নাই এবং কর্ত্তৃত্ব লাভেচ্ছায় সেই দেশপূজ্য ও বহুসমাদৃত সভার সভ্যগণের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন ইচ্ছিত বিষয়ে পারলমেণ্টের মত বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সভাগৃহমধ্যে সশস্ত্র সেনা রাখিয়া সভ্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্মতি লইতেন। আর রিজেণ্ট উপাধি গ্রহণ দ্বারা যদিও ফলত অধিপতি হইয়াছিলেন তথাপি রাজোপাধির সম্যক লোলুপ ছিলেন ও তাহা পাইতে ঐকান্তিক যত্নেরও ক্রটি করেন নাই। কিন্তু ওয়াসিংটন শাসক সভাকে নিজ ক্ষমতাধীনে আনিবার উপায় সত্বেও তাহা না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে সেই সভার অধীন রাখিয়াছিলেন এবং প্রজাবর্গের ঐক্যমতে প্রদত্ত রাজপদ গ্রহণে বিরত হইয়াছিলেন। এরূপ দেশহিতকারী ও যথার্থ স্বাধীনতা প্রিয় ব্যক্তির নাম পুরাবৃত্তের অনন্ত কোষে আর প্রাপ্তব্য নহে। যদি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কিছুকে নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে তাহা ওয়াসিংটনের চরিত্র এবং যদি কোন মনুষ্য নামের স্মরণে লোকের মঙ্গল ঘটে তবে ওয়াসিংটনের নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

সুযোগ্য লোক অযোগ্য কি রূপে হয়।

আমাদিগের দেশীয় লোক পুত্রের শিক্ষাদি প্রদানে বিশেষ যত্ন করেন এবং কন্যার শিক্ষা বিষয়ে কিছু মাত্রও দৃষ্টি রাখেন না। আশু উপকারই পুত্রের শিক্ষা জন্য যত্নের মূল কারণ বলিতে হইবে ও পরোক্ষ উপকারের প্রতি দৃষ্টি না থাকাতেই কন্যার শিক্ষা সম্বন্ধে যত্ন নাই। আমাদিগের এস্থলের শিক্ষা শব্দে কিবল গ্রন্থাধ্যয়ন বুঝায় না; যদ্দ্বারা লোকে যথার্থ কার্য্যক্ষম ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে পটু হয় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাভাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান না থাকাতে যে সকল প্রমাদ ঘটে তাহার অনেকই কার্য্যক্রমে জানা যায়। আমরা

অদ্য যে একটী উদাহরণ দিতেছি তদ্দারা স্ত্রীলোকের অজ্ঞানতার ফল যথেষ্ট দর্শিত হইবে। সংসর্গ ও সহবাস দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখা যে নিতান্ত প্রয়োজন এবং সুসভ্য ও সমুন্নত সমাজে না থাকিলে যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহারও প্রমাণ এতদ্দারা প্রদর্শিত হইবে। আমরা যে ঘটনাটী নিম্নে লিখিতেছি তাহা যথার্থ ও কিবল ব্যক্তির নাম প্রকাশ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী কল্পিত নাম ব্যবহৃত হইল।

কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ধনী ও পুরাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর বংশীয় হরিদাস নামক একটী সন্তান হিন্দুকালেজে (পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সিকালেজ ও হিন্দু ইস্কুল ছিল না, হিন্দুকালেজে উভয়ের কার্য্য করিত) বিদ্যারম্ভ করিয়া শ্রমও অধ্যবসায় সহকারে ক্রমশ উহার কালেজ বিভাগের উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন ও কয়েক বৎসর ছাত্র বৃত্তি পাইয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এই রূপে সুশিক্ষিত হইবাতে হরিদাস বাবু আত্ম উন্নতি সাধনার্থ বাটীতে একটী পারিবারিক বিদ্যানুশীলন সভা করেন ও অনেক গুলিন প্রকাশ্য সভায় সভ্য হয়েন। কালেজ উত্তীর্ণ হইলে যেরূপ অনেকে বিদ্যানুশীলনে শ্লথ সঙ্কল্প হইয়া নিজ২ অর্জিত বিদ্যা সমস্ত হেলায় বিস্মৃত হয়েন, হরিদাস বাবু তাহা না করিয়া বরং কালেজ ত্যাগের পর দ্বিগুণ শ্রম ও যত্নের সহিত লাটিন, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত, উর্দ্দু, ফারসি ও আরবী ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং বহু যত্ন ও শ্রমের সহিত প্রবন্ধাদি রচনা ও তাহা প্রকাশ্য সভাদিতে পাঠ ও সময়ে২ বক্তৃতাদি করিয়া জনসমাজে প্রসংশা লাভ করিতে লাগিলেন। এই রূপে হরিদাস বাবু প্রকাশ্য সভাদিতে সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি করিতে লাগিলে তাঁহার বাটীর সমস্ত লোক (যাঁহারা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন) তাঁহাকে হরি খ্রীষ্টান বলিতে আরম্ভ করিল। যখন নিজ ভবনের সমবয়স্ক সখাগণ (অর্থাৎ যাহাদিগের সহিত বাল্যকাল হইতে একত্রে বসিতেন, একত্রে খেলিতেন ও একত্রে পড়িতেন ও আমোদ প্রমোদ সুখ দুঃখাদি যাহাদিগের সহিত একত্রে ভোগ করিতেন) তাঁহাকে উৎসাহ না দিয়া বরং খ্রীষ্টান ও সাহেব বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল তখন তাঁহার মন ভগ্নোদ্যম হইল এবং বিদ্যানুশীলন হইতে তিনি ক্রমশঃ বিরত হইতে লাগিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে প্রকাশ্য সভাদিতে প্রসংশা লাভ করিয়াও তিনি অনভিজ্ঞগণের বাক্যে কেন নিরুৎসাহিত হইলেন। এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া ও লোকের তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ব্যাপার নহে অনেক স্থান ও শ্রমসাধ্য এই জন্য আমরা সংক্ষেপে ও প্রকারান্তরে তাহার উত্তর দিতেছি। আমাদিগের দেশে অনেক লোক রিতীমত বিদ্যা শিখিতেছেন কিন্তু তন্মধ্যে এক জনও কোন বিষয়ে বিশিষ্টরূপে পারদর্শি হইয়া নূতন কিছুই আবেস্ক্রিয়া করিতে পারেন না কেন? ইরোপিয় পণ্ডিতগণের ন্যায় অনন্য কর্ম্মা হইয়া কেহ কোন বিষয়ের অনুশীলনে প্রবর্ত্ত হয়েন না কেন? পরম পণ্ডিত হইয়াও লোক আহার আহরণার্থ ব্যস্ত হয়েন কেন? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে কেবল এই মাত্র বলা যায় যে উৎসাহ পুরস্কার ও সাহায্যাভাবই সকলের কারণ। এই রূপ হরিদাস বাবুর বিদ্যানুশীলনে বিরত হইবার কারণ উৎসাহ, পুরস্কার ও সাহায্যাভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকাশ্য সভায় প্রসংশিত হইবাতে হরিদাস বাবুর উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু আত্মীয় ও বন্ধুগণের অনুৎসাহকর আচরণে

তিনি মনক্ষুণ্ণ হইতেন এবং স্নেহ নিগড় ছিন্ন করিতে না পারাতেই ক্রমশঃ তাঁহার অপ্রবৃত্তি ঘটে। তাঁহার স্ত্রীবিদ্যাবতী ছিলেন না সুতরাং নিজ পতির গুণ রসপানে অসক্তা ছিলেন। সহস্র প্রসংশাপেক্ষা আত্মীয় ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণের অল্প মাত্র প্রশংসা হৃদয়ানন্দকর ও প্রবৃত্তিপ্রদ কিন্তু ভাগ্যক্রমে হরিদাস বাবু তাহাতে বঞ্চিত হইবাতে তাঁহার বিশেষ উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। কিছু দিন পরে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে হরিদাস বাবু নিতান্ত কাতর হইলেন ও তাঁহার বিদ্যানুশীলনের প্রযত্ন আর শ্লথ হইয়া উঠিল কিন্তু তখনও চর্চ্চা একবারে ত্যাগ করিলেন না। পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করাতে কয়েকটী সন্তান হইল, যমযন্ত্রণা বারবার ভোগ করায় কিছু বিচলিত চিত্তও স্ত্রীপ্রিয় হইলেন তথাপি বিদ্যার আলোচনায় সম্পূর্ণ রূপে বিমুখ হইলেন না। পরে হরিদাস বাবুর পত্নী বিলক্ষণ শুদ্ধাচার প্রিয় হইয়া ক্রমে শুচি বায়ুগ্রস্থা হইলেন এবং স্নেহানুগত পতিকে নিজ মতানুসারে শুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকের হরিদাস বাবুকে স্ত্রৈণ্য ও কাপুরুষ বলা উচিত নহে যেহেতু তিনি কিছুই অন্যায় কার্য্য করেন নাই, তিনি মনুষ্য ও মনুষ্য-স্বভাব ঘটনা ক্রমে যেরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হয় তাহাই তাঁহার ঘটিয়াছিল, নূতন কিছুই নহে। এক ব্যক্তির যদি দশ জন স্নেহের লোক থাকে তাহা হইলেই স্নেহাস্পদ গুলির মধ্যে যে কয়েকটী নষ্ট হয় তৎ সমস্তের প্রতি যে স্নেহ থাকে তাহা অবশিষ্ট গুলির উপরে যায় ইহা মনুষ্য প্রকৃতীর নিয়ম অতএব যমযন্ত্রণায় কাতর হরিদাস বাবুর স্নেহ সমস্ত স্ত্রীগত হওয়ায় তাঁহাকে দোষা যায় না। সুতরাং তিনি স্ত্রীকে অসন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া নিজ পত্নীর অসম্ভব শুদ্ধাচারের বশবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইলেন কিন্তু তজ্জন্য দৈহিক ও মানসিক বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার পত্নী বিদ্যাবতী ও জ্ঞান বিশিষ্টা হইলে প্রাগুক্ত রূপে তাঁহার ক্লেশ ও অবনতির কারণ না হইয়া বরং তাঁহাকে বিদ্যানুশীলনে ও সৎকার্য্যানুষ্ঠানে উৎসাহিত করিতেন এবং তাহা হইলেই হরিদাস বাবুর বহু যত্নে ও শ্রমে অর্জ্জিত জ্ঞান সমস্ত নিরর্থক হইত না। কিন্তু ঘটনাক্রমে তদ্বীপরীত হইবাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কার্য্য করিতে বাধ্য ও তজ্জন্য দৈহিক ও আন্তরিক ক্লেশে বিরক্ত হইয়া হরিদাস বাবু ক্রমশঃ সকল শুভকর ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন।

যে সকল লোক কন্যার শিক্ষায় দৃষ্টি করেন না তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যদিও বিদ্যা শিখিয়া তাঁহাদিগের কন্যাগণ অর্থোপার্জ্জন করিতে ও যশস্বিনী হইতে না পারেন তথাপি নিজ নিজ পতীকে সুখী, সুপথগামী, বিদ্যামোদী ও যশস্বী করিতে পারেন। আর যখন কন্যাগণের জ্ঞানাভাবে অপরের পুত্রেরা (ঐ কন্যাগণের স্বামীগণ) নিরুৎসাহিত ও অকর্ম্মণ্য-কৃত হইতে পারে তখন পুত্রবানগণের পক্ষে কন্যার শিক্ষায় যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। যে ব্যক্তি অপরের উপকার করে সে প্রত্যুপকারের আশা করিতে পারে, আর যে পরানিষ্টকর তাহার অপর হস্তে অনিষ্ট লাভেরই সম্ভাবনা। হরিদাস বাবু সবল সক্ষম দেহ, পণ্ডিত বিবেচক, দৃঢ়ব্রত ও পরিশ্রমী হইয়াও স্ত্রীরও সঙ্গীগণের ভ্রমাত্মক নিরুৎসাহকর ব্যবহারে উন্নতাবস্থা হইতে নিতান্ত নিষ্কর্ম্মী হইয়াছেন দেখিয়া লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, অবস্থা লোককে কি করিতে পারে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

সেরপুর বিবরণ।

প্রথম ভাগ।

সেরপুর পরগণার ভূ বৃত্তান্ত। এ খানি ময়মন সিংহ জিলার অন্তর্গত সেরপুর নিবাসী, বিদ্যোৎসাহী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। হরচন্দ্র বাবু বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরা আদ্যোপান্ত পাঠে কি রূপ সুখী হইলাম তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। প্রথমত এতদ্দেশে স্বকীয় শ্রম ও অনুসন্ধান সঙ্কলিত গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া যে আক্ষেপ আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠে সে আক্ষেপ কাল ক্রমে শান্ত হইবার আশা জন্মায়; যেহেতু গ্রন্থকার এতদ্‌গ্রন্থ রচনা জন্য যে অনেক শ্রম, যত্ন ও অনুসন্ধান এবং নিজ বুদ্ধি বৃত্তির চালনা দ্বারা বহু সিদ্ধান্তে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বারম্বার লিখিয়াছি ও এক্ষণেও লিখিতেছি যে সহস্র উৎকৃষ্টতম অনুবাদ অপেক্ষা এই স্বশ্রম সংগ্রহিত গ্রন্থখানিকে প্রফুল্ল মনে বঙ্গ বিদ্যা বহ্বাদরে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ আমোদ প্রমোদে রত না থাকিয়া এবম্প্রকার সৎকার্য্যানুশীলনে সংলিপ্ত হইলে দেশের কত মঙ্গল হইতে পারে তাহা সহৃদয় মাত্রেই অবগত আছেন, তদ্ব্যাখ্যার প্রয়োজনঅনাবশ্যক।

তৃতীয়তঃ আলোচ্য গ্রন্থের পরিচ্ছদ দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এ প্রকার উত্তম পরিচ্ছদে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রায় দেখা যায় না। রচয়িতা ইহার প্রকাশ জন্য যে বহু ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। অক্ষর গুলির অপরিচ্ছন্নতা ও অস্পষ্টতা দেখিয়া আমাদিগের ক্লেশ হইয়াছে। সুরূপার সুন্দরায়তনয়নে বহু কজ্জল লেপিত দেখিলে সকলেরই ক্লেশ হয়। এই গ্রন্থ খানিতে সেরপুরের ভূ বৃত্তান্তিক সমস্ত বিষয় সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে ও তাহাতে সেরপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হইবে জানিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। এরূপ গ্রন্থের উদয় কাহার না হৃদয়ানন্দকর?

বিজ্ঞাপন।

সম্পাদক ইতিপূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবাতে রহস্য-সন্দর্ভ যথা সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। এখনও তৎসম্বন্ধে অভাব রহিয়াছে, যে হেতু চৈত্র মাসের মধ্যে আর দুই খণ্ড প্রকাশ না করিলে সময়ের মধ্যে পর্ব্ব শেষ হইবে না। এই হেতু যে সকল গ্রন্থকার নিজ২ গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়াছেন তৎসমুদায়ের সমালোচনা করিবার অবকাশাভাব ঘটিয়াছে। বোধ করি তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্তাগণ ক্ষুব্ধ হইবেন না। গ্রন্থ পাঠ না করিয়া আমাদিগের সমালোচনা করা প্রথা নহে, তজ্জন্য প্রাপ্ত গ্রন্থ সমস্তের সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা অবসর মত, যত ত্বরায় পারা যায় প্রকাশ করিব। পাঠকগণের নিকট আমরা, সময় মত পত্র প্রকাশ না হইবাতে, অপরাধী হইয়াছি, এবং তাঁহাদিগের ক্ষমাগুণের উপর নির্ভর করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনায় সাহসী হইয়াছি।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৭ খণ্ড।

আমরা রহস্য-সন্দর্ভ প্রকাশের ভার লইয়া ৬৭ সংখ্যায় বিশেষে বর্ণন করিয়াছি যে পূর্ব্বে যেরূপ অনুবাদক সমাজের সাহায্যে ইহার ব্যয় সমস্ত সুচারু রূপে চলিত এক্ষণে সেরূপ আর নাই। আমরাই ইহার সকল ব্যয় বহন করিতেছি অপর কেহ অর্থ বিষয়ক সাহায্য করেন না এবং আমরা তাহা লইতেও সম্মত নহি। এই হেতু গ্রাহকগণের প্রদত্ত মূল্যই ইহার এক মাত্র জীবনোপায় হইয়াছে এবং তৎ সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে ইহার চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। অনেক মহোদয় আমাদিগকে এই পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করণার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সম্মত হইতে পারি নাই। যেহেতু অল্প মূল্যে সচিত্র ও নানা বিষয়ক রহস্য-পূর্ণ পত্র প্রকাশ করাই আমাদিগের অভিপ্রায় সুতরাং তদভিসন্ধি পূর্ণ না হইলে ইহা প্রকাশ করায় ফল নাই। যাঁহারা রহস্য-সন্দর্ভের জীবন রক্ষার্থ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছি ও চিরকাল করিব। আমরা এক্ষণে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে অদ্যাবধি যাঁহারা ইহার মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা তৎ প্রদানে আর বিলম্ব করিবেন না। প্রথম ভার লইয়া দুই এক খণ্ড প্রকাশ করিলে অনেকে আমাদিগকে অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে সাহস করেন নাই কারণ পর্ব্ব সমাপ্ত করিতে পারি কি না তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের সন্দেহ ছিল। এরূপ সন্দেহ করা সম্ভব ও তজ্জন্য দোষা যায় না, কিন্তু এক্ষণে যখন আমরা ১১ খণ্ড প্রকাশ করিয়াছি এবং বৈশাখের পূর্ব্বে আর এক খণ্ড প্রকাশের আয়োজন সমস্ত হইয়াছে তখন গ্রাহকগণের আর সন্দেহ করা বিধেয় নহে। তাঁহারা এক্ষণে মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা পরম উপকৃত হইব কারণ এ পর্য্যন্ত গ্রাহক সংখ্যা নিরূপিত হয় নাই এবং তদ্ধেতুক পত্রের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। যদি আমরা জানিতে পারি যে যথেষ্ট লোকে এইপত্র পাঠ করেন তবে আনন্দের সীমা থাকিবে না এবং মনও বদ্ধকটী হইয়া যৎপরোনাস্তি শ্রমের সহিত পাঠকগণকে তুষ্ট করিতে যত্নবান হইবে। আর যদবধি সকল গ্রাহককে যথার্থ গ্রাহক রূপে পরিগণিত করিতে না পারিতেছি তদবধি এই পত্র স্থায়ী হইবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ বিশিষ্ট হইয়া চিত্ত শ্রম করণে বিমুখ হইতেছে। যদি অধিক ব্যক্তি না পড়েন ও সজ্জন সমাজে সমাদৃত না হয় তবে ইহার প্রকাশে নিরর্থক শ্রম ও অর্থ ব্যয় করায় কাহার মনে যত্ন হয়? অতএব আমরা পুনর্ব্বার গ্রাহকগণকে অনুরোধ

করিতেছি যে তাঁহারা আপন আপন দেয় মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে সাহস দান করুণ। ভরসা করি যে গ্রাহক সংখ্যা নিরূপিত করিয়া আমরা বৈশাখ মাস হইতে স্থির মনে এতৎ পত্রের উন্নতিসাধনে প্রবর্ত্ত হইতে পারিব এবং যাহাতে এই আশা সফল হয় পাঠক মহোদয়েরা তাহা করিতে ত্রুটি করিবেন না। অনিশ্চিতাবস্থায় গ্রাহক নামাবলী রাখিলে আর চলে না; প্রথমতঃ টিকিট দিয়া অস্থিরীকৃত গ্রাহকের নিকট পত্র পাঠান আর অকর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ পত্র খানিকে উন্নত ভাবাপন্ন করা আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা ও সেই অভিলাষ পূরণ বিষয়ে গ্রাহকের গোলোযোগই প্রধান প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়াছে। এই জন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে বৈশাখ হইতে যে নূতন পর্ব্বের প্রকাশারম্ভ হইবে তাহা কিবল নিশ্চিত গ্রাহকদিগকে প্রেরিত হইবে।

দাউদ খাঁ।

সলিমান কেরানীর মৃত্যু হইলে তদীয় প্রথম পুত্র বেজিদ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনাধিরোহন করেন কিন্তু আফগান প্রধানগণ তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে নষ্ট ও সলিমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ খাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে।

দাউদ খাঁ অত্যন্ত পানাসক্ত ও কুসঙ্গী প্রিয় ছিলেন এবং সিংহাসনাধিরোহণ পূর্ব্বক নিজ পিতার ধীর নিয়মাদি অতিক্রম করিয়া সম্রাটের অধিনতা অস্বীকার ও স্বয়ং আধিপত্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন, বঙ্গবেহারের নগর সমস্তে নিজ নামে খোতবা পাঠের ও তাঁহার নাম দেশীয় মুদ্রাদিতে লিখনের অনুমতি প্রদান করাতে সম্রাট আকবরের প্রভুত্ব প্রকাশ্য রূপে অবজ্ঞা করা হইল। যেহেতু প্রভুত্ব জ্ঞাপনার্থ মুসলমানগণের মসিদ প্রভৃতিতে খোতবা নামক ঈশ্বরারাধনা সম্রাটের নামেই পঠনের ও মুদ্রাদিতে তাঁহারই নাম লিখনের প্রথা আবহমান কাল প্রচলিত ছিল, সুতরাং তদ্বীপরীত করাতে সম্রাটের অধিনতা অস্বীকার ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই দাউদ খাঁ রাজ কোষানুসন্ধান ও দর্শন করিয়া বুঝিলেন যে তাহাতে বহুধন সঞ্চিত রহিয়াছে এবং সেনা সমস্ত একত্র করাইয়া দেখিলেন যে প্রায় ৪০০০০ অশ্বারোহী ১৪০০০০ পদাতিক, ২০০০০ কামান, ৩৬০০ সংগ্রাম হস্তি ও কয়েক শত যুদ্ধতরী আছে। এতদ্দর্শনে তাঁহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে তাঁহার ধন ও সেনা যে পরিমাণে আছে তদ্দ্বারা তিনি সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। এই রূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী এবং যশ ও রাজ্য লোভে প্রণোদিত হইয়া দাউদ খাঁ অনতিবিলম্বে কোন সামান্য ছলাবলম্বন পূর্ব্বক মোগল সম্রাট আকবরের অধিকারাক্রমণ করিয়া গাজিপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরস্থ গঙ্গার দক্ষিণ কূলবর্ত্তী জমানিয়ার (কিছু দিন পূর্ব্বে সম্রাট সেনাপতি খাঁন জিমান স্থাপিত) দুর্গাধিকার করিলেন। সম্রাট আকবর, যিনি তৎকালে গুজ্জর প্রদেশে ছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া বঙ্গদেশ স্বরাজ্যান্তর্গত করণে কৃত সংকল্প হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার জোয়ান পুরস্থ সেনাপতি মোনেম খাঁকে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বঙ্গদেশ আক্রমণে অজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। অজ্ঞা প্রাপ্তে মোনেম খাঁ অবিলম্বে এক মহাবল মোগল সেনাদল লইয়া পাটনার সন্নিকটে উপনীত হইলে দাউদ খাঁর সেনাপতি ও প্রধান সচিব লোডি খাঁ তাঁহার পথ রোধ করিলেন ও কএক

সামান্যতর আংশিক যুদ্ধের পর লোডিখাঁ এক সন্ধি করিলেন। ঐ সন্ধি পত্রে লিখিত হয় যে মোগল সেনা সকল বেহার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দাউদ খাঁ দুই লক্ষ টাকা নগদ ও এক লক্ষ টাকার মূল্যের মলমল, রেশম প্রভৃতি বঙ্গের উৎপন্ন দ্রব্য সম্রাটকে উপহার দিবেন। কিন্তু দাউদ খাঁ যদিও এবম্প্রকারে আক্রমণকারী শত্রু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে আন্তরিক ইচ্ছুক ছিলেন তথাপি তদ্বিপরীত ব্যবহার দেখাইলেন। তিনি এই সন্ধি বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ ও লোডি খাঁর প্রত্যাবর্ত্তনে তাহাকে কারারুদ্ধ ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বিনষ্ট করেন। সম্রাট আকবর ও তাঁহার সেনাপতি মোনেম খাঁ এই রূপ সন্ধি করাতে বিরক্ত হইয়া টোডর মল্লকে তাঁহার পরিবর্ত্তে বঙ্গ জয়ার্থ সম্মিলিত সেনার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। কিন্তু দাউদ খাঁর আচরণ ও নিজ প্রভুর অসন্তোষের কথা শ্রবণ করিয়া মোনেম খাঁ টোডর মল্লের আগমনের পূর্ব্বেই সসৈন্যে দ্রুতপদে পুনর্ব্বার পাটনার নিকটে আগমন পূর্ব্বক ঐ নগর সেনা দ্বারা বেষ্টন করিলেন ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। দাউদ খাঁ বিপক্ষদিগকে দূরীকরণে যথাসাধ্য যত্ন করিয়া যখন দেখিলেন যে আর উপায় নাই তখন নগরের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বহু শ্রমে সেনাগণকে দুর্গ রক্ষণে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মোনেম খাঁ কিছু দিন দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিলে পর সম্রাট স্বয়ং আগরা হইতে সসৈন্যে জল পথে পাটনার নিকট আসিলেন এবং পাঁচ-পাহাড়ী নামক উচ্চস্থান হইতে দুর্গের সমস্ত পথাপথ অবেক্ষণ করণান্তে উত্তম রূপে বেষ্টন ও তাহা হস্তগত করণের উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আকবরসাহ সংবাদ পাইলেন যে গঙ্গার অপর পারস্থ হাজিপুর নগর হইতে দুর্গে রসদাদি প্রেরিত হয় ও তন্নিবারণার্থ ৩০০০ সহস্র উৎকৃষ্ট যোধের সহিত খাঁ আলমকে তত্রত্য দুর্গ গ্রহণে প্রেরণ করিলেন। হাজিপুরের রাজা গুজেটী নামক যে এক জন ভূস্বামী কতক গুলিন ভল্লী পদাতিক ও কতক গুলিন অশ্বারোহীর সহিত সম্রাটের সৈন্য ভুক্ত হইয়াছিলেন তিনিও খাঁ আলমের সহকারীতাকরণে আদিষ্ট হয়েন। খাঁ আলম যথেষ্ট সাহসের সহিত হাজিপুরের দুর্গ আক্রমণ করিলেন কিন্তু তথাকার দুর্গাধ্যক্ষ ফতে খাঁ এরূপ বল ও সাহসের সহিত তাঁহার সহিত দৃঢ়তর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে মোগল সেনা প্রাণপণ যুঝিয়া ক্লান্ত হইল কিন্তু তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না, বরং পরাভূত হইবার উপক্রম হইল। আকবর সাহ এই যুদ্ধ অপর কূলের কোন উচ্চ কামান স্থাপনার উপর হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে দেখিতেছিলেন, এবং যখন দেখিলেন যে মোগল সেনা নূতন সাহায্য ব্যতিরেকে স্থির হইতেছেনা; তখন তিনখান পোত পূর্ণ সেনা তথায় পুনঃ প্রেরণ করিলেন। নূতন সেনার সম্মিলনে মোগলগণ পুনর্ব্বার সাহস প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে দুর্গ আক্রমণ করিল এবং ফতে খাঁকে ও তাঁহার অধিকাংশ সেনা নষ্ট করিয়া দুর্গ গ্রহণ করিল! সংগ্রাম জয়ী হইয়া ফতে খাঁ বিনষ্ট শত্রুগণের ছিন্ন মস্তক এক পোতোপরি সম্রাট্‌সদনে প্রেরণ করাতে আকবর তৎসমস্ত দাউদ খাঁর নিকট এই সন্দেশের সহিত পাঠাইলেন যে তিনি অধিনতা স্বীকার না করিলে তাঁহারও ঐ দশা হইবে। দাউদ খাঁ স্বভাবত ভীরু স্বভাব ছিলেন সুতরাং নিজ পরিপক্ক যোধগণের ঐ ছিন্ন মস্তক দৃষ্টে অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন মধ্যরাত্রে ধনরত্ন ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি সকল কয়েক খান বহুবাহক বিশিষ্ট পোত পূর্ণ করতঃ পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে পাটনা হইতে জলপথে

বঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এপ্রকারে প্রভুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবাতে পাটনা নগরের দুর্গান্তর্গত সেনা সমস্ত চতুর্দ্দিক দিয়া এরূপ বেগে পলায়ন করিতে লাগিল যে বহুসংখ্যক সামান্য লোক তাহাদিগের দ্বারা মর্দ্দিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু পুনপুনানদীর সেতু লোকভরে ভগ্ন হইবাতে অনেকে জলমগ্ন হইল এবং মোগলগণ সময় পাইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক বহু সেনার প্রাণ বধ করিল। মোগলেরা অবশিষ্ট সেনাগণের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া পাটনা হইতে ২৫ ক্রোশ অন্তরস্থ দরিয়াপুর পর্য্যন্ত গমন করে এবং ৪০০ হস্তী ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু কাড়িয়া লয়। সম্রাট্ দরিয়াপুরে ছয় দিবস অবস্থিতি করণান্তে মোনেম খাঁকে খাঁন খাঁ নাম উপাধি প্রদান পূর্ব্বক বঙ্গ ও বেহারের সুবাদার করিলেন এবং রাজা টোডার মল্লকে ১০০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সেনার সহিত মোনেম খাঁর সহকারীতা করণার্থ রাখেন। আগমন কালে যে সকল যুদ্ধপোত ও রসদাদি আগরা হইতে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন তৎসমস্ত মোনেম খাঁকে প্রদান পূর্ব্বক দাউদ খাঁকে বঙ্গ ও বেহার হইতে সদলে উচ্ছিন্ন করণানুমতি দিয়া স্বয়ং রাজপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে দাউদ খাঁ পাটনা হইতে পলায়নান্তে তেরিয়াগরি নামক পার্ব্বত্য পথে উপনীত হইয়া তত্রত্য দুর্গের অবস্থা সন্দর্শন পূর্ব্বক এত প্রীত হইয়াছিলেন যে দুর্গরক্ষী সেনাগণকে কহেন যে তাহাদিগের দ্বারা বিপক্ষ মোগলগণের গতিরোধ অনায়াসে একবৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে, অতএব তাহারা যে কোন রূপে হউক প্রাণপণে শেষপর্য্যন্ত দুর্গাধিকার রাখে। এইরূপ বলিয়া ও দুর্গের দৃঢ়তায় স্থিরচিত্ত হইয়া দাউদ খাঁ তাঁহার রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বঙ্গেশ্বরের আশা সমস্তই নিরর্থক হইয়াছিল যেহেতু সম্রাট সেনাপতির আগমনে তেরিয়াগরির দুর্গস্থিত আফগানগণ হাজিপুরের পরাজিত সৈন্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইবার ভয়ে যুদ্ধ করণে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল এবং মোনেম খাঁ বিনা শোণিতপাতে বঙ্গের দ্বার স্বরূপ সেই পার্ব্বত্য পথের অধিকার পাইলেন। এই অসম্ভাবিতপূর্ব্ব ঘটনার সংবাদ দাউদ খাঁর নিকট যাইবাতে তিনি হতাশ হইয়া ধনসম্পত্তি সকল হস্তীপৃষ্ঠে গ্রহণ পূর্ব্বক উৎকলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোনেম খাঁ বঙ্গেশ্বরের আচরণের বিষয় না জানিয়া অধিক সতর্কভাবে টণ্ডা আক্রমণার্থ চলিলেন এবং যখন তাঁহার চর সকল দাঁউদ খাঁর প্রস্থান বার্ত্তা আনিল তখন অশ্বারোহী সেনার সহিত দ্রুতপদে যাইয়া বঙ্গীয় রাজধানী অবাধে অধিকার করিলেন। এই ঘটনার কএকদিন পরেই মোনেম খাঁ রাজা টোডরমল্লকে এক দল সেনার সহিত পলায়নপর বঙ্গেশ্বরের পশ্চাদ্ধাবমান হওনের জন্য প্রেরণ করিয়া মুজিনন খাঁ কাকিসেলানকে সলিমান মুঙ্গলি নামক জনেক সমৃদ্ধিশালী আফগান প্রধানের অধিকারভুক্ত ঘোড়াঘাট স্থান গ্রহণে নিযুক্ত করিলেন। ঘোড়াঘাটে মোগলগণ উপনীত হইলে তথাকার আফগানেরা বিনা যুদ্ধে স্থানাধিকার প্রদানে অস্বীকার করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল এবং বহুশত্রুনিপাতের পর প্রায় সকলেই সমরস্থলে প্রাণত্যাগ করিল। কেবল বহুসংখ্যাতেই আফগানেরা পরাভব পাইয়াছিল ও তাহাদিগের পুত্রকলত্রাদিকে বিপক্ষগণ বন্দী করে। মুজিনন খাঁ এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আফগানদিগের অধিকার সকল নিজ দলস্থ কাকিসেলান বংশীয় অনুগত লোকসকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন এবং মোগল সমস্তকে আফগান কামিনীগণের পাণিগ্রহণে উৎসাহিত করণাভিলাষে মৃত সলিমান

মুঙ্গেলীর কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

রাজা টোডরমল মেদিনীপুর প্রদেশে উপনীত হইয়া সংবাদ পাইলেন যে দাউদ খাঁ রিণকেসারীতে ছাউনি করিয়াছেন এবং পলায়নে বিরত হইয়া যুদ্ধ দানার্থ সেনা সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত আছেন। রাজা টোডরমল আর অগ্রসর হওয়া অবিধেয় বোধে টণ্ডায় দূত প্রেরণ করিলেন এবং মোনেম খাঁ বার্ত্তাহরের প্রমুখাৎ ঐ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে মহম্মদ কুলি খাঁকে একদল সেনার সহিত পূর্ব্বোক্ত রাজার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। টোডরমল এই সেনার সম্মিলনে পুনরপি অগ্রসর হইয়া রিণকেসারীর ১০ ক্রোশ অন্তরস্থ গোবালিয়রের নিকটে গমনপূর্ব্বক শুনিলেন যে বঙ্গেশ্বরের এক ভ্রাতা জনিদ, যিনি সাহসিকতা ও অকুতোভয়তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, ঐ স্থানে অল্প সেনার সহিত আসিয়াছেন। জনিদকে আক্রমণার্থ রাজা অল্পসংখ্যক সেনার সহিত আবুলকাশিমকে প্রেরণ করাতে আফগানগণ সেই মোগলদিগকে পরাভব করিল এবং টোডরমল স্বয়ং সমস্ত দলবলে যাইয়া জনিদের দল ছিন্নভিন্ন করিলেন কিন্তু পরদিবস জনিদ দল সংগ্রহ করিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পরেই অব্যবস্থিত চিত্ত দাউদ খাঁ পুনর্ব্বার পলায়নপর হইলেন এবং মোগল সেনাপতি মেদনীপুর নগরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া তথায় কয়েক দিবস অবস্থিতি করিলেন। এই স্থানে মহম্মদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইবাতে মোগল শিবিরে প্রধানগণের মধ্যে আন্তরিক অসম্প্রীত ঘটিল। রাজা টোডরমল বিজাতীয় ও বৈধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার প্রভুত্ব সম্যক্ প্রবল না থাকাতে তিনি এই বিবাদ মিটাইতে না পারিয়া প্রধান সমস্তকে সমবেত করিয়া এই ধার্য্য করিলেন যে বর্দ্ধমানে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তথায় টণ্ডাস্থ উচ্চ সেনাপতির আজ্ঞা অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই অপ্রসন্নতাসূচক সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র মোনেম খাঁ কয়েক জন সুদক্ষ সেনাপতির সহিত যথেষ্ট সৈন্য প্রাগুক্ত রাজার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন এবং নবাধিকৃত স্থান সকলের অধিকারে যথা সম্ভব লোক রাখিয়া অবশিষ্ট সেনার সহিত স্বয়ং সংগ্রাম স্থলে গমনের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। রাজা টোডরমল নূতন সেনার সহযোগে বলে বর্দ্ধিত হইয়া পুনশ্চ মেদিনীপুরে ও তথা হইতে ভকটোরে গমন করিয়া শ্রবণ করিলেন যে বঙ্গেশ্বর সমস্ত দল বলের সহিত কটকে গিয়াছেন ও যুদ্ধদানে দৃঢ় সংকল্প হইয়া তথায় সেনাদি সংগ্রহ ও অন্যান্য যুদ্ধায়োজন করিতেছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তে রাজা আর অগ্রসর না হইয়া সেনাপতির আগমনাপেক্ষায় রহিলেন ও টণ্ডা হইতে মোনেম খাঁ অনতিবিলম্বে আসিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কটকাভিমুখে চলিলেন। মোনেম খাঁ মোগল সেনার সহিত আফগান শিবির সন্নিকটে উপনীত হইলে বঙ্গেশ্বর নিজ পরিখা বেষ্টিত শিবির সম্মুখে সেনা নিবেশ করিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেনা সংখ্যা দুই দলেই প্রায় সমান ছিল কিন্তু আফগানগণের সেনার পুরোভাগে যে দুই শত হস্তীর শ্রেণী ছিল, আফগানেরা তাহারই বলে ও পদ মর্দ্দনে শত্রু দলকে ভগ্ন করিয়া সুযোগে অশ্বারোহী সেনা সঞ্চালনের আশা করিয়াছিল। ফলতঃ তাহা ঘটেনাই, যেহেতু মোনেম খাঁ যে কতক গুলি শকট পৃষ্ঠে স্থাপিত তোপ আনিয়াছিলেন তাহা ঐ মত্ত হস্তীর শ্রেণী অপেক্ষাও ভয়ানক হইয়াছিল। এই সময়ে কামান ভয়ে হস্তী সমস্ত ক্ষিপ্ত হইয়া স্বদলের মধ্য দিয়া বেগে পলায়ন করাতে যদিও আফগান সেনা ভগ্ন

ব্যূহ হইয়াছিল তথাপি তাঁহাদিগের অশ্বারোহীগণ এত বেগেও দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ করে যে মোগল সেনা সে বেগ ধারণে অক্ষম হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হয় ও তাহাদিগের সেনাপতি আহত হয়েন ও ভাগ্যক্রমে শত্রু হস্তে পতন হইতে নিষ্কৃতি পান। পরিশেষে আফগান দলের গুজার খাঁ ও অন্যান্য প্রধানগণ সংগ্রামশায়ী হইবাতে দাউদ খাঁ ভীত হইয়া কটকের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও তাঁহার শিবির বিপক্ষ কর্তৃক বিলুণ্ঠিত হইল। মোগলগণ যদিও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল তথাপি তাহাদিগের এত গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল যে তাহারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইয়া মৃতদিগের সমাধি ও আহতদিগকে স্থানান্তর করণার্থ পাঁচ দিবস সংগ্রাম স্থলে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। পরে অল্পে অল্পে কটক হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরস্থ মহানদীর তীরে উপনীত হইয়া তথায় শিবির স্থাপন পূর্ব্বক দুর্গ বেষ্টনের আয়োজন করিতে লাগিল।

দাউদ খাঁ এক্ষণে তাঁহার অধিকারের শেষতম ভাগে শত্রু কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে কটক তাঁহার শেষ আশ্রয় স্থান, সুতরাং যুদ্ধের পরিণাম কি রূপে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রীগণ বিজয়ী মোগলদিগের দয়ার উপর নির্ভর করতঃ শরণাগত হইবার জন্য পরামর্শ দিল। তদনুসারে দাউদ খাঁ সম্রাটের সেনাপতির শিবিরে এক জন দূত প্রেরণ পূর্ব্বক এই বলিয়া পাঠাইলেন যে মহম্মদীয়গণের পক্ষে স্বধর্ম্মাবলম্বীগণকে বিনষ্ট করা শাস্ত্র সংগত নহে অতএব সম্রাটের দাউদ খাঁকে নিজ ভৃত্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া কিঞ্চিৎ মাত্র স্থানের কর্তৃত্ব দিবায় অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই অথচ দুর্দ্দশাগ্রস্থ বঙ্গেশ্বরও তাহাতে নিজ আত্মীয়গণের সহিত এক প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

দূতের বাক্‌পটুতা ও তাহার বাক্যের যথার্থতায় মোনেম খাঁ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধ নিঃশেষ করণাভিলাষী থাকাতে দূতের প্রস্তাবে এই উত্তর দিলেন যে দাউদ খাঁ স্বয়ং আসিয়া যদি এরূপ অনুরোধ করেন তবে তিনি সম্মতি দিবেন এবং তদ্বিষয়ে সম্রাটের সম্মতি লওনেও যত্ন করিবেন। বার্ত্তাহরের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া দাউদ খাঁ পরদিবস কএক জন স্বদলীয় প্রধানের সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া মোগল শিবিরে আসিলে মোনেম খাঁ তাঁহাকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সেনা সকল শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার আগমন অপেক্ষায় প্রধানগণ শিবিরের সভাগৃহে যথা যোগ্য স্থানে বসিয়াছিলেন। দাউদ খাঁ শিবির সম্মুখে উপনীত হইলে অনেক জন প্রধান অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন ও সভাস্থলে প্রবেশ মাত্র মোনেম খাঁ কতক দূর উঠিয়া যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। দাউদ খাঁ এই ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিজ তরবার কটিবন্ধ হইতে মুক্ত করণান্তে সম্রাট সেনাপতির হস্তে দিয়া কহিলেন "আমার যুদ্ধে যখন এতাদৃশ বন্ধু ব্যক্তি আহত হইয়াছেন তখন আমি এই পর্য্যন্ত বীর ব্রতে নিবৃত্ত হইলাম।" মোনেম খাঁ তাঁহার হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইলেন এবং কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর আহারাদি হইলে সন্ধির কথা উত্থাপিত হইল। দাউদ খাঁ সকল পবিত্র বস্তুর উল্লেখ করতঃ শপথ করিলেন যে সম্রাট তাঁহার ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে তিনি যাবজ্জীবন এক জন প্রভুভক্ত প্রজা হইয়া থাকিবেন এবং পরক্ষে বা প্রত্যক্ষে কোন

প্রকারেই রাজচক্রবর্ত্তীর শত্রুগণের সহায়তা করিবেন না। এই বাক্য রীতিমত সন্ধিপত্রে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইলে মোনেম খাঁ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বঙ্গেশ্বরকে একখান উৎকৃষ্ট ও বহু মূল্য তরবার প্রদান করিয়া কহিলেন "আপনি এক্ষণে হিন্দুস্থানের প্রবল প্রতাপ সম্রাটের কর্ম্মচারীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন তজ্জন্য আমি সম্রাটের নামে এই তরবার আপনাকে অর্পণ করিলাম এবং অনুরোধ করি যে আপনি ইহা সম্রাটের কার্য্যে ও সাহায্যে ব্যবহার করিবেন! আর এই তরবার ধারণের উপযুক্ত মান ও ক্ষমতা বিশিষ্ট করণার্থ সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি আপনাকে উৎকল প্রদেশ নিস্কর ভোগ করিতে দিলাম এবং সাহস করি যে অতঃপর আপনি কার্য্য দ্বারা নিজ রাজ মান্যের সহিত সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার ও রক্ষা করিবেন।" এতদনন্তর বহুবিধ মূল্যবান বস্তু উপহারার্থ তথায় আনিত হইলে দাউদ খাঁ রীতিমত তদ্গ্রহণ স্বীকার করতঃ বিদায় লইয়া শিবির হইতে যাত্রা করিলেন ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মোনেম খাঁ, যিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমনার্থ উৎসুক ছিলেন, পরদিবস শিবির উত্তোলন করিয়া বঙ্গ ও বেহারের রাজপাট টণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালে ঘোড়া ঘাটের আফগানগণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহ করতঃ তাহাদিগের নব শাসক মজিনন খাঁকে দূর করিয়া গৌড় পর্য্যন্ত অত্যাচার বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে সম্রাট সেনার পুনরাগমনে তাহারা দল ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন ভাবে অরণ্যাদি বিজন স্থানের আশ্রয় লইল। প্রাচীন গৌড়নগরের বহু যশাদি শ্রবণে মোনেম খাঁ তদ্দর্শনে গমন করিলেন এবং তাহার সংস্থাপন স্থান ও বহু রাজযোগ্য অট্টালিকা সন্দর্শনে এরূপ আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইলেন যে পুনর্ব্বার তাহাকে রাজধানী করণে দৃঢ় সংকল্প করিলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি সম্মুখ বর্ষা সত্বেও অবিলম্বে সেনা সমস্তকে ও প্রধান কর্ম্মচারীগণকে টণ্ডা ত্যাগ করিয়া গৌড়ে আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভূমির আর্দ্রতা, জলের জঘন্যতা অথবা বায়ুর দুষ্টতা হেতুক একটী মহামারী উদয় হইয়া প্রত্যহ সেনা ও বাসকারীগণের সহস্র২ ব্যক্তিকে নষ্ট করিতে লাগিল এবং জীবিতগণ মৃত আত্মীয়াদির অন্তেষ্টি ক্রিয়া করণে অসমর্থ হইয়া শব সকলকে নদীতে ভাসাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। মোনেম খাঁ তাঁহার কার্য্যের অবৈধতা বুঝিতে পারিলেন কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না যেহেতু তিনি স্বয়ং সেই মহামারী দ্বারা নষ্ট হয়েন।

মোনেম খাঁ এক জন উচ্চ মান্যবান ব্যক্তি ছিলেন এবং সম্রাট তাঁহাকে আমিরলওমরা (প্রধানের প্রধান) প্রভৃতি উপাধি প্রদান করেন। তিনি যৎকালে জোয়ানপুরের শাসক ছিলেন তৎকালে প্রকাশ্য ভবনাদি নির্ম্মাণে বহু অর্থ ব্যয় করেন এবং ঐ নগরের নিকট যে একটী সেতু নির্ম্মাণ করান তাহা অদ্যাবধি তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। মোনেম খাঁর সন্তান সন্ততি না থাকাতে তাঁহার সঞ্চিত অসীম সম্পত্তি সমস্ত সম্রাটের রাজকোষে গ্রহিত হয়। তাঁহার মরণই উৎকল ও বঙ্গ হইতে আফগানদিগের আধিপত্য উত্তোলিত হইবার কারণ; যেহেতু তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া বঙ্গ বেহার এবং উৎকলের আফগানগণ সম্মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্রোহ করে। দাউদ খাঁও সন্ধির সমস্ত শপথাদি বিস্মৃত হইয়া সেই আফগানগণের প্রধানত্ব গ্রহণ করেন এবং মোগলগণকে বঙ্গ হইতে পলাইয়া প্যাটনা ও হাজিপুরে প্রস্থান করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু দাউদ খাঁর এই জয় অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়া-

ছিল কারণ অনতিকাল পরেই সম্রাট প্রেরিত নব সেনাপতি ও শাসক হোসেন কুলি খাঁ সসৈন্যে আগমন করতঃ তেরিয়াগরির পার্ব্বত্য পথ সম্মুখে উপনীত হইলেন (১৫৭৬) এবং তত্রত্য দুর্গ রক্ষাকারী ৩০০০ আফগান সেনা জয় করণান্তে দুর্গাধিকার করিলেন। বঙ্গেশ্বর দাউদ খাঁ রাজমহলে যুদ্ধদানার্থে ছাউনি করিলেন এবং সেই ছাউনি স্থানের এক পার্শ্বে পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে গঙ্গা থাকাতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর কএক মাস এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক মোগলগণের জয়ার্থ যত্ন সমস্ত নিষ্ফল করেন। পরিশেষে মোগল সেনাপতি পাটনা, ত্রিহুত ও অন্যান্য স্থানস্থ সেনা সমস্তের ও আগরা হইতে জল পথে প্রেরিত তোপ সকলের সহযোগে আফগান দলকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে দাউদ খাঁর ভ্রাতা জনিদ (যাঁহার সাহসিকতার উপর আফগানগণ অনেক ভরসা করিত) ও অপরাপর প্রধান যোদ্ধা নিহত ও আহত হইবাতে বঙ্গেশ্বরের সেনা সমস্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া প্রস্থান করিল ও তাহাদিগের অধিপতি শত্রু হস্তে বন্দী হইলেন। মোগল সেনাপতির নিকট দাউদ খাঁকে বন্দী করিয়া আনিলে তিনি তাঁহাকে সম্রাটের প্রতি অকৃতজ্ঞতা জন্য ভর্ৎসনা করিলেন ও বিদ্রোহাপরাধ হেতুক তাঁহার মস্তক চ্ছেদন করাইয়া তাহা দূত দ্বারা আগরায় প্রেরণ করিলেন। অবিচ্ছিন্নরূপে বঙ্গদেশের আধিপত্য যে রাজকুলের হস্তে দুই শত ষটত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ছিল তাহা দাউদ খাঁর মরণেই পর্য্যবসিত হয়। এই স্থানে আফগানদিগের বঙ্গাধিকারের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক। ইউরোপে গথ এবং ভাণ্ডালগণ শাসিত ও বিজিত দেশ সমস্ত যে রূপ স্বদলীয় প্রধান যোধগণকে বণ্টন করিয়া দিয়াছিল বঙ্গের আফগানগণও প্রায় সেই রীতি অবলম্বন করে। বকতিয়ার খিলিজি ও তাঁহার পরের অন্যান্য বঙ্গ জয়কারীরা বঙ্গদেশ অধিকার করতঃ এক একটী প্রদেশ আপন২ অধিকার স্বরূপ বাছিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত দেশ তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রধানগণকে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই প্রধানগণ পুনশ্চ নিজ২ অধিকার অধীনস্থ সেনানীগণকে বিভাগ করিয়া দেন। সেনানীগণকে ভূমির অধিকার জন্য কতক গুলিন সেনা রাখিতে হইত ও সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেই সকল সেনা লইয়া তাহারা নিজ২ প্রধানের সহিত অধিশ্বরের সহায়ে যুদ্ধ করিত। প্রাগুক্ত সেনানীগণ ভূমি কর্ষণাদি না করিয়া স্বাধিকারস্থ ক্ষেত্রাদির চাষ করাইবার জন্য ভূমি সমস্তে হিন্দু প্রজা বসাইতেন এবং তাহারাই বর্ত্তমানের জমিদারীর প্রজার ন্যায় ভূমিকর্ষণাদি করিয়া চাষ করিত ও ভূস্বামীকে নিয়মিত কর যথাসময়ে প্রদান করতঃ উৎপন্ন শস্যের লাভ ভোগ করিত। প্রজাগণ উত্তম না থাকিলে কর প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয় সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভূস্বামীগণ কৃষী প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেন না।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকার অন্তর্গত বোষ্টন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা (যিনি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমেরিকায় বাস করিয়াছিলেন) বসায় নির্ম্মিত বাতির ব্যবসা করিতেন। ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার মাতার সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে পঞ্চদশ গর্ভের পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (যিনি বোষ্টন নগরের এক খানি সংবাদ পত্রের মুদ্রাকার এবং প্রকাশক

ছিলেন) নিকট শিক্ষানবিস থাকেন। এই সুযোগে তাঁহার বাল্যকালের পড়িবার দৃঢ় ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল অধিকন্তু তিনি তাঁহার রচনা শক্তির পরীক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন। কোন রাজ্য তান্ত্রীক প্রবন্ধের অবৈধতা বশতঃ এই পত্রিকার প্রকাশককে কারারুদ্ধ এবং পত্র বন্ধ করিতে আজ্ঞা করা হয়। এই অনুমতি প্রকারান্তরে এড়াইবার নিমিত্ত পত্র খানি ফ্রাঙ্কলিনের নামে প্রকাশ করাতে তিনি শিক্ষার্থ প্রবেশ কালে যে সকল নিয়মে বদ্ধ হইয়াছিলেন তৎ সমস্ত ফলতঃ অকর্ম্মণ্য হয়। আত্মীয় বলিয়া যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা না করিয়া তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে অত্যন্ত কঠিন ব্যবহার করিতেন। ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার ভ্রাতার কারা মুক্তির পর অধীনতা অস্বীকার করিয়া অর্থ অথবা কোন পারিচয় পত্র ব্যতিরেকে গোপনে নিউইয়র্কে যাত্রা করেন এবং তথায় কোন প্রকার কর্ম্ম না পাওয়াতে ফিলেডেলফিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। যৎকালে তিনি তীরে অবতরণ করেন তৎকালে এক খানি তিন পয়সার রুটি ও একটী ডলার মাত্র তাঁহার সম্বল ছিল। তথায় তিনি একটী মুদ্রা যন্ত্রের অক্ষর সন্নিবেশকের কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। তিনি পেন্সিলভিনিয়ার গবর্ণর সর উইলিয়ম কিথ্ কর্ত্তৃক ছাপিবার অক্ষর এবং অন্যান্য বস্তু ক্রয় করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ড গমনে ও কোন প্রকার ব্যবসা অবলম্বন করিতে অনুমোদিত হয়েন। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া ফ্রাঙ্কলিন দেখিলেন যে গবর্ণর কিথ্ জামিনী চিঠি অথবা পরিচয় পত্র প্রেরণ বিষয়ে তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করিয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত পুনর্ব্বার বর্ণ সংযোজকের ব্যবসা অবলম্বন করেন। তিনি লণ্ডনে অবস্থান কালে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন এবং স্বাধীনতা, আবশ্যকতা, আনন্দ এবং দুঃখ সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে পাপ এবং পুণ্যের অবিভিন্নতা প্রমাণ করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন ফিলেডেলফিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া মুদ্রাঙ্কন ও কাগজাদির ব্যবসা অবলম্বন করেন এবং ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টব্দে তাঁহার "পুওর রিচার্ডস আলম্যানাক্" আখ্য যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহাতে পরিমিত ব্যয় ও রিতীমত পরিশ্রমের নিয়মমূলক মতাদি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্ট রূপে লিখিত থাকাতে লোক সমাজে বহু আদৃত হইয়াছিল।

১৭৩৬ খ্রীষ্টব্দে পেনসিলভিনিয়ার সাধারণ সমাজের মুহুরির কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয় এবং পর বৎসর তিনি ফিলাডেলফিয়ার ডাক্ গৃহের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসিসদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে আত্মরক্ষার্থ আমেরিকানগণকে সম্মিলিত করণে বেঞ্জামিন বিশেষ যত্ন করেন এবং সেই যত্ন সফল হইবাতে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন ও তাহাতেই আমিরিকানেরা তাহাদিগের আত্মবল অবগত হয়। এই সময়ে তিনি বিদ্যুতীয় পরীক্ষা

আরম্ভ করেন এবং ঐ বিষয়ক যে সকল আবিক্রিয়া করিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে তাড়িতাগ্নি ও বিদ্যুৎ এক পদার্থ।

বেঞ্জামিনের মতে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা মাত্রেরই পরিশেষ উদ্দেশ্য জনসমাজের কার্য্য সৌকর্য্য সাধন সুতরাং তিনি নিজ আবিষ্কৃত বিদ্যুতীয় জ্ঞানকে কার্য্যও উপকারে পরিণত করণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং হর্ম্মাদিকে বজ্রাগ্নি হইতে রক্ষার্থ তৎপার্শ্বে লৌহময় বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ড স্থাপনের বিধি দেন ও তাহার হিতকারিত্ব প্রচার করেন।

১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাধারণ সমাজে সভ্যরূপে পরিগ্রহিত হয়েন এবং তদবস্থায় সাধারণের কার্য্যগুলি করাতে বিশেষ যশোলাভ করেন। তাঁহারই যত্নে সেনা সংস্থাপনার্থ একটী বিধি সভা দ্বারা নিবদ্ধ ও নিরূপিত হয় এবং তিনি ফিলেডেলফিয়ার সৈন্যাধক্ষ্যার পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পেনসিলভিনিয়ার প্রতিনিধি স্বরূপ ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে তাঁহাকে "রয়াল সোসাইটীর" সভ্য রূপে গ্রহণ করা হয় এবং সেন্ট অনড্রস, এডিনবর্গ ও অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয় ত্রয় হইতে তাঁহাকে রাজনৈতিক ডাকতার (পারদর্শী) উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন আমরিকায় প্রত্যাগমন করেন এবং দুই বৎসর পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বপদে নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েন। এই সময়ে তাঁহাকে ইংলণ্ডীয় নিম্ন শাসক সভায় আমরিকার ষ্ট্যাম্প আইন সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আমরিকার সম্মিলিত রাজ্য সকলের কনগ্রেসাখ্য সমাজের সভ্যরূপে পরিগ্রহিত হয়েন। ইংলণ্ডের সহিত আমরিকানগণের স্বাধীনতা জন্য যে বিবাদ আরম্ভ হয় তাহাতে তিনি বিশিষ্ট রূপে সংলিপ্ত ছিলেন এবং ফ্রান্সে গমন করিয়া ফরাসিসদিগের সহিত পরস্পরের সাহায্যের নিমিত্ত যে সন্ধি স্থাপন করেন তজ্জন্য ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের মধ্যে একটী বিষম সংগ্রাম উপস্থিত হয়। বেঞ্জামিন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিরূপিত সদ্ভাবের সন্ধি সম্বদ্ধ করেন এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রধান নিয়ামক সমাজের সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চতুরশীতি বর্ষ বয়ক্রম কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এক জন যথার্থ স্বগুণোন্নত ও স্বনাম খ্যাত পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার বিচক্ষণতা কেবল এক পথরোহী ছিল না। রাজনৈতিক, বিবিধ বিষয়ক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াও তিনি অনেক রাজ্য তান্ত্রিক কার্য্য সম্বন্ধীয় রচনা করিয়াছিলেন এবং এতদ্ভিন্ন দুই খণ্ড নানা বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রচার করেন। বেন্জামিনের ন্যায় লোকমঙ্গল সাধনের শক্তি বা সুযোগ অত্যাল্প লোকেরই থাকে এবং যাহাদিগের থাকে তাহাদিগের মধ্যে অত্যাল্পেই সেই শক্তি বা সুযোগকে তদপেক্ষা উত্তম রূপে ব্যবহার করেন। ফ্রাঙ্কলিন নিজ রচনা দিতেই প্রকাশ করিয়াছেন যে তৎকৃত লোক হিতকর কার্য্যাদি করণার্থ তাঁহার আপনার কোন রূপ ক্ষতি বা ক্লেশ হয় নাই। নিজ সংসার যাত্রা সম্বন্ধে ও প্রকাশ্য কার্য্যাদি বিষয়ে তিনি যে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার ঈশ্বরদত্ত কার্য্য ক্ষম শক্তি জন্য বলা যায় না, আর যদি হয় তবে ঐ শক্তির প্রশস্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। বেঞ্জামিনের সাধারণ বুদ্ধি এত প্রখর ছিল ও তিনি মনুষ্য স্বভাব এরূপে উত্তম বুঝিতেন যে অনুভব ও দূরদর্শিতার বলে তিনি

যে বিষয়ে যাহা বলিতেন তাহা ফলতঃ অলঙ্ঘ্য বেদ বাক্যের ন্যায় হইত; অধিক কি তাঁহার বাক্য অন্তীয় বন্ধুগণের দ্বারা দৈবজ্ঞের বাক্যের ন্যায় ভাবি ঘটনার জ্ঞাপক বোধ করা হইত। কার্য্য কালে তাঁহার চিত্ত কদাচ অব্যবস্থিত প্রতিহত বা ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হইত না এবং তাঁহার একাগ্র ভাব দর্শনে বিপক্ষগণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে অসভ্য ও অহঙ্কারী বলিত কিন্তু অপরাপর লোকের প্রমাণ দ্বারা সেই অপবাদ সমস্ত অমূলক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বেঞ্জামিন প্রতারণা জানিতেন না ও কদাচ কাল্পনিকাচারে লোককে প্রতারিত করেন নাই। তাঁহার ব্যবহারাদির অসামান্য সরলতাগুণে বিপক্ষ হৃদয়কেও বিরোধে বিরত ও সমস্ত লোকের মনোহরণ করিত। ফ্রাঙ্কলিনের জীবনের অপ্রকাশ্য ভাগও অতি সুন্দর ও দোষশূন্য ছিল এবং সকলেই তাহা প্রিয় জ্ঞান করিত। যেহেতু তাঁহার নিম্ন লিখিত গুণদ্বয়ে সর্ব্বজন সন্তোষ সাধন করিত। প্রথমতঃ তিনি আত্মোন্নতি সম্পাদনে নিতান্ত বিমুখ ছিলেন; দ্বিতীয়ত বন্ধুসমাজে অসঙ্কুচিত চিত্তে সর্ব্বরূপ নির্দ্দোষ আমোদে সহকারী হইতেন এবং তদ্দ্বারা যে স্থানেই থাকিতেন তত্রত্য সভ্য সৎ ও সুবিজ্ঞ সকলেরই সম্যক্ স্নেহাস্পদ বন্ধুভাব পাইতেন।

পঙ্গপাল।

প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা যে সকল পতঙ্গকে গ্রীলন শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন পঙ্গপালও তদন্তর্গত। সচরাচর যে সকল ফড়িঙ্গ দেখা যায় তাহাও ঐ জাতীয় এবং তাহাদিগের সাধারণ অবয়বও পরিভ্রমণ পরায়ণ পঙ্গপালের সদৃশ। পঙ্গপালের দেহের স্থূলতার সহিত তুলনায় দৈর্ঘ্য অধিক এবং পৃষ্ঠদেশ সবুজ বা খয়রারঙ্গের এক প্রকার কঠিন চর্ম্ম দ্বারা আবৃত ইহাদিগের মস্তক বৃহৎ ও উর্দ্ধ অধোগামী সরল রেখার ন্যায় ভাবে দেহের সহিত সংযোজিত এবং দুইটী অনধিক এক ইঞ্চি দীর্ঘ স্পর্শ শক্তি বিশিষ্ট শৃঙ্গ দ্বারা সজ্জিত। চক্ষুদ্বয় কোটর বহির্গত কৃষ্ণ বর্ণের ও ঘুর্ণমান; চোয়ালদ্বয় সবল ও এরূপ তিনটী সূক্ষ্মাগ্র দন্তে পরিসমাপ্ত যে তাহার সূক্ষ্মাগ্র সকল পরস্পর সংযুক্ত হইলে এক প্রকার কাঁচির কার্য্য করে। ইহাদিগের পক্ষ চারটী তন্মধ্যে উপরের দুইটী নিম্নস্থ দুইটীকে আবৃত করিয়া রাখে ও তদপেক্ষা দীর্ঘ ও কঠিন হয়। নিম্নস্থ দুইটী পক্ষ প্রায় স্বচ্ছ কোমল, যালী বিশিষ্ট ও পাখার ন্যায় গুড়ান যায়। ইহাদিগের সম্মুখের চারটী পা মধ্যপিত পরিমাণের এবং আহার গ্রহণ ও ধারণ ও বৃক্ষাদি আরোহণের বিশেষ উপযোগী। এতদ্ভিন্ন দুইটী পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দীর্ঘতর এবং এরূপ সবল যে তদ্দ্বারা পঙ্গপাল নিজ দেহের (যাহা প্রায় দুই হইতে তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়) দুই শত গুণের ও অধিক পরিমিত স্থান লম্ফ দিয়া লঙ্ঘন করিতে পারে। পঙ্গপালের বর্ণ কপিশ কটা অথবা পাথরের মত উপরের পক্ষ ও মস্তকের চর্ম্মোপরি পেঁশে রঙ্গের বিন্দুযুক্ত মুখ ও জঙ্ঘার ভিতর পিটের বর্ণ নীল মিশ্রিত, পক্ষ সবুজ, নীল বা কখন২ রক্ত বর্ণের হয়। পঙ্গপালের ভিতরের পক্ষদ্বয় অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত ও তাহা সূক্ষ্ম শীরা দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। অনেক মুসলমানে বলেন যে পঙ্গপালের পক্ষে শীরা দ্বারা একটী আরবী বাক্য লিখিত আছে ও তাহার অর্থ যে পঙ্গপালেরা ঈশ্বরের ধ্বংসকারী সেনা।

স্ত্রী পঙ্গপাল গুলি সচরাচর ৪০টী ডিম্ব এক

সময়ে প্রসব করে ও ঐ ডিম্ব সকল যবের ভিতরস্থ শস্যের আকার কিন্তু ক্ষুদ্রতর এবং প্রসবান্তে কদাচ এক প্রকার আটা দ্বারা তৃণের শিশে সংযুক্ত করা হয় কিন্তু অধিকাংশই ভূমিতে সংস্থাপিত হয়। এই হেতু স্ত্রী পঙ্গপালেরা বালুকা মিশ্রিত নম্র মৃত্তিকা অনুসন্ধান করিয়া লয় এবং উত্তমতর স্থানান্বেষণে অক্ষম হইয়া বৃষ্টি, বায়ু বা শ্রান্তী দ্বারা নীত না হইলে কখন নিরেট (এটেল) ভিজে বা কর্ষিত ভূমিতে অণ্ড ত্যাগ করে না। ডিম্ব প্রসবান্তে স্ত্রীগুলি মরিয়া যায় এবং সমস্ত শীত কাল ডিম্ব সকল ঐ অবস্থাতেই থাকে এবং যদি অধিক বৃষ্টি বা শিশির দ্বারা তাহার আটাময় আবরণ নষ্ট না হয় তবে গ্রীষ্মের উদয়ে তৎ সমস্ত প্রস্ফুটিত হয়। যে বৎসর গ্রীষ্ম কিছু সত্বরে আরম্ভ হয় সে বৎসর ঐ অণ্ড গুলিন ফাল্গুন মাসের প্রথমেই প্রস্ফুটিত হয় এবং গ্রীষ্ম বিলম্বে আরম্ভ হইলে বৈশাখ মাসে ফোটে। ডিম্ব হইতে নির্গত জীবগুলি ক্রমশঃ প্রজাপত্যাদির ন্যায় জরায়ু সদৃশ সূক্ষ্ম চর্ম্মকোশাবৃত দশা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় চতুর্ব্বিংশ দিন থাকিলেই সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিছু দিন আহার ত্যাগ করিয়া থাকে, পরে কোশ ভগ্ন করিয়া নির্গত হয় ও বাহির হইয়াই পশ্চাৎ পদ দ্বারা পক্ষ বিস্তারিত ও সঞ্চালিত করিয়া উড়িবার উদ্যোগ করে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তৎস্থান ত্যাগ না করিয়া যদবধি সমস্ত দল উড়িতে সক্ষম না হয় তদবধি সেই স্থান সন্নিকটে অবস্থান করে। পরিশেষে সমস্ত নবজাত পতঙ্গ একত্রে দল বদ্ধ হইয়া শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া সে প্রদেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে। যাঁহারা উড্ডীন পতঙ্গপাল দেখেন নাই তাঁহাদিগের মনে বর্ণনা দ্বারা তাহার স্বরূপ ভাবোদয় করা দুরূহ তবে যত্নের ত্রুটি করিব না। পতঙ্গপাল দূর হইতে যখন আসিতে থাকে তৎকালে বোধ হয় যেন এক খান বৃহদাকার অস্বচ্ছ মেঘ আসিতেছে এবং এত অধিক সংখ্যায় একত্রে আসে যে তাহাদিগের পরস্পরের পক্ষ ঠেকিয়া এক প্রকার খড় খড় শব্দ হইতে থাকে। তাহারা যে স্থানে অবতরণ করে সে স্থানের সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিজ্য অল্প কাল মধ্যে তাহাদিগের দ্বারা বিনষ্ট হয়। তাহাদিগের অত্যাচারে অতি উর্ব্বরা ও বহু শস্যপূর্ণ ভূভাগও মরু স্থানের আকৃতি ধরে এবং বৃক্ষ লতাদি নিষ্পত্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফল পত্র মঞ্জরী আহারের পর তাহারা তরুলতাদির ছাল খায় এবং কখন২ চালের খড়ও ত্যাগ করে না। কি বিষাক্ত গুল্মাদি কি পুষ্টিকর রসপূর্ণ বৃক্ষাদি তাহাদিগের সর্ব্ব গ্রাসী চর্ব্বণ হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তাহাদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে সমস্ত প্রদেশ ফল, ফুল, দল, মঞ্জরী প্রভৃতি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে নন্দন কাননের ন্যায় লোক মনোরঞ্জন করে তৎ সমস্ত তাহাদিগের প্রস্থান কালে মরুস্থানের আকার ধারণ করে। পঙ্গপালগণের আচরণে বোধ হয় যে তাহাদিগের আশ্চর্য্য ক্ষুধা কোন মতে নিবৃত্ত হয় না এবং তাহাদিগের শক্তি, অধ্যবসায় ও সত্বর ধ্বংসকারীতা দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। অনাবৃত স্থান সকলেই যে তাহাদিগের অত্যাচার হয় এরূপ নহে গৃহবাসীগণের প্রতি তাহাদিগের আগমন অল্প ক্লেশকর নহে। তাহারা প্রান্তর, উদ্যান, ক্ষেত্রাদির উৎপত্তি সমস্ত নিঃশেষ করে, শস্যাগারের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত সঞ্চিত গোধুমাদি সমস্ত শস্য ভক্ষণ করে এবং বাস বাটীর রন্ধন, ভোজন, শয়ন, উপবেশন স্থানাসমস্তে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থগণের বিশেষ পীড়াদায়ক হয়। তাহারা লম্ফ দিয়া কখন স্কন্ধে, কখন মস্তকে ও কখন মুখমণ্ডলে পড়িবাতে গৃহস্থগণ স্থির ভাবে বসিতে পায় না;

হঠাৎ মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার ভয়ে সচ্ছন্দে কথোপকথন চলে না, আহারিয় দ্রব্যোপরি পতনে ভোজনের ব্যাঘাত জন্মে, ইত্যাদি প্রকারে সকল কার্য্যের প্রতিবন্ধক ও যৎপরোনাস্তি বিরক্তকর হয়। পরে রজনীযোগে তাহারা শূন্য মার্গ্য হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত স্থান তাহাদিগের দ্বারা আবৃত হয় ও কোন২ স্থানে এত অধিক পরিমাণে নামে যে তথায় উপর্য্যুপরি বসিয়া দুই চার ইঞ্চি পুরু হইয়া থাকে। এই সকল স্থান দিয়া ভ্রমণকারীগণের গমন করা দুষ্কর হয়, যেহেতু আরোহিত অশ্বাদির মর্দ্দনে তাহারা ভীত হইয়া একেবারে এদিকে সেদিকে লম্ফ দেওয়াতে পশু সকল চমকিত হয় ও আর অগ্রসর হইতে চাহে না।

পঙ্গপাল জীবদ্দশাতেই যে লোকের অপকারকর হয় এরূপ নহে তাহারা যখন মরিয়া যায় তৎকালে সেই মৃত দেহ সমস্ত পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় ও তদ্দারা বায়ু দুষ্ট হইয়া নানারূপ সংক্রামক রোগের উৎপত্তি করে। ভারতবর্ষে পঙ্গপালের আগমন জন্য যে অনেক স্থান মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা জনশূন্য করা হইয়াছে তাহার ভূরি২ প্রমাণ আছে। ইত্যাদি রূপ বিপদাকর হইবাতে পঙ্গপালের উদয় লোক সমাজে কুলক্ষণরূপে গ্রহীত হয় এবং যে কোনরূপে হউক তাহাদিগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে সকলে যত্ন করে। প্রায় সকল সামান্য লোকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে উচ্চ শব্দে পঙ্গপালগণ ভীত হয় ও যে স্থানে বহু শব্দ হয় তথায় উহারা অবতরণ করে না। এই জন্যই লোকে পঙ্গপালের আগমনের সন্ধান পাইলে হাঁড়ি, কলসী, বগুনা, থালা, ঢোল ঢাক ঘণ্টা প্রভৃতি লইয়া উচ্চ শব্দ করিতে থাকে ও স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। এতদ্দর্শনে আশু হাস্যোদয় হইতে পারে, কিন্তু যখন আমরা লোকের তদ্রূপ আচরণের কারণের প্রতি মনোনিবেশ করি তখন আর হাস্য হয় না, কারণ ধন প্রাণের নিমিত্ত মনুষ্যকে উহাপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক ব্যাপারে নিযুক্ত দেখা যায়। শব্দ দ্বারা ভীত হইয়া এই পতঙ্গ সেনা বাস্তবিক অবতরণে বিরত হয় কি না তাহা স্থির করা যায় নাই, কিন্তু এপর্য্যন্ত নিশ্চিত বলা যায় যে সন্ধ্যা আগত হইলে অথবা তাহারা শ্রান্ত হইলে যে স্থানে পায় সেই স্থানেই নামে ও কোন বাধার ভয় করে না। অনেক বার এরূপ ঘটিয়াছে যে শ্রান্ত পতঙ্গপাল সকল নদী ও সাগর সলিলে অবতরণ করিয়াছে। পঙ্গপাল গণ কোন প্রদেশে নামিলে পর লোকে তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য ঐরূপ উপায়াদি অবলম্বন ভিন্ন কিছু করিতে পারে না। আর বৃষ্টি হইলে বা শিশির পড়িলে যদবধি নিশির শিশির বা জল সমস্ত সূর্য্যতাপে পরিশুষ্ক না হয় তদবধি তাহাদিগকে দূর করণের চেষ্টা সমস্তই নিষ্ফল হয় যেহেতু জল ও শিশির লাগিয়া পক্ষগুলি জড়াইয়া যাইবাতে তাহাদিগের উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। ঐ পতঙ্গ দল অতি বৃহৎ হইলেও সশস্য ভূমিতে নামিলে শস্যহানি না করিলে তাহাদিগকে নষ্ট করিবার কোন উপায় থাকে না, কিন্তু শস্য হীন প্রান্তরে যাইলে অথবা তথায় নামিলে তাহাদিগকে যে কৌশলে বিনষ্ট করা হয় তাহা নিম্নে লিখিতেছি। যে স্থানে ঐ পতঙ্গ সমস্ত নামে সেই প্রান্তরের এক সীমায় দুই তিন হস্ত গভীর ও তদ্রূপ প্রশস্ত একটী সুদীর্ঘ নালা কাটা হয় ও সেই নালার বহিপার্শ্বে শতমুখী, যষ্টি প্রভৃতি লইয়া কতকজন দাঁড়াইয়া থাকে। তৎপরে বহুসংখ্যক লোক ঐ নালার দুই শেস মুখ হইতে ক্রমশঃ অর্দ্ধ-

চন্দ্রাকারে পতঙ্গ দলকে ঘেরিয়া লইয়া নানা শব্দ করিতে থাকে ও তাড়া দেয়। পঙ্গপাল সকল এই রূপে ভীত হইয়া ক্রমে ক্রমে নালারদিকে যাইয়া অনেক তন্মধ্যে পড়ে। যাহারা না পড়ে তাহাদিগকেও লোকগণ ফেলিয়া দিলে বহিপার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা হস্তস্থ শতমুখী যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা পলায়ন তৎপর পতঙ্গ সকলকে পুনর্ব্বার নালায় ফেলিয়া দেয় ও তদুপরি মৃত্তিকা নিক্ষেপ দ্বারা নালাটী পুরাইয়া ফেলে।

সংহাররূপী পঙ্গপাল দলের বহু প্রকার শত্রু আছে, শূন্যপথে উড্ডীনাবস্থায় কাক, চিল ও অন্যান্য পক্ষিতে ধরিয়া খায়; শৃগাল, কুক্কুর, শূকর, বিড়ালাদি পশুগণও তদ্ভক্ষণে রত; এতভিন্ন ভেক, সর্প, গোধা ও টিক্‌টিকিতে আহার করে; আর জলে পড়িলে মৎস্যাদিতেও ধরিয়া উদরস্থ করিয়া থাকে। প্রবল বায়ু, শীতল বৃষ্টিধারা ও করকাঘাত উড্ডীন ও ভূমিস্থ পঙ্গপাল দলের এত হানিজনক যে সময়েং তদ্দারা কোটিং নষ্ট হইয়া যায়। অনেক স্থানে পঙ্গপাল আহারীয় দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হয় এবং কোনং দেশে তাহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ অসময়ে আহারার্থ শুঁটকী মৎস্যের ন্যায় সঞ্চিত রাখা হয় ও কখনং গুঁড়াইয়া ময়দার ন্যায় হইলে তদ্দারা রোটিকাদি নির্ম্মিত হয়। এই রূপে নির্ম্মিত রোটিকা ও শুষ্ক পঙ্গপাল দ্বারা দুর্ভিক্ষ কালে লোকদিগের বিশেষ উপকার হয় এমন কি কখনং তাহাদ্বারা প্রাণরক্ষা পায়। তুরস্ক দেশীয় কালিফদিগের রাজধানী বোগদাদের বিপনি সকলে শুষ্ক ও জীবিত পঙ্গপাল মৎস্যাদির ন্যায় নিয়ত বিক্রয় হয় ও তত্রত্য স্যূপকারগণ তাহা বহু রূপে রন্ধন করাতে লোকে সাদরে আহার করে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

অবলা বিলাপ।

(শ্রীমতি অন্নদাসুন্দরী দাসী প্রণীত)

ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্যাবতী কামিনীগণের কথা আলোচনা করিলে, এতদ্দেশীয় যোষা বৃন্দকে এক প্রকার অসভ্য দেশ বাসিনী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক জনষ্টুয়ার্ট মিলের স্ত্রী "ওএষ্ট মিনিষ্টার রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পুস্তকে উৎকৃষ্টং প্রবন্ধ লিখিতেন। পণ্ডিত চূড়ামণি ফসেটের স্ত্রীর রচিত রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সমূহ তথা মিসেসষ্টাউ, মিসেস্ নরটন, কুমারি ব্রাডন প্রভৃতির রচিত উপন্যাসাবলী পাঠ করিলে, তাঁহাদিগকে এতদ্দেশীয় পুরুষগণ অপেক্ষাও সুশিক্ষিতা বিবেচনা হয়।

আমাদিগের বঙ্গীয় কামিনীগণের বিদ্যালোচনা যে পূর্ব্বাপেক্ষা দিনং বৃদ্ধি হইতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক এবং এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে লিখিত আলোচ্য পুস্তিকা, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা। তিনি শৈশবাবস্থায় পতি বিয়োগ প্রভৃতি নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া, হৃদয়কে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত বহু পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করতঃ তাহার ফল স্বরূপ "অবলা বিলাপ" সুমধুর পদ্যে প্রণয়ন করিয়াছেন। এই শোক-সূচক পদ্য নিশ্চয় গ্রন্থ কর্ত্রীর স্বীয় অবস্থা উত্তমরূপ ব্যক্ত করিতেছে। ইহা পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয় দুঃখে বিলোড়িত হইল। কবিতা গুলি অতীব সরল এবং সুভাবব্যঞ্জক তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী পাঠে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

দিবা অবসান।

দিবা অবসান প্রায়, ভানু অস্তাচলে যায়,
সরোবরে কাঁদে কমলিনী।
হইল বিরহ ত্রাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
যায় কান্ত; আগত যামিনী॥
মনে পেয়েছে বেদনা, তাই মলিন-বদনা,
সরসী হিল্লোলে মৃদু দোলে।
কাঁদে কন্যা বিনা পতি, সরসী দুঃখিত অতি,
তাই বুঝি দোলাইছে কোলে॥
কমলিনী করি কোলে, সরসী কল্লোল ছলে,
সান্ত্বনা করিছে যেন কত।
মনে না মানে প্রবোধ, আঁখি দল হল রোধ,
বিরহ সন্তাপে জ্ঞান হত॥

উৎকল দর্পণ।—এতন্নামবিশিষ্ট মাসিকপত্রের প্রথম দুই সংখ্যা আমরা পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ইহা বালেশ্বরের পি এম সোনাপটীর উৎকল যন্ত্রে উৎকলীয় অক্ষরে মুদ্রিত ও বৈকুণ্ঠ-নাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকলবাসী উড়েদিগকে অসভ্য বানর বলিয়া অনেকে উপহাস করেন, কিন্তু "উৎকল দর্পণ" পাঠে সেই উপহাস অকারণে প্রযুক্ত বোধ হয়। এই পত্রের প্রবন্ধগুলি সচরাচর কথিত উৎকলীয় ভাষায় লিখিত এবং তদ্দেশীয়গণের পক্ষে বিশেষ জ্ঞানগর্ভ হইয়াছে। উৎকলের ইতিহাস বিষয়ক অনেকগুলিন সংস্কৃত ও উৎকলীয় ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থ আছে এবং তন্মধ্যে অনেক এ দেশে দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু তথায় অনায়াস লভ্য। অতএব এতৎপত্রের প্রকাশকগণ যদি যৎকিঞ্চিৎ যত্ন লইয়া সেই সমস্ত গ্রন্থ সঞ্চয় করতঃ ক্রমশঃ ইহাতে প্রকাশ করেন তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমরা ইতি-পূর্ব্বে "গজপতি বংশাবলী", "শঙ্কর কথা" "শঙ্কর বিজয়" প্রভৃতি কএক খান গ্রন্থ আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্যামোদী ব্যক্তির সহায়তা অভাবে সে যত্ন নিষ্ফল হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা "উৎকল দর্পণের" উদয়ে সাহস পাই-য়াছি এবং বোধ করি যে তৎসম্পাদক নিজ পত্রে উক্ত গ্রন্থাদি প্রকাশে যদি বিরত হয়েন তবে আমাদিগের উপকারার্থ তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন।

ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ এবং সমস্থল প্রক্রিয়া——এই গ্রন্থ হিতৈষী যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংকলিত ইহা পূর্ব্বে একবার মুদ্রিত হইয়াছিল এবং এবার নানা স্থান পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনশ্চ মুদ্রিত হই-য়াছে। রচয়িতা পাঠকমণ্ডলীর নিকট অপরিচিত নহেন, যেহেতু তৎকৃত খগোল বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থের অনেকেই প্রশংসা শুনিয়াছেন। বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহার যে অধিকার আছে উল্লিখিত গ্রন্থ-দ্বয়ই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ দিতেছে। নবীন বাবু ইত্যাদি প্রকার কঠিন বিষয় যে সরল ভাষায় সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট শ্রম ও যত্ন ব্যতিরেকে হইতে পারে না। তিনি কত অনু-সন্ধান ও পরিশ্রম দ্বারা গ্রন্থ সঙ্কলন করেন তাহা তৎপ্রকাশিত "সংগীত রত্নাকর" পাঠে পাঠকগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন আমরা তাহার সমা-লোচনা সময়ান্তরে সাবকাশ মতে প্রকাশ করিব। আলোচ্য গ্রন্থ পঞ্চভাগে বিভক্ত তন্মধ্যে প্রথম ভাগে ব্যবহারিক জ্যামিতি ও জ্যামিতি তত্ত্ব; দ্বিতীয় ভাগে রৈখিক পরিমাণ; তৃতীয় ভাগে ভূমি পরিমাণ ও পঞ্চম ভাগে জরীপ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অনেক সম্পাদ্য ও উপপাদ্যের সহিত বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণাপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত হইবাতে গ্রন্থের

কায়া অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ছাত্রগণের শিক্ষার অধিক সুবিধা ঘটিয়াছে। আর দিগ্দর্শন যন্ত্র, কোন বীক্ষণ-যন্ত্র, প্লেনটেবিলের দ্বারা জরীপ করণ প্রথা এবং সমস্থল প্রক্রিয়া ও মানদণ্ড ঘটিত কতকগুলি কথা নূতন সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এবম্প্রকার গ্রন্থ লিখিতে গেলে বিজ্ঞানবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞান, মনোবৃত্তির প্রখরতা ও ভাষায় অধিকার নিতান্ত প্রয়োজন এবং তৎসমস্ত সম্বন্ধে নবীন বাবুর কিছু মাত্র অভাব পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার শব্দ সন্ধান অব্যর্থ, লক্ষ স্থির এবং চিত্তবৃত্তি পরিষ্কার ও প্রখর। অনেকে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে এরূপ দুরূহ পারিভাষিকাদি সন্নিবেশ করেন যে তাহা শিক্ষার্থীগণের পক্ষে অতি দুরূহ ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে, সুতরাং তদ্গ্রন্থ পাঠে ছাত্রগণের বিশেষ ফল হয় না। যে কোন প্রকারে হউক ছাত্রেরা অভ্যাস ও স্মরণ শক্তির বলে পরীক্ষা প্রদানে কৃতকার্য্য হইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবিক কার্য্য সম্বন্ধে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। নবীন বাবুর গ্রন্থ খানি সে রূপ নহে, ইহা পাঠ করিলে ছাত্রেরা বুঝিতে পারে। কার্য্যকালে গ্রন্থ সন্নিবেশিত নিয়মাদির সাহায্য লইতে পারে। এই গ্রন্থখানি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ রচিত হইয়াছে তজ্জন্য আমরা ইহার ভাষাকে কঠিন বলিতে পারিলাম না, কিন্তু ইচ্ছা করি যে প্রণেতা ইহার অপেক্ষাও সরল ভাষায় লিখিলে ভাল হইত। এক্ষণে গ্রন্থখানি কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই পড়িয়া থাকে, কিন্তু সরলতম ভাষায় লিখিত হইলে অপরাপর লোকেও ইহা পাঠ করিত। আমরা এস্থলে একটী কথা না বলিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না এবং যদিও সে কথাটীর আলোচ্য গ্রন্থের সহিত দূর সম্বন্ধ তথাপি তাহা এস্থলে লিখা অযোগ্য নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা এদেশে ক্রমশঃ হইতেছে, এম এ, বি এ প্রভৃতি পরীক্ষা প্রদানার্থ ছাত্রগণকে বিজ্ঞান বিষয়ক বহুতর গ্রন্থ পাঠ করিতে হয় এবং তৎসমস্ত গ্রন্থাভ্যাস ব্যতিরেকে তাহাদিগের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব যে সকল ছাত্র প্রাগুক্ত উপাধি প্রাপ্ত হয় তাহারা যে বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক গ্রন্থ পাঠ করে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ফলে তাহাদিগের বিজ্ঞানিক জ্ঞান অল্প মাত্র জন্মে গ্রন্থসম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির উত্তরে তাহারা পটু হয়, কিন্তু কার্য্য সৌকার্য্যাদি সাধনে বিজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্য লইতে অথবা ঘটনাদির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। আমরা নিন্দা করিতেছি না, অথবা ছাত্রগণের দোষ দিতেছি না কেবল শিক্ষা-প্রণালীর অপরিপুষ্টতাবস্থা প্রকাশই আমাদিগের উদ্দেশ্য। ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কালে ছাত্রেরা যে বিজ্ঞানিক জ্ঞান লইয়া যায় ও ধনী ভদ্র লোকদিগের যে বিজ্ঞানিক জ্ঞান থাকে তাহা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণেরও থাকে না। শৈশব কাল হইতে সরলতম ভাবে বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষাপ্রাপ্তিই ইহার কারণ। আমাদিগের ভাষায় সেরূপ গ্রন্থ নাই ও বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অপর প্রকার। ইংলণ্ডাদির নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় সকলে বিজ্ঞানিক সরল গ্রন্থ সমস্ত পড়ান হইবাতে অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের মনে বৈজ্ঞানিক বিষয় সমস্তের একপ্রকার জ্ঞান জন্মে এবং তদ্দ্বারাই বিজ্ঞান বিষয়ে তাহাদিগের মনোবৃত্তি পরিচিত হয়। অধ্যাপকবর টিনডল, ফারাডে প্রভৃতির দ্বারা প্রদত্ত বালক শিক্ষোপযোগী যোগ্য বক্তৃতা সকল দেখিলেই তাহার সারল্য জানা যাইবে। অনেকে বলেন যে অল্পবয়সে দুরূহ দর্শন জ্ঞানের গ্রন্থসকল বালকেরা বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাঁহাদিগের এ ভ্রম উক্ত বক্তৃতাদি পাঠে দূর হইতে পারে। ঐ প্রকার সরল বিজ্ঞানিক গ্রন্থ না হইলে আমাদিগের শিক্ষা উত্তম হইবে না।

রহস্য-সন্দর্ভ।

নাম

পদার্থ সমালোচক মাসিক পত্র।

৭ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। সন ১২৭৯ [৭৮ খণ্ড।

জগদীশ্বরের প্রসাদাৎ আমরা "রহস্য-সন্দর্ভের" সপ্তম পর্ব্ব সমাপ্ত করিলাম ও তজ্জন্য পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ বলিতে পারেন যে পর্ব্ব যথাসময়ে সমাপ্ত হয় নাই এবং খণ্ডগুলীও যথা নিয়মে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এ অপবাদ অবনত ভাবে গ্রহণ করি এবং তদুত্তরে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে নানা কারণ বশতঃ পত্রের প্রকাশ বিষয়ে বহু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল এবং তজ্জন্যই তাহার প্রচার যথা নিয়মে হয় নাই। যাহা হউক আমরা পাঠকবৃন্দের নিকট নানা প্রকারে অপরাধী হইয়াছি ও তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধনে বিশেষ যত্ন করিতে পারি নাই। ব্যস্ততা হেতু শেষ কএক খণ্ডের রচনাদি উত্তম হয় নাই এবং বহু ভ্রম ও অনেক অনর্থক বাক্য ব্যয় হইয়াছে। আমরা যখন প্রাগুক্ত দোষ সমস্ত স্বীকার করিতেছি ও তজ্জন্য মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি তখন বোধ হয় সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমাগুণে নিজ নিজ মন হইতে অপ্রসন্নতা ভাব দূর করিবেন। যে সকল মহোদয়গণ "রহস্য-সন্দর্ভের" বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ও যাঁহারা তাহার জীবন রক্ষার্থ যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে এই অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা এ নূতন স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী পত্র খানিকে যেন ভুলেন না। যে মহোদয়গণ মূল্যাদি প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা সসম্ভ্রমে নিবেদন করিতেছি যে ৩০ বৈশাখ হইতে "রহস্য-সন্দর্ভের" যে নব পর্ব্ব প্রকাশারম্ভ হইবে তদ্দ্বারা আমরা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা ও সাহস করিতেছি। আর যে গ্রাহকগণ অদ্যাবধি মূল্য প্রেরণ করেন নাই তাঁহাদিগকে বিনীতভাবে কহিতেছি যে তাঁহারা অবিলম্বে আমাদিগের প্রাপ্য মূল্য প্রদানে বাধিত করিবেন যেহেতু বৈশাখ হইতে নব পর্ব্ব প্রকাশারম্ভ হইবে ও তাহা আমরা মূল্য না হইলে পাঠাইতে পারিব না। এই পত্রের অগ্রিম বাৎসরীক মূল্য ২।৶০ মাত্র,কিন্তু এক বৎসর কাল পত্র লইয়াও সেই মূল্য কেন প্রেরণ করা হয় নাই তাহা বুঝা যায় না। "রহস্য-সন্দর্ভ" এক্ষণে সহায় হীন জানিয়া সকলের ইহাকে সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের আর কিঞ্চিৎ ব্যক্তব্য আছে—প্রথমতঃ আমরা রহস্য-সন্দর্ভের ভার লইবার পর দুইবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবাতে অনেকের পত্রাদির সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই ও কতকের পত্রের উত্তর মাত্রেই দেওয়া হয় নাই। এই জন্য আমরা পত্র প্রেরকগণের নিকট

অপরাধী আছি ও ৩০ বৈশাখের পর যে সকল পত্র আসিবে তাহার উত্তরাদি প্রদানার্থ বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ কোন২ গ্রাহক ডাকের গোলযোগে "রহস্য-সন্দর্ভ" সকল সংখ্যা পান নাই, অতএব সেই গ্রাহকদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে ৩০ বৈশাখের পর তাঁহারা কোন্ কোন্ সংখ্যা পান নাই তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।

সুলতান মহম্মদ সূজা।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শাজিহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সূজা চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ক্রম সময়ে বঙ্গের সুবাদারীত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে সমস্ত ক্ষমতা দানে সাহস না করিয়া মন্ত্রীবর আসফঝার পুত্র সাইস্তা খাঁর হস্তে বেহারের শাসন ভারার্পণ করেন। সূজা পুনরপি রাজ মহলে রাজপাঠ স্থাপন করেন এবং তথায় যে একটী উৎকৃষ্টতর রাজ ভবন নির্ম্মাণ করান তাহার কয়েকটী গৃহ অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তিনি মানসিংহ স্থাপিত দুর্গটীকে দৃঢ়তর করেন এবং নগরটীকে রাজ পাটের যোগ্য করনার্থ অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন কিন্তু পর বৎসর দৈব দুর্ব্বিপাকে নগরে অগ্নি লাগাতে প্রায় সমস্ত নগর ও রাজ ভবনের উত্তরাংশ ভস্মসাৎ এবং বহু অর্থ ও প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ঐ অগ্নিদাহ হইতে রাজ পরিবার সমস্ত অনেক যত্নে ও কষ্টে রক্ষা পায়। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে গঙ্গার পথ পরিবর্ত্তিত হইবাতে তাহার সলিল সমস্ত বেগে নগরের প্রাচীরাদির উপর দিয়া বহিয়া যায় ও তদ্দ্বারা অনেক সুরম্য হর্ম্যাবলী সমূলে উৎপাটিত ও জল স্রোতে স্থানান্তরিত হয়। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গার স্রোত গৌরের প্রাচির পার্শ্বভাগ ধৌত করিয়া যাইত কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তাহা রাজমহলের পর্ব্বতাবলীতে স্রোতসলিল ঘাত দ্বারা নানাদহ ও ঘুর্ণি উৎপত্তি করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সূজার বহুদর্শিতাভাব ও তরুণ বয়স্কতা জন্য বিপৎপাতাশঙ্কায় সম্রাট শাজিহান পুত্রকে বঙ্গের শাসনার্থ প্রেরণ কালে তৎ সমভিব্যাহারে আজিম খাঁকে প্রধানামাত্য রূপে প্রেরণ করেন। আজিম খাঁ ইতিপূর্ব্বে পঞ্চ বৎসরকাল বঙ্গে সুবাদারী করিয়াছিলেন এবং অনতিপূর্ব্বে সূজা তাঁহার কন্যার পাণীগ্রহণ করেন। মহম্মদ সূজা নিজ শ্বশুরকে সহমানে রাখিবার উদ্দেশেই হউক বা আপনাকে তাঁহার সান্নিধ্য হইতে মুক্ত করিবার মানসেই হউক, আপনার প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকায় থাকিতে ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আজিম খাঁ তদবস্থায় থাকা বিরক্ত জনক বোধে স্বেচ্ছাক্রমে সম্রাটের অনুমতি পাইয়া আলাহাবাদের শাসনার্থ গমন করেন।

সুলতান মহম্মদ সূজা প্রথম রাজ্য সময়ে ইংরাজগণকে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তিনি ইংরাজদিগকে বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠী করণের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তাহাদিগের অর্ণবপোত সকল গঙ্গায় প্রবেশ করিতে পারিত না। যে জাতী মোগল রাজগণের সমকক্ষ হইয়াছিল, যাহা পরে তিমুর বংশীয়গণের রক্ষা করিয়াছে এবং যাহা এক্ষণে ভারতবর্ষে এক প্রকার একাধিপত্য করিতেছে সেই জাতীয়গণের প্রতি প্রাগুক্ত রূপ অনুকুলতাচরণের কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য বোধে আমরা এস্থলে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাজিহানের এক

কন্যার বস্ত্রে অগ্নি লাগিয়া দেহ গুরুতর দগ্ধ হইবাতে প্রধানামাত্য আসফ খাঁর অনুরোধে সুরট হইতে এক জন ইউরোপিয় চিকিৎসক লইবার জন্য অনৈকদূত প্রেরিত হয় এবং তত্রত্য ইংরাজ বনিক সভা ঐ কার্য্য সম্পাদনার্থ "হোপওয়েল" নামক অর্ণবপোতের চিকিৎসক গেবরিয়েল বাউটনকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে সম্রাট শিবির দক্ষিণে সংস্থাপিত থাকাতে বাউটন অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া ভাগ্যক্রমে চিকিৎসা দ্বারা কন্যাকে আরোগ্য করেন। সম্রাট্ অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বাউটনকে প্রসাদ প্রার্থনানুমতি দিলে তিনি নিজ স্বার্থলাভে বিমুখ হইয়া এই প্রসাদ যাচ্ঞা করিলেন যে তাঁহার জাতীয়েরা যেন শুল্কদান ব্যতিরেকে বঙ্গের সহিত বাণিজ্য করিতে ও তথায় কুঠী নির্ম্মাণ করিতে পায়। সম্রাট বাউটনের প্রার্থিত বিষয়ে অনুমতি দিয়া একখান সনন্দ পত্র তাঁহাকে প্রদান পুর্ব্বক বঙ্গদেশে যাইবার আয়োজনাদি করিয়াদেন। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাউটন বঙ্গে আগমন করত পিপলিতে গমন করেন এবং অনতিবিলম্বে তথায় একখান ইংরাজ বাণিজ্য পোত উপস্থিত হইবাতে পূর্ব্বোক্ত সনন্দ বলে তিনি ঐ তরীর সমস্ত দ্রব্য বিনা শুল্কদানে বিক্রয় করেন। পর বৎসর সূজা বঙ্গের শাসনার্থ নিয়োজিত হইলে বাউটন রাজমহলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও অন্তপুরস্থা কোন অঙ্গনাকে পার্শ্ব বেদনা হইতে মুক্ত করিয়া বঙ্গেশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়েন। এই ঘটনাতেই বাউটন সম্রাট দত্ত সনন্দকে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হয়েন। মেঃ ব্রিজমান ও কএকজন ইংরাজ এই সময়ে পিপলিতে আগমন করিলে বাউটন তাঁহাকে রাজ সন্নিধানে লইয়া যান ও বালেশ্বর ও হুগলীতে কুঠী স্থাপনের আজ্ঞা লয়েন।

সূজা আট বৎসর বঙ্গখণ্ড সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিলে পর সম্রাট আহ্বান করেন ও তাঁহার অনুপস্থিতিতে নবাব এতকাদ খাঁকে বঙ্গদেশে শাসনে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে সম্রাট লাহোরে ছিলেন ও তথায় সূজা উপস্থিত হইলে বহু সমাদর ও স্নেহের সহিত আলিঙ্গনাদি পূর্ব্বক কিছু দিন নিকটে রাখিয়া পরে কাবুলের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। কাবুলে দুই বৎসর সূজা থাকেন কিন্তু নিতান্ত বিরক্ত হয়েন। পরিশেষে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বঙ্গের সুবাদারী করণার্থ প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয়বারে মহম্মদ সূজা নয় বৎসর নির্ব্বিঘ্নে বঙ্গ শাসন করিয়া প্রজাবর্গকে সুখি করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে কোন রূপ গুরুতর দৈব বিপাক অথবা যুদ্ধাদি না হইবাতে প্রজাবর্গ বিশেষ স্বচ্ছন্দে ছিল, কৃষী, বণিক, পণ্ডিত প্রভৃতি সকল লোকই নিরাপদে নিজ২ ব্যবসায়ের অনুশীলন করিয়া সুখে সমৃদ্ধি লাভ করাতে দেশ সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করে। সূজার স্বভাব অতি উত্তম ছিল তাঁহার দয়া যথেষ্ট ছিল, নৃশংসতা জানিতেন না, অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন এবং ন্যায় পরতাগুণে বিচার কার্য্য অতি পক্ষপাতীতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। সূজা অতি সুশ্রী ও সন্নতাঙ্গ পুরুষ ছিলেন এবং যদিও শুদ্ধান্ত সুখপ্রিয় ছিলেন তথাপি রাজ কার্য্যে কোন অবহেলা করিতেন না। ইত্যাদিসদ্গুণে প্রজাগণ তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইয়াছিল ও তাঁহার নিমিত্ত প্রাণ দিতেও পরাঙ্মুখ হইত না। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের মরণাপন্ন পীড়ার কথা সূজা শ্রবণে সসৈন্যে দিল্লির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি লোক সমাজে প্রচার করিলেন যে সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার ভ্রাতা দারা ঐ ব্যাপার গো-

পন করিয়া স্বয়ং সাম্রাজ্য গ্রহণ ও ভ্রাতাগণকে বিনষ্টকরণের চেষ্টায় আছেন। সুজা বহু সেনা সমভিব্যাহারে বারাণসী নগর সন্নিকটে উপনীত হইয়া শ্রবণ করিলেন যে গুজরাট হইতে তাঁহার অপর এক ভ্রাতা মোরাদ সাম্রাজ্য জন্য যুদ্ধার্থ আসিতেছেন। এদিকে ডারা নিজ পুত্র সলিমানকে ১০০০০ অশ্বারোহীর সহিত বঙ্গেশ্বরকে আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন এবং রাজা জয়সিংহ ও দিলিয়ার খাঁকে সলিমানের সহায়তা করণে সসৈন্যে পাঠাইলেন। সূজা বাহাদুরপুরে গঙ্গায় পোত-সেতু নির্ম্মাণ করিতে ছিলেন এমত সময়ে সলিমান অপর পারে উপনীত হন। পীড়িত সম্রাটের অভিপ্রায়ানুসারে জয়সিংহ সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করাতে সূজা তাহাতে সম্মত হয়েন, কিন্তু সলিমান জয়সিংহাদির অজ্ঞাতসারে অকস্মাৎ তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ছাউনি করিবার ব্যজে নিজ সেনা লইয়া কয়েক ক্রোশ উত্তরে যাইয়া রজনীযোগে গঙ্গা পার হয়েন, ও বঙ্গেশ্বরের শিবির আক্রমণ করেন। সূজা সেনাগণকে পলায়নে নিবৃত্ত করণের অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিতে না পারিয়া স্বয়ং নৌকারোহণ পূর্ব্বক পাটনায় পলায়ন করিলেন ও তাঁহার শিবিরাদি সমস্ত সম্পত্তি বিপক্ষ দ্বারা গ্রহীত হইল। সলিমান কএক দিবস কিছু করেন নাই পরে পাটনাভিমুখে ধাবমান হইলে সূজা তথা হইতে মুগেরে প্রস্থান করিলেন। সলিমান মুগেরের দুর্গ গ্রহণে অক্ষম হইয়া তৎ সন্নিধানে ছিলেন এমৎ সময়ে তাঁহার পিতার বিপক্ষে মোরাদ ও আরঙ্গজেব যুদ্ধার্থ উপস্থিত হয়েন ও ডারা তাঁহাকে অবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তনাদেশ করাতে তিনি আগরা যাত্রা করিয়াছিলেন। সলিমানের প্রস্থানে সূজা সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ডারার পরাভব, শাজিহানের বন্দী হওন ও আরঙ্গজেবের সিংহাসনাধিকারের সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। পরে সচিবাদির পরামর্শানুসারে আরঙ্গজেবকে এই বলিয়া পাঠান যে তিনি তাঁহার অধিনে বঙ্গ রাজ্যশাসন করিতে ইচ্ছা করেন অতএব তদ্বিষয়ে অনুমতি দিলে ভাল হয়। আরঙ্গজেব সূজার আন্তরিক ভাব বুঝিয়াছিলেন সুতরাং তিনি উত্তর দেন যে অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা সম্রাটের, তন্নিমিত্ত যদবধি সম্রাট আরোগ্য না হন ও রাজ্য তান্ত্রিক বিবাদ না মিটে তদবধি কিছুই হইতে পারে না। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সূজার সৈন্যাদি সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইলে তিনি আরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়া প্রয়াগের নিকট গঙ্গাপার হইয়া কাজোবাতে উপনীত হইলেন ও তথায় সম্রাট সেনা আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল। সূজা মৃণ্ময় প্রাচিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া নিজ শিবিরের বামপার্শ্ব ও সম্মুখভাগ রক্ষণের উপায় করিলেন, দক্ষিণে নদী রহিল। পর দিবস প্রাতে যুদ্ধারম্ভ হইলে উচ্চ ভুমিতে স্থাপিত সূজার তোপাগ্নিতে আরঙ্গজেবের সেনা বিমুখ হইল ও সূজা অবিবেচনা ক্রমে উচ্চ স্থান হইতে কামানগুলি নামাইয়া ও সেনা সমস্তকে ফিরাইয়া শিবির মধ্যে আনিলেন। এই দিবস রাজা যশবন্ত সিংহ (যিনি আরঙ্গজেবের রাজপুত্র সেনার অধ্যক্ষ ছিলেন) আরঙ্গজেবের দল ত্যাগ করিয়া প্রস্থান কালে তাঁহার শিবির লুট করাতে সেনা মধ্যে যথেষ্ট গোলোযোগ ঘটে। সূজা তাহার কোন সংবাদ পান নাই ও অবধানতাক্রমে যে উচ্চ স্থানটী হইতে তোপ নামাইয়া লইয়াছিলেন তাহা রজনীযোগে আরঙ্গজেব অধিকার ও তথায় তোপ

স্থাপন করাতে বঙ্গেশ্বরের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। পর দিবস প্রাতে সুজা শয্যায় শয়নাবস্থায় আছেন এমত সময়ে উক্ত উচ্চস্থানে স্থাপিত আরঙ্গজেবের কামানের গোলা তাঁহার তাম্বুমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি দেখিলেন আর উপায় নাই সুতরাং স্থানান্তরে শিবির লইলেন ও সেনা সমস্তকে সমবেত করিয়া আক্রমণকারী শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইলেন। আরঙ্গজেবের সেনাগণ প্রথমতঃ অতি বেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গীয় সেনাগণের দৃঢ়তায় তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হইল। সুজা তখন এক অতি প্রকাণ্ড হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সদলের সহিত শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন ও আরঙ্গজেবকে এক হস্তীপৃষ্ঠে দেখিতে পাইয়া তাঁহার দিকে গজ চালাইলেন। নিজ বৃহৎ গজের আঘাত দ্বারা আরঙ্গজেবের গজ নষ্ট করিয়া তাঁহাকে বধ করাই সুজার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অপর এক জন বিপক্ষ গজারোহী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্মুখ হইবাতে সেই আঘাতে তাহার হস্তী পতিত হইল, কিন্তু সুজার হস্তীও অত্যন্ত আহত হইয়া অগ্রসরণে বিমুখ হইল। তদ্দর্শনে বঙ্গেশ্বরের দলের অপর এক গজারোহী আরঙ্গজেবের গজকে গজাঘাতে হাঁটু গাড়িয়া ফেলাতে সম্রাট্ তাহা হইতে নামিতে ছিলেন এমৎ সময় তাঁহার সেনাপতি মিরজুমলা কহিলেন "আরঙ্গজেব আপনি সিংহাসন হইতে নামিতেছেন" এই সঙ্কেত বুঝিয়া আরঙ্গজেব নিজ হস্তীকে পুনর্ব্বার উঠাইয়া তাহার পদে শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখিলেন ও তাঁহার সাহস দর্শনে সেনাগণও বলের সহিত যুঝিতে লাগিল। এপক্ষে সুজা আলীবর্দ্দিখাঁর (অনেকে কহেন আলীবর্দ্দি উৎকোচ লইয়া ঐ পরামর্শ দেন) পরামর্শে নিজ আহত হস্তী হইতে নামিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সেনাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্নিকটস্থ সেনা ব্যতিরেকে অপরে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া ও রাজগজ শূন্য দেখিয়া বিবেচনা করিল যে বঙ্গেশ্বর নিহত হইয়াছেন, এবং রণে ভঙ্গ দিল। সুজা অগত্যা ছদ্মবেশে পাটনায় প্রস্থান করিলেন, এবং আরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ তাঁহার পশ্চাৎ২ তথায় যাইলে তিনি মুঙ্গেরে প্রস্থান করিলেন ও অনেক সহচর পুনর্ব্বার মিলিত হইবাতে তিনি মুঙ্গেরের দুর্গাদি দৃঢ়তর করিলেন, এবং তেরিয়াগিরি ও শিক্লিগলির দুর্গাদি পুনঃ সংস্করণের আজ্ঞা দিলেন। এ দিকে মহম্মদ পাটনা অধিকার করতঃ তথায় মিরজুমলার অপেক্ষায় রহিলেন, এবং উক্ত সেনানীর আগমনে তাঁহাকে সহর ঘাটীর পথ দিয়া বঙ্গাভিমুখে যাইতে বলিয়া স্বয়ং মুঙ্গের বেষ্টন করিলেন। পরে যখন সুজা মিরজুমলার বিষ্ণুপুরে প্রবেশের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি মুঙ্গেরে আর না থাকিয়া রাজ মহলে নিজ পরিবার ও ধনাদি রক্ষার্থ প্রস্থান করিলেন। মহম্মদ অবিলম্বে তেরিয়াগিরি ও শিক্লিগলির পার্ব্বত্য পথ অধিকার করতঃ রাজমহল আক্রমণ করিলেন ও মিরজুমলা পশ্চাৎ হইতে তাঁহার সহিত যোগ করিলেন। সুজা ছয় দিন রাজমহল রক্ষা করণান্তে এক তামসী মেঘাবৃত রজনীতে সপরিবারে ধন সম্পত্তির সহিত নদী পার হইয়া টণ্ডায় গমন করিলেন। ভাগ্যক্রমে ঐ রাত্রেই বহু বৃষ্টিতে নদী পরিপূর্ণ হইবাতে সম্রাট সেনা তাহা পার হইতে পারিল না এবং বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় চারিমাস কাল রাজমহলে ছাউনি করিয়া রহিল। এই অবসরে সুজা অনেক সেনা সংগ্রহ ও বঙ্গ হইতে তোপাদি আনাইলেন, এবং তাঁহার সরল ব্যবহারে

...দৃপ্ত অনেক ইউরোপিয় ব্যক্তি সেনা হইল। সূজার কন্যার সহিত মহম্মদের বিবাহের কথা পূর্ব্বে হইয়াছিল, কিন্তু আরঙ্গজেবের অমতেই তাহা ঘটে নাই। এক্ষণে সূজার কন্যা এক পত্র লেখাতে মহম্মদ তৎপাঠে মুগ্ধ হইয়া টণ্ডায় গমন করতঃ সূজার পক্ষ হইলেন ও তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। এদিকে মিরজুমলা সমস্ত সেনাকে বশ করিয়া তরিসেতু নির্ম্মাণ করতঃ অবিলম্বে টণ্ডার সম্মুখবর্ত্তী হইলে সূজা তাঁহার সেনা সমস্ত লইয়া এক প্রান্তরে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন ও মহম্মদকে সম্মুখে রাখিলেন। দুই দলে যুদ্ধারম্ভ হইলে মিরজুমলার অশ্বারোহী সেনার সম্মুখে বঙ্গীয় সেনা অস্থির হইয়া ভঙ্গ দিল ও সূজা জামতার সহিত দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং রাত্র যোগে সমস্ত ধনাদি লইয়া পরিবারের সহিত ঢাকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ পুনর্ব্বার মিরজুমলার নিকট আইসেন, কিন্তু যে কারণে আইসেন তদ্বিষয়ে নানা মত এ জন্য আমরা এস্থলে তাহার কিছুই লিখিলাম না। মিরজুমলা আরঙ্গজেবের আজ্ঞানুসারে মহম্মদকে প্রহরী সেনা সমভিব্যাহারে দিল্লীতে পাঠাইয়া স্বয়ং ঢাকায় সসৈন্যে গমন করিলেন। সূজা দেখিলেন যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে তৎকাল সম্ভব নহে সুতরাং তিনি ঢাকা হইতে প্রস্থান করতঃ ত্রিপুরায় গমন করিলেন ও তথা হইতে আরাকানে যাইয়া তত্রত্য রাজার আশ্রয় লইলেন। আরাকানের রাজা প্রথমতঃ তাঁহাকে সাদরে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরে বঙ্গের সুবাদারের ভয়েই হোক্ বা অর্থ লোভেই হোক্ ছলনা করিয়া সূজাকে সপরিবারে সংহার করেন। সূজার জামতাও পিত্রাশ্রয় লইয়া অধিকতর সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। যদিও তাঁহারই সাহস ও শ্রমে সাম্রাজ্য আরঙ্গজেবের হস্তগত হইয়াছিল তথাপি বিদ্রোহান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহম্মদ গোয়ালিয়রের দুর্গে সাত বৎসর কাল অবস্থানান্তে কারাবাসে প্রাণ ত্যাগ করেন।

বারণাবতের লুকোচুরি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বারণাবত নাম শ্রবণ করিলে অনেকের চিত্তে দুর্য্যোধনের ক্রূরতা পুরোচনের জতুগৃহ নির্ম্মাণ, এবং তন্মধ্যে পাণ্ডবগণের স্থিতি এই সকল উদয় হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের সে বারণাবৎ নয়। আমাদের বারণাবতে পঞ্চপাণ্ডবও ছিলেন না, দুর্য্যোধনও ছিলেন না, বরং বিরাটের কএকটী কীচক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অদ্যাবধি একটিও ভীম জন্মগ্রহণ করে নাই। বারণাবৎ আমাদিগের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতার ছয় সাত ক্রোশ উত্তর, পল্লীগ্রাম, পূর্ব্বে এখানে জেলা ছিল, এখন চব্বিশ পরগণার একটী বিভাগ বলিয়া ভূগোলে উল্লেখিত আছে। পূর্ব্বে এই পল্লিগ্রামটী স্বাস্থ্যজনকতার নিমিত্ত বিখ্যাত ছিল, সুতরাং অনেক শ্বেত মনুষ্যেরা বায়ুসেবন করিতে আসিতেন। তৎকাল-নির্ম্মিত বায়ুসেবন গৃহটী আজও প্রবল ঝটিকাক্রমণ পরাজয় করিয়া, একটী পুরাতন সরোবর তীরে শোভা পাইতেছে। তন্নিকটে আর একটী পুরাতন সরোবর আছে। তৎতীরস্থ তেতুঁল বৃক্ষটী অদ্যাবধি আমাদিগের পীরের অশ্ববন্ধন চিহ্নটি ধারণ করিয়া আছে। স্বভাবসৌন্দর্য্য প্রায় সমভাবে আছে, কিন্তু উনিশ্ শতাব্দির সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত প্রতিবাসিদিগের আচার ব্যবহারের কিছু

কিন্তু আমাদের হিরন্বয় বৃক্ষটি ঠিক্ শাল্মলিবৃক্ষের ন্যায় নয়, কারণ হিরন্বয় বৃক্ষের ফুলগুলির বেশ একটুঃ গন্ধ ছিল। শাখাগুলির নাম অধৈর্য্যতা, আসক্ততা, অতৃপ্ততা এবং মানসিক দুর্বলতা ই-ত্যাদি। হিরন্বয় লতামণ্ডপে প্রতাপ, জগত, হল-ধর এবং কিশোর অপেক্ষা অগ্রে উত্তীর্ণ হইয়া-ছিলেন, কিন্তু প্রিয় সুহৃদ বসন্তকে না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঝড়ে যেমন কাশপুষ্প উড়ুতে থাকে, জগ-তাদি সেইরূপ উড়্তে লাগ্লেন, মধ্যেঃ চোকে সর্ষের ফুল উড়ে আস্তে লাগ্লো। কিন্তু সে সব কষ্ট তাঁদের কষ্টের মধ্যে গণ্য হয় নাই। লতামণ্ডপের উপর বিদ্যুৎ পড়িতেছিল, যেন নবীনা যুবতী বিদ্যুৎহাঁসি হাঁস্তে ছিল। তাঁরা নাকি রসিক, মনে কর্লেন, যেন তাঁদের প্রণয়িনী তাঁদের কষ্ট দেখ্তে না পেরে হাঁস্তেছেন!! হিরন্বয় নিতান্ত হাল্কা তাই ডুব মার্তে পারেন নাই, বসন্ত নিতান্ত বেরসিক তাই জ্ঞান-রূপ কাদা খুঁচিতে ছিলেন, কাদা খুঁচে এক চিংড়ি পেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের রসিক বাবুরা পাঁঠা পেয়েছিলেন ও মনে কর্লেন তাকে জবাই করে সে দিনের আহার হবে। হাড়ি কাঠে না নেবেতে নেবেতে পাঁঠাটি ঘেউ ঘেউ করে উটলো। হলধর বল্লেন ভাই পাঁঠাটা যে ঘেউ ঘেউ করে। কিশোর কিছু বিজ্ঞ ছিলেন বল্লেন তবে বুঝি পাঁঠাটাকে কুকুরে কামড়েছে। জগত বল্লেন না না পাঁঠাটা বিলাতি ডাক ডাকছে। উনিশ শতাব্দীতে সকলেই সভ্য হয়েছে, বোধ হয় পাঁঠাটাও বুঝি সভ্য হয়ে থাক্বে। হলধর বল্লে তা হতে পারে কেন না সে দিন আমাদের ধোপার গাধাটা বেয়ারাদের মত ডাকছিলো। এই বল্তেঃ তাঁরা পা পিছলে শুষ্ক ড্যাঙ্গার আছাড় খেলেন। আ-মাদের বিলাতি পাঁঠাটিও অবসর বুঝে প্রাণের দায় এড়িয়ে গ্যাল।

পাঠকগণ! অগ্রে লিখিয়াছি যে প্রতাপ লতা-মণ্ডপের শিকড় ধরে বসে ছিলেন। সেই শিক-ড়ের নিচে একটি মূষিক বহুকালাবধি বাস করিত, আজ তার বুঝি অন্তিম কাল উপস্থিত হয়েছিলো তাই সে যেমন বার হচ্ছিল অমনি প্রতাপ ইলিশ মাছ বোলে কামড়ালেন, এবং বল্লেন রেলওয়ে কোম্পানির দৌলতে আজ কাল ঢের ইলিশ মাছ কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্চে, কিন্তু তিনি যে এ ইলিশ মাছটি গাছের গোড়ায় পেলেন, সেটি তাঁর পূর্ব্ব জন্ম উপার্জ্জিত সুকৃতির পুরস্কার।

এখন সন্ধ্যা উপস্থিত, ঝিল্লিরা সুরে তান দিতে আরম্ভ করিল। রজনী নীলাম্বরাবৃতা সুন্দরি কামিনীর ন্যায় তিমিরাবগুণ্ঠিতা হইয়া এক এক বার বিদ্যুত হাঁসি হাঁস্তে লাগলেন। দূরস্থিত প্রান্তরো-পরি জলপতন শব্দ কঙ্কণের শব্দের ন্যায় শোনা যাইতে লাগিল। হিরন্বয় এবং বসন্ত এই প্রভাব সুন্দরি কামিনিটিকে দেখিয়া তাঁর রূপসাগরে মগ্ন হইলেন। লতামণ্ডপের দিনের কথার মনে রইল না। ক্রমে নিশি অবসান হইল, পবন মৃদু মৃদু বায়ু বিজন করতে লাগলো; দ্বিজগণেরা মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল; প্রতাপ উঠলেন আজ তাঁর চিত্ত প্রফুল্ল নাই; কেমন এক রকম মনমরা। বাটীর বিষয় মনে পড়লো, বল্লেন "লতামণ্ডপ শীঘ্র ফিরিয়া আসিব এই বলিয়া আসিয়া ছিলাম, ঝটিকা কর্ত্তৃক নীত হইয়া এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। জগত কিশোর এবং হলধর কোথায় গ্যাল তারা বুঝি বাটী গিয়াছে।" এই বলিয়া লতামণ্ডপের পানে একবার চাইলেন অমনি দাঁড়ালেন। মনোমধ্যে দুর্জ্জয় ভাবের

উদয় হলো, বল্লেন যদি এলুম তবে একবার লতা মণ্ডপ ক্যান দেখে যাই না। এই বলিয়া লতা মণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বে ব্যাড়াতে লাগলেন। দৈবের গেরো, কখন কি হয় বলা যায় না, লতামণ্ডপের একটি ডালে এক মনোহর পুষ্প দেখিতে পাই-লেন। পুষ্পটির সৌন্দর্য্যতার কথা অধিক বলা বাহুল্য। অরবিন্দ, অশোক, নবচূত, নবমল্লিকা এবং নীলোৎপল এই কয়েকটী কন্দর্পের অস্ত্র! কিন্তু এ ফুলটি তাঁর "অনামবাখ্যং পুষ্পব্যতি-রিক্ত মস্ত্রং।" প্রতাপ এই ফুলটি তুলতে ইচ্ছা করলেন; কিন্তু লতামণ্ডপের নিকট যাবা মাত্র পবন কর্ত্তৃক উত্থিত হইয়া উপরিস্থ শাখায় জড়িয়ে গেল। আর নাগাল পাওয়া যায় না! অন্য কোন উপায়ও নিকটে নাই, তিনি নিতান্ত বেরসিক ও ছিলেন না; দেখ্‌তে পেলেন, যে শাখাতে পুষ্পটি প্রস্ফুটিত ছিল সেই শাখাটি শি-কড় হইতে উদ্ভব হইয়াছে। তিনি ভাবলেন যে তবে শিকড় ধরে টানি। এই বলিয়া প্রতাপ যখন শিকড়ের নিকট বসিলেন ঠিক্ বোধ হলো যেন কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার পায় ধরছেন!!! শেকড়ে হাত দিবা মাত্র ফুলটি নিচেয় এলো, তিনি ফুলটি তুলিয়া নিলেন ও পুষ্পটি লইয়া যেমন আঘ্রাণ করিলেন অমনি বিষাক্ত ক্ষুদ্র কীট সকল তাঁর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অচেতন হইয়া অমনি ভূমিতলে পতিত হইলেন।

এদিকে জগত বাটী আসিয়া প্রতাপকে দে-খ্‌তে না পেয়ে তাঁর অন্বেষণে পুনর্ব্বার লতাম-ণ্ডপের নিকট গেলেন, হিরন্ময়ের সহিত বসন্তের যেমন প্রণয় জগতের সহিত ও প্রতাপের তাদৃশ ছিলো। জগত আসিয়া দেখলেন যে প্রতাপ ধরণী বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে রয়েছেন, দেখে অতিশয় শোকান্বিত হলেন। তাঁর একটু ডা-ক্তারি আসতো দেখলেন যে তাঁর মৃত্যু হয় নাই জীবন সঞ্চারের উপায় আছে। অনেক যত্ন করাতে প্রতাপের চেতন হইল। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন প্রতাপ আর কখন লতামণ্ডপে গমন করেন না, কিন্তু এতাদৃশ অনুমান অমূলক। "চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" প্রতাপও তাই কর্‌লেন। জগৎ অনেক বোঝাইলেন কিন্তু সে সমস্ত অনর্থক হলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক দিন, দুদিন, এই প্রকার তিন মাস অতীত হইল প্রতাপের কোন খবর নাই। যদিচ প্রতাপ এবং জগৎ একদেশবাসী এবং যখন তিনি ফির্‌লেন তখন খবর পাবার আশ্চর্য্য কি? জগৎ ফিরলেন না, প্রতাপের সহিত লতামণ্ডপেও রই-লেন না। তিনি কোথা গেলেন, নিরুদ্দেশ। বৃদ্ধা জননী অনাহারে প্রাণত্যাগের গোচ্ হয়ে উট্-লেন কিন্তু বাষ্পাকুললোচনা সাবিত্রীসমা সাধ্বীর সেবায় সেটি ঘটে নাই, স্ত্রীর নাম বিলাস।

বিলাসের নিদ্রা নাই, অবিরত তিনি প্রায় বাটীর ছাদের উপর বসিয়া থাকিতেন। এক দিবস বসিয়া আছেন এমন সময় প্রভাত হইল, কম-লিনীকান্ত সহস্ররশ্মি রথে আরোহণ করে পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগে উদয় হলেন। নিকটস্থ সরোবরোপরে পতিত ছায়া মৃদু বায়ুভরে দোলায়মান হওয়াতে বোধ হোলো যেন রবি প্রিয়ার নিকট কেমন করে মুখ দেখাবেন সেই ভয়ে কাঁপছেন। দ্বিজ-গণ চতুর্দ্দিকে কিচ্ কিচ্ করাতে বোধ হতে লাগলো যেন সখিগণেরা সূর্য্যকে কমলিনীকুঞ্জে যেতে বারণ কর্‌ছে। বিলাস এই সব দেখে পুরু-ষের নিষ্ঠুরতার বিষয় ভাবতে লাগলেন। কম-লিনী কিন্তু অবিলম্বে পাৎড়ি সদৃশ ঘোমটা খুলি-

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে সব স্থান ধুপ ধুনার গন্ধে ব্যাপিত থাকিত, শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি এবং শাস্ত্রীয় আলোচনার দ্বারা আত্মার গভীর ভাব উদ্দীপন করিত, সেই সব স্থানে গলা টিপ্লে দুধ-বেরোয় এমন সব ছোঁড়ারা হয়তো বাইবেল, নয়তো ব্রহ্ম-ধর্ম্ম পড়িতেছে। দলাদলির আক্রোশের বৃদ্ধি দিন দিন হইতেছে, সকলেই সকলকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সকলেই জোয়া-রের জলের ন্যায় এক দল হইতে অন্য দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সব্য বাবুরা যাঁদের "ঘরের ভিতর ছুঁচোর কীর্ত্তন" তাঁরা ইংরাজী রকমে পোশাক পরেন, এবং ইংরাজী চালে চলেন, প্রাচীন টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্য দেখিলে প্রায় "ড্যাম বেঙ্গালী" বলিয়া তাড়াইয়াদেন।

এই বারণাবতে জগত, কিশোর, হলধর প্রতাপ, হিরন্ময়, বসন্ত প্রভৃতি কএকটী ভদ্রসন্তান বাস করেন। শৈশবাবধি ইহাঁদিগের পরস্পরের সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ছিল; অদ্যাবধিও সেই প্রণয় সমভাবে আছে। একদা সকলে জগতরূপ উদ্যান স্থিত লতামণ্ডপ দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই উদ্যান মধ্যে বেড়াতে গেলেন। লতামণ্ডপে যাইবার পাঁচটি পথ ছিল। পাঁচটি পথের নাম জিতেন্দ্রিয়তা, শীর্ণতা, মোহ, মুর্চ্ছা এবং অরতি। হিরন্ময় এবং বসন্ত জিতেন্দ্রিয়তা পথটি অবলম্বন করিলেন, জগত মোহ, কিশোর অরতি, প্রতাপ মূর্চ্ছা, এবং হলধর শীর্ণতা। জিতেন্দ্রিয়তা পথ অবলম্বন করিয়া লতামণ্ডপে যাওয়া বড় সহজ নহে। কাম নামক রাক্ষসি সেই পথমধ্যে বাস করিত। মায়াবিনী নিশাচরী ভয়ঙ্কর মুখব্যাদান করিয়া হিরন্ময় এবং বসন্তের পথ অবরোধ ক-রিল। হিরন্ময় ভয়ে জড়সড় হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, কিন্তু বসন্ত স্বীয় বান্ধবের দশা দেখিয়া ধৈর্য্যাস্ত্র লইয়া রিপুদমন শরাসনে টঙ্কার দিলেন। নিশাচরী বাণাঘাতে বাতাহত কদলি-বৃক্ষের ন্যায় পড়ে গেল। বলতে ভুলে গিয়াছি বসন্তও একবার পড়ে গিছলেন!!

হলধর, প্রতাপ, কিশোর এবং জগতের তা-দৃশ কোন প্রতিরোধ ঘটে নাই, তাঁরা হন্ হন্ করে চলে যেতে লাগ্‌লেন। লতামণ্ডপ দেখিতে পাইলেন, বোধ হইল যেন একটি কামিনী নীলা-ম্বর পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেশ সদৃশ লতা সকল ফণিসম দুলতেছে। কামিনী প্রথম বোধ হইল যেন অবগুণ্ঠনবতী, কিন্তু হটাৎ পবন হিল্লোলে বসন উড়ে যাওয়াতে বোধ হইল কামিনীর নাসিকাটি বড় টিকলো নহে, কিন্তু ভ্রুদ্বয় কন্দর্প চাপসম; চক্ষু দেখে বুঝি হরিণী বনমধ্যে আশ্রয় লয়েছে; কটিদেশ দেখে পশুরাজ বনমধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু নিতম্ব দেশ বড় অপ্র-শস্ত সুতরাং চন্দ্রহারের বড় অপমানের স্থান। লতামণ্ডপ এইরূপ কামিনীর ন্যায় সজ্জা করে যেন তাঁদের আহ্বান করিতে লাগ্‌লো, তাঁরা ছুটতে লাগ্‌লেন, কিন্তু এক্ষণে এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত। লতামণ্ডপ একটী নদীর পরপারে ছিল। নদীটির নাম আমরা বিশেষ জানি না। কিন্তু সেই প্রদেশটীর নাম আপান ভুমি। অত-এব আমরা সেই নদীটিকে আপানভূমিস্থ নদী বলে উল্লেখ করিব। নদীটি আমাদের এই গঙ্গা যমুনার ন্যায় নয়। তার জল ঈষৎ লালবর্ণ, কিন্তু গঙ্গার ন্যায় নদীটির একটি ইতিহাস আছে। কথিত আছে ভগিরথ পিতৃগণ উদ্ধার নিমিত্ত কঠোর তপস্যাবলে স্বর্গ হইতে এই গঙ্গাকে আনয়ন করেন। আমাদের এই আপানভূমিস্থ

নদীটিও বোধ হয় সেই রূপ ভারতবাসীর "উদ্ধারের নিমিত্ত" শ্বেতগণেরা এই ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছেন। লোহিত সাগরের উপর দিয়া আনয়ন কালিন ঐ সাগরের জলের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে বোধ হয় এই নদীটির জল ঈষৎ লাল হইয়া থাকিবে।

হলধর, কিশোর এবং জগত পার হইবার কোন উপায় না দেখিয়া ঝপাৎ করে জলে পড়লেন। প্রতাপ বাবু একবার দাঁড়ালেন, বল্লেন যাওয়া হলো না, কিন্তু সঙ্গিগণের সাঁতার দেখিয়া আর থাকতে পারলেন না। 'নৈবিদ্য দেখে যেন ভেড়ার মুখ চুলকে উট্‌লো।' তিনিও সাঁতার দিতে লাগ্‌লেন। প্রথম অভ্যাস সুতরাং সাপের ন্যায় বেঁকে বেঁকে চল্লেন। কালিদাস প্রভৃতি কবিবরেরাও লতামণ্ডপ দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নদীটি আলগোচে পার হইয়াছিলেন।

অনেক কষ্টে তাঁহারা আপানভুমিস্থিত নদীটি পার হইলেন। প্রতাপের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইয়াছিল। নদী পার হইবার পূর্ব্বে তাঁহার এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যতা ছিল এক্ষণে সে সৌন্দর্য্যতা সুন্দর রক্তিমাবর্ণে চিত্রিত হওয়াতে অতিশয় নয়নপ্রীতিকর হইল। অপাঙ্গদেশ ঈষৎ রক্তিমাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া বালার্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। জগত, কিশোর এবং হলধরের সৌন্দর্য্যতা প্রতাপের অপেক্ষা অধিক হয় নাই। বাস্তবিক বলতে গেলে প্রতাপের স্বভাব সৌন্দর্য্যতা অতি রমণীয় ছিল, যদিচ অঙ্গসৌষ্ঠবে বসন্ত অপেক্ষা বড় শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নদীর পরপারে অনতিদূরে লতামণ্ডপ। জগত, কিশোর, এবং হলধর দ্রুতপদে লতামণ্ডপে পৌছিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। প্রতাপ কিছু পশ্চাৎ পড়লেন; খানিক গেলেন, আবার দাঁড়ালেন। কেন যে দাঁড়ালেন যদ্যপি কোন ভাবুক সেই খানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার মুখ তৎকালিন অবলোকন করিতেন তাহা হলে তিনিই বুঝতে পারতেন। অতি শীঘ্র তিনি আবার যেতে লাগ্‌লেন। লতামণ্ডপের সমিরণ বিষাগ্রনিশিষ্ট শর সম তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল।

হটাৎ মেঘের উদয় হইয়া ভয়ঙ্কর ঝটিকা উত্থিত হইল। জগত, কিশোর এবং হলধরকে উড়াইয়া লইয়া গেল। প্রতাপ যদিও কিছু ভয় তরাসে তথাচ নিতান্ত ফাটাশে নহেন, তিনি লতামণ্ডপের গোড়ার শিকড় ধরিয়া রহিলেন। ঝড় থেমে গেল, প্রসন্ন সূর্য্য উদয় হইল, লতামণ্ডপ পুনরায় পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। প্রতাপ লতামণ্ডপে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। ঝড়কালীন লতামণ্ডপের একটি ডাল ভেঙ্গে গিয়াছিল, ডালটি কঙ্কনের শব্দের ন্যায় ঝনাৎ করিয়া তাঁর মস্তকোপরি পতিত হইল। প্রতাপ একবার উহু করিয়া মস্তকে হাত দিলেন, আবার উঠিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে হিরম্বর এবং বসন্ত জিতেন্দ্রিয়তা পথস্থিত কাম নামক রাক্ষসিকে বিনাশ করিলেন। মায়াবিনী নিশাচরী বিনাশ হইলে পর হিরম্বর এবং বসন্ত লতামণ্ডপে পৌছিবার আশে দ্রুত পদচালনা করিলেন। ইহাঁরা আপান ভুমিস্থ নদীটী আলগোচে পার হইলেন। হিরম্বরের গুণের কতকগুলি ডালপালা বেরুলো। পাঠকগণ যদি বল হিরম্বর বৃক্ষটি ক্যামন? বোধ হয় শাল্মলি বৃক্ষ দেখে থাক্‌বেন, কেমন লাল বড় বড় ফুলগুলি বেশ চেকন্ চাকন্ দেখতে;

আসিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রার্থণা করিলেন। তিন বন্ধুতেই অতিথির আহারান্বেষণে গমন করিল, এবং বানর ও শৃগাল কৃতকার্য্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল, কিন্তু শশক অনেক অনুসন্ধান করিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিল না। তখন শশকরূপী বোধিসত্ব একান্ত নিরুপায় হইয়া, এবং অতিথি সৎকারাপেক্ষা আত্ম-জীবনকে অতিতুচ্ছ বিবেচনা করিয়া, অতিথির আহারের নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বা-লনপূর্ব্বক তাহাতে নিজদেহ বিসর্জ্জন করিলেন। ইন্দ্র এতাদৃশী অতিথি-ভক্তি অবলোকন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং শশককে লইয়া গিয়া চন্দ্রমণ্ডলে রাখিলেন।

চন্দ্রের "শশী" এই সংস্কৃত নামটী এই প্রবাদের উপযোগিতা সমর্থন করিতেছে। কিন্তু কলঙ্কের আকার শশকের ন্যায় হওয়াতে চন্দ্রের "শশী" এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা চন্দ্রের শশী এই নাম-হইতেই লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত করা আমাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য।

এই উপন্যাসের উপর নির্ভর করিয়াই "পঞ্চতন্ত্র" নামক গ্রন্থে শশক গজের গল্প বর্ণিত হইয়াছে। কেবল উল্লেক মাত্র না করিয়া আমরা এস্থলে ...রূপে সেই গল্পটী বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

...কান বনে চতুর্দ্দন্ত নামে এক বলবান্ যূথনাথ ... করিত। একদা মহৎ অবগ্রহ উপস্থিত ...তে, তত্রস্থ তড়াগ, হ্রদ, পল্বল, এবং সরোবর ... এককালে শুষ্ক হইয়া গেল। তখন ...প তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া জলান্বেষণের নিমিত্ত ...ক বেগচণ্ড অনুচরসকল প্রেরণ করিল। ...যে পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগে প্রেরিত হইয়া ছিল, ...ভারাবনত, বনপাদপদ্বারা উপশোভিত, ...ৎবাদি জলপক্ষীদ্বারা অলঙ্কৃত, চন্দ্রস-

রোব...
হস্তিগ...
ন্দিত ...
স্নানাব...
চতুপার্শ্ব... ...ভূমিতে অসংখ্য
বিল ছিল, ...সেই সকল স্থান মদ...
করিয়া যা... ...ভরে বিলসকল ভ...
হইয়াগেল, ...ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া
পড়িল। বি... ...করিয়া করিযূথ
হ্রদহইতে ব... ...তখন শশকগণ
একত্রিত হইল... ...দ কেহ জর্জ্জ-
রিত কলেবর, ...এবং সকলেই
অশ্রুপূর্ণনয়নে এ... ...য়া বিলাপ
করিতে লাগিল, ...হইলাম।
প্রতিদিন এইরূপে... ...হ্রদে আসিবে,
যে হেতু অপর কে... ...জল নাই, এবং
তাহা হইলেই শ... ...এককালে উন্মূলিত
হইবে"।

তাহাদিগের মধ্যে লম্বকর্ণ নামে একধূর্ত্ত শশক ছিল, সে গজযূথকে বিভীষিকাদ্বারা তথাহইতে নিঃসারিত করিতে অগ্রস... হইল। লম্বকর্ণ করি-দলকে হ্রদাভিমুখে আসিতে দেখিয়া, স্বয়ং তাহা-দিগের সম্মুখীন হইল, এবং যূথাধিপকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে বলিতে লাগিল,—"রে দুষ্টগজ! কে তোকে এই হ্রদে আসিতে অনুমতি দিল? শীঘ্র এস্থানহইতে দূর হও"।

যূথাধিপ শশকের এইরূপ সাহঙ্কার বাক্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিকে?"

লম্বকর্ণ বলিল "আমি চন্দ্রমণ্ডল নিবাসী ... আমার নাম বিজয়দত্ত। সম্প্রতি... চন্দ্রকর্ত্তৃক দূতরূপে তোমার নিক...

...বান্‌

...সন্ত্রস্ত

...ান্‌ চন্দ্র

...কি অনুমতি ক...?"

শশক বলিল, ...ভগবানের

...াদেশ শ্রবণ কর। ...নক শশক

...ষ্ট করিয়াছে। ...রিগৃহীত ইহা

কি তোমরা জান ...প্রতি মমতা

থাকে তাহা ...হ্রদের নিকট

আসিও না। ...আজ্ঞা লঙ্ঘন

কর, তাহা ...-যোগে তোমরা

মদীয়-কির... হইবে, এবং

তোমাদি... তাপে দগ্ধ হইতে

থাকিবে"।

যূথপতি কিছু ...রিয়া বলিল, "ভাই! আমি শশাঙ্ক-দেবের ... যথার্থই অপরাধি হইয়াছি। আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি; এক্ষণে কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি?"

শশক বলিল, "তুমি আমার সহিত আইস, আমি ভগবানের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিব"।

গজপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবান্‌ চন্দ্র এক্ষণে কোথায় আছেন!"

সে বলিল, তিনি সম্প্রতি হ্রদমধ্যে আহত শশকগণের করুণ নিবেদন শ্রবণ করিতেছেন"।

তখন করিরাজ বিনীতভাবে কহিল, "যদি ঐ রূপ হয়, তাহা হইলে আমাকে ভগবানের নিকট লইয়া চল, যে হেতু আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা ...।"

...করিরাজকে হ্রদের ধারে লইয়া-গিয়া জলমধ্যে চন্দ্রবিম্ব দেখাইয়া দিল, এবং বলিল, "এ ভগবান্‌ চন্দ্র ধ্যানাবসক্ত হইয়া জলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি দূরহইতেই ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া শীঘ্র এস্থানহইতে প্রতিনিবৃত্ত হও"।

যূথপতি শশকের এই কথা শুনিয়া জলে শুণ্ড নিক্ষেপপূর্ব্বক বিনীতভাবে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বলপূর্ব্বক জলের উপর শুণ্ডাঘাত করাতে, সমস্ত জলাশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, সুতরাং চন্দ্রমণ্ডলও সহস্রখণ্ডে প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

শশক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "করিলে কি? ভগবানের দ্বিগুণতর ক্রোধ বাড়াইয়া দিলে!"

হস্তি কহিল, "ভগবান্‌ চন্দ্রের আমার প্রতি পুনরায় কোপের কারণ কি?"

সে কহিল, "তোমার এই হ্রদের জলস্পর্শ করা। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া শীঘ্র এখানহইতে পলায়ন কর"।

তখন গজরাজ চন্দ্রকে প্রণাম করিয়া, এবং চন্দ্র ও চন্দ্রমণ্ডস্থ শশকের বিরক্তি উৎপাদনজন্য বহু অনুতাপ করিয়া, অঙ্গীকার করিল, যে "পুনরায় আর এ হ্রদে আসিব না।" এই কথা বলিয়া গজপতি তথাহইতে চলিয়া গেল, এবং শশকগণ তদবধি নির্ভয়ে সেই হ্রদে অবস্থিতি করি... লাগিল।

এ স্থলে ইহাও বক্তব্য হইতেছে, যে ভার... ও আসিয়ার অন্যান্য দেশেই যে কেবল ... ভৌতিক প্রবাদ-সকল প্রচলিত আছে, এরূপ ... ইউরোপখণ্ড প্রভৃতি ভূমণ্ডলের অন্যত্রও এ ... কুসংস্কারের হস্তহইতে মুক্তিলাভ করিতে ... হয় নাই।

ইংলণ্ডদেশে এরূপ প্রবাদ আছে ... এক বৃদ্ধ ব্যক্তি রবিবাসরে কতকগুলি ...

ব ঈশ্বর ও মুহম্মদের নিকট বৃষ্টি-
স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে এই উৎসব
চলিয়া যাইবার সামর্থ্য নাই এমন
শিশুগণ হামাগুড়ি দিয়া প্রথমে একসারি
। তৎপরে অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক অর্থাৎ
ন অবধি পঞ্চম বৎসরবয়সের একদল বালক
ল। তাহাদের পশ্চাতে পরমা সুন্দরী যুবতীরা
মনোহর বেষ ভুষা ধারণ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত গান
করিতে২ চলিল। লোক গণনা করিলে সমুদায়ে
এক শতের ন্যূন হইবে না। তাহাদের সকলেরই
মস্তক দেশে কাষ্ঠফলকে বৃষ্টিপ্রাপ্তির প্রার্থনা লেখা
ছিল। অন্তঃপুরের প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্বে তাহারা
পুর্ব্বোক্ত-প্রকারে বেড়াইতে লাগিল। তদন্তর
অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল যে তথায় যত দিন অনা-
বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব ছিল, একাদিক্রমে তত দিন তাহারা
ঐরূপ উৎসব করিয়া শেষে বারিবর্ষণদ্বারা কৃতকার্য্য
হইয়া ছিল। এই প্রক্রিয়ার বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে
ইহা কখন ব্যর্থ হয় না। ক্রমান্বয়ে ইহার সাধন
করিলে যে কোন সময়ে না কোন সময়ে অবশ্যই
বৃষ্টি হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে,
এবং নিশ্চয় বোধ করি যে পাঠক-মহোদয়েরা ইহার
মাহাত্ম্যে সন্দেহ করিবেন না।

আফরিকাখণ্ডের অপরাংশে বৃষ্টিবৈদ্যেরা বি-
শেষ পারদর্শী বলিয়া বিখ্যাত। তাহারা দেশের
বালক বালিকা ও যুবতী স্ত্রীদিগকে ক্লেশ দেয় না;
মন্ত্রবলে ও নানা প্রক্রিয়া-কৌশলে বৃষ্টি
আনয়ন করিতে পারে। বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ
ময়মনসিংহ জেলার বৈদ্যেরা তাদৃশ সক্ষম নহে।
তাহারা মোরকো দেশীয় বৈদ্যের যুবতী রূপবতী
মনোহারিণী লল... আশ্রয়ভিন্ন বৃষ্টি সম্পাদন

...লোক... রজনীযোগে বি...
এক উদ্যানে গিয়া কয়েকটী কদলী বৃ... আ...
ঙ্গন করে; এবং এই প্রক্রিয়ার ভূয়ো আবৃত্তিতে
প্রায়ই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পাঁচ বৎসর অতীত হইল 'বাঙ্গাল হরকরা'
নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের
পূর্ব্বাংশে অপর এক জিলায় অনাবৃষ্টি-প্রযুক্ত
লোকের নিতান্ত ক্লেশ হয়; অতএব তত্রত্য রাজ
এবং জমীদারগণ সমবেত হইয়া বৃষ্টি-বিষয়ে পার-
দর্শী পণ্ডিতবর্গকে বৃষ্টিজন্য বরুণ-দেবতার নিকট
প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তাহাতে তাঁহারা
বিশেষ-ভক্তিসহকারে তপ জপ মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি
দেবক্রিয়া করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই
কৃতকার্য্য হইলেন না। প্রজাবর্গ এই উপায়ে
জল হইল না দেখিয়া প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ
আর একটী উপায় অবলম্বন করিল। তদ্যথা,
নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের যুবতী স্ত্রীরা বিবস্ত্রা
হইয়া রাত্রিকালে কোন পুষ্করিণী বা নদীর তীরে
সমাগতা হইয়া বারিবিরোধী দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট
করিবার জন্য নৃত্য গীত করিতে লাগিল। প...
স্নানান্তে বারি প্রার্থনা করিয়া পুনরায় ব...
করত যে যাহার গৃহে প্রত্যাগম...
আছে যে ঐ স্ত্রীরা মাসাবধি...
কিন্তু কোনমতেই দেশে বারিব...
কার্য্য হইতে পারে নাই।

কলিকাতায় অধুনা প্রকৃত...
কিন্তু বৃষ্টি আনয়ন ও নিবারণের...
নাই। তন্মধ্যে বৃষ্টিনিবারণে...
আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি...
এই যে মাতার...

রী শা হয় তদর্বা

স্নাটীও সুলভ বটে, তদর্থে প্রাঙ্গণে একটী পিত্তলের বাটী প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক খানি পীড়া রাখিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার ফল কি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার বিবরণ অধুনা লিখিতে অভিরুচি নাই; সুচতুর পাঠকের ইচ্ছা হয় অনুভব করিয়া লইবেন। বৃষ্ট্যানয়নের নিমিত্ত এক খানি কুলো মস্তকে লইয়া নৃত্য করিতে হয়। রূপবতী লাবণ্যময়ী যুবতিদ্বারাই এই প্রক্রিয়া শীঘ্র ফলবতী হয়; এবং সেই বৃষ্টিকে "কুলোবাদল" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। শিবমূর্ত্তির মস্তকে জল সেচনও জলানয়নের এক প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য আছে। পরন্তু তদ্বিস্তার এস্থলে বর্ণনীয় নহে।

বৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত লিপ্‌জিক-নগর-নিবাসী অতো নামা এক ব্যক্তি পারী-নগরে একবার এক যন্ত্র আনিয়া ছিলেন। যন্ত্রটীর নাম "প্ল্ বিক্কিউজে" বা 'বৃষ্টি-দূর-কারক'। নগরের সন্নিহিত উচ্চ একটী কাষ্ঠমঞ্চে ঐ যন্ত্র স্থাপিত হয়। উহাতে অনেক গুলি যাঁতা সংলগ্ন ছিল, তাহা বাষ্পের বলে লিত হইত। ঐ যাঁতা সকল চলিলে তাহার জলীয় মেঘ সঞ্চিত হইতে পারে না, পার্ব্বণ দিনে কি কোন সমারোহে এইরূপ একটী যন্ত্র পাইলে হইতে পারে; পরন্তু সুচতুর য় করিবার পূর্ব্বে তাহার ক্ষম- তে মানস করিতে পারেন।

বিলাতে এক একটী আশ্চর্য্য আছে। সহস্র বৎসর উইঞ্চেষ্টর-নগরে সুইথিন ছিলেন। নম্রতা,

মৃতদেহ গির্জার থিত করিও না। উহার প্রাঙ্গণে, যে স্থ ছাদের জল পড়ে, এবং যাহার উপরদিয় লোকে চলিয়া যায়,এমনস্থানে আমার সমা তাঁহার পরলোকান্তে যাজকেরা তদিচ্ছানুরূপ করিল বটে,কিন্তু কিছুদিন পরে তাদৃশ মহাত্মাব্যক্তি কবরস্থান সাধারণ লোকের পদে দলিত হইবে, ই তাহারা বিহিত বোধ করিলেক না; অতএব সমারো পূর্ব্বক তাঁহার জীর্ণ অস্থি গির্জার ভিতরে প্রোথিত করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইল। পরন্তু এই উদ্যোগ না করিতে২ চল্লিশ দিবস অনবরত এতাদৃশ ভূরি বৃষ্টি হইল যে, তাহাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তখন যাজকেরা সিদ্ধান্ত করিল, পুণ্যাত্মা ব্যক্তির ইচ্ছার বিপরীত কর্ম্মকরা আমাদিগের উপযুক্ত হয়নাই; অতএব প্রাঙ্গণস্থিত তাহার সমাধির উপরে এক ভজন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেক। ১৫ই জুলাই দিবসে ঐ গৃহের সূত্রপাত হয়। উপাখ্যান-লেখক কহেন যে বহুবৎসর পর্য্যন্ত ঐ দিবস অবধি সাত দিনকাল একাদিক্রমে কএকবার বৃষ্টি হইত। এবং ইংরাজদিগের অদ্যা বিশ্বাস আছে যে ১৫ জুলাই বৃষ্টি হইলে সে বৎসর ক্রমাগত ৪০ দিবস বৃষ্টি হয়, ও সে দি বৃষ্টি না হইলে ক্রমাগত ৪০ দিবস বৃষ্টি হয় না, ও সমস্ত বৎসর অনাবৃষ্টি ভোগ করিতে হয়।

দুই তিন শতাব্দী গত হইল, বিলাতে বারি-বর্ষণের ভাবি চিহ্ন বহুবিধ ও বি প্রকারে নিরূপিত ছিল, সেগুলি সত্য হউক বা ন হউক রসব্যঞ্জক বটে। যথা—যদি হংস হংসী প্রাতঃকালে উঠিয়া অনিয়মিতরূপে পাখ নাড়িয়া ছট্ কট্ করিতে থা ; যদি অশ্ব-শাবক